বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎকে সাদরে প্র
হইল। —
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

চীবর।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

দীনধাম, কলিকাতা,
৩০।৩ নং মদন মিত্রের লেন হইতে
শ্রীতারকচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১২ নং সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা.
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

এই কবিতাগুলির প্রায় সমস্তই 'ভারতবর্ষ', 'নারায়ণ', 'সঙ্কল্প', 'ব্রহ্মবিদ্যা', 'উপাসনা', 'আলোচনা', 'অর্চ্চনা', 'প্রবাহিনী', প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইল।

'কৃষ্ণনগর'শীর্ষক কবিতাটী কৃষ্ণনগরের মাসিকপত্র 'সাধকে' প্রকাশিত হইয়াছিল; 'সাধক'-সম্পাদক মহাশয় কবিতার নিম্নে টীকাস্বরূপ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই গ্রন্থে ঐ কবিতার নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। ইতি—

গ্রন্থকার।

সূচী।

বিষয় | পত্রাঙ্ক

উৎসর্গ।

মায়ের অঙ্গনে শিশু ঘুরিয়া ঘুরিয়া
চীরখণ্ড কোথা যদি পায় কুড়াইয়া,
মহার্ঘ বসন-জ্ঞানে লইয়া যতনে
অমনি ছুটিয়া আসে জননী সদনে।

দুই করে ছড়াইয়া ক্ষুদ্র চীরখানি,
ডাকিয়া মাতায়, বলে আধ আধ বাণী :
"দেখ মা এনেছি আমি কেমন বসন ;
একবার পর দেখি, হয় মা কেমন।"

স্নেহের সে দান ল'য়ে জননী সাদরে,
দু'করে ছড়ায়ে' তাহা বুকে ক'রে ধরে ;
মহার্ঘ বসন চেয়ে মহার্ঘ তা' গণে—
ছিন্ন ম্লান মূল্যহীন অমূল্য সে ধনে।

মাতা বলে, "এনেছ কি সুন্দর বসন !
এই যে হ'য়েছে ঠিক দেখ না কেমন !"
চীরখণ্ড বুকে রেখে, বুকে করে তা'রে :
স্নেহের সরিৎ লয় স্নেহ-পারাবারে।

হে জননী বঙ্গভাষা ! এ শিশু তোমার
পাইয়াছে এ **চীবর** খানি কবিতার
তোমার অঙ্গনে ঘুরে ; মায়ের আদরে
তুমি কি ল'বে না তাহা স্নেহে বুকে ক'রে ?

দীনধাম।
বৈশাখ, ১৩২২।

চীবর।

চীবর।
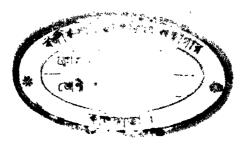
উপাসনা।*

এ উপাসনার যোড়শোপচার
আপনার করে সাজায়ে,
আপন মন্দিরে আপনার তরে
রাখিয়া দিয়াছ গুছায়ে;
তুমি যে প্রভাতে উষার আভাতে
দাঁড়াও প্রতিমা সাজিয়া,
কানন ভরিয়া কুসুম লইয়া
নিজপদে দাও ঢালিয়া;
আপন আলোকে মুখর পুলকে
আপনি ওঠ যে জাগিয়া,
বিহগের রবে আপনার স্তবে
আপনি ওঠ যে মাতিয়া;

---

* 'উপাসনা' পত্রিকার জন্য লিখিত।

মলয়ের রূপে নিজ গন্ধধূপে
নিজ পূজাগৃহ ভরিছ ;
ভরি নিজ ঝারি, নিজ পূজাবারি
নির্ঝরের ধারে ঝরিছ।
তুমি যে মধ্যাহ্নে প্রান্তর অরণ্যে
ধ্যানের নিথর মূরতি ;
ললাটে তোমার সমাধি ছটার
চিদালোকময়ী স্ফূরতি ;
আপনার ভাসে অবনী আকাশে
আপনি ওঠ যে ফুটিয়া ;
সমাহিত ধ্যানী, নীরব আপনি
আপনার জ্যোতি হেরিয়া।
সায়াহ্নে আবার জবার আভার
নয়ন মেলিয়া জাগ যে ;
প্রতীক জীবনে মুখর স্পন্দনে
বিরাট সমাধি ভাঙ্গ যে ;
পিককণ্ঠ মাঝে শঙ্খঘণ্টা বাজে
সন্ধ্যার আরতি সাধিতে ;
জ্বাল দীপাবলী গগন উজলি,
আপন প্রতিমা বরিতে ;
নিজ প্রতিমার ভিতরের দ্বার
সে শুভ সময়ে খুলিয়া,
রজত বর্ত্তিতে আলোক-অমৃতে
দেবালয় দেও ভরিয়া।

এস হে দেবতা! এ মানস যথা
একান্তে একাগ্রে চাহিছে,
এ মহাপ্রতিমা, আরতি-মহিমা
হেরিয়া, হরষে ভাসিছে;
এস হে দেবতা! এ পূজার প্রথা
শিখাও অধম সেবকে;
এ প্রতিমা ল'য়ে, উপাসনা হ'য়ে
থাক সেথা চির পুলকে।

আকাশ।

ভাস ভাস এ নয়নে দিবস যামিনী ধরি',
যেন কা'র কি আভাসে সতত র'য়েছ ভরি';
হেরিলে হরে যে ভাষা,
হৃদয়ে ভরে কি আশা,
মরমের যত কথা যেন হোথা আছে লেখা,
নিশিদিন চাহি যা'রে, যেন তা'রে যায় দেখা।

তোমারে হেরিলে মনে নির্ব্বাক্ লহরী ওঠে,
ধূলার আসন ছেড়ে মানস কোথায় ছোটে!
যেথা ধূলা মলা নাই,
যেথা জ্যোতি চিরস্থায়ী,
যেথায় কুসুমকুল অম্লান সরস সদা,
যেথা গন্ধ মকরন্দ বিলয় না পায় কদা,

যেথা রবি শশী তারা পথে পথে খেলা করে,
অনন্ত কৌমাররঙ্গে, অক্ষয় প্রমোদভরে,
যেথা বায়ু মলয়ন্ত্রে
প্রাণময় তন্ত্রে তন্ত্রে
মহাগীতে ভরিতেছে মহান্ অঙ্গন কা'র,
অনন্ত উৎসব হয় কি অনন্ত প্রতিমার!

কত উচ্চে, হে উদার, তোমার ও রঙ্গস্থল ;
কত তুচ্ছ মহী'পরে ও উন্নত হিমাচল !
শিখর শিখর পরে
যেন তোমা' স্পর্শ করে,
উঠিলে শিখরে কিন্তু বুঝি তুমি কত দূরে ;
ভূতলে, অচলশিরে, স্পর্শাতীত মায়াপুরে !

ভাস ভাস এ নয়নে ওই মায়ারূপ ধরি',
সেই চিরনব দৃশ্যে ওই দৃশ্যপট ভরি' ;
সেই উভ সন্ধ্যাবেলা
বসাও ত্রিদিব মেলা,
সেই মুক্ত দ্বিপ্রহরে রঙ্গালয়-সীমা হ'তে
নীরব বীণার রব আসুক অনন্ত পথে।

সেই যামিনীর ছায়ে অসীমের নিত্য রাস ;
যেন বনফুলে বন ভরা আছে বারমাস ;
মধ্যে মন্দাকিনীধারা
বহিতেছে সীমাহারা,
পুর হ'তে পুরান্তরে, পুলকিত পথে পথে,
কুমুদ কহ্লার কত ফুটিছে সলিল হ'তে।

সেই স্বচ্ছ বক্ষভরা শারদ নীরদরাশি,
অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছলিত শারদ কৌমুদী হাসি,
ত্রিদিব বরণ ঘটা,
রজত-কাঞ্চন-ছটা ;

মহেন্দ্র-মন্দিরে যেন অলিন্দের ইন্দ্রনীল,
ধরিত্রীর ধ্যানপীঠ সুপবিত্র অনাবিল।

ভাস ভাস আমার সে বাসনার বেশ ধরি' :
যদিও অচিন্তা ইচ্ছা উল্লাস নিয়েছে হরি',
তবু সেই আকর্ষণ
এখন (ও) বাঁধিছে মন,
হৃদয়ের খেলা গেছে, আছে ভরা ভালবাসা,
ক্ষণিকের মোহ ভেঙ্গে আসিয়াছে চির-আশা।

আজি জীবনের ধারা শিখরে শিখরে আর
আবেগ-মুখর স্রোতে কল্লোল করে না তার ;
আজি সিন্ধু সন্নিকটে,
ঘেরা শ্যাম উভতটে,
সলিল ধ'রেছে শান্ত প্রান্তরের প্রতিচ্ছায়া,
অনন্ত নীলিমামুগ্ধ ধ্যান যে স্তব্ধকায়া।

আশৈশব ওইখানে খুঁজেছি আকুল মনে,
সে শৈশবে হারায়েছি জীবনের যেই ধনে ;
তুমি সে হারান হাসি,
জুড়ান সে স্নেহ রাশি,
জড়াইয়া রাখিয়াছ হাসিমাখা নীলিমায় ;
ঘুমান সে সহোদরে জাগায়েছ তারকায়।

তা'র পর, জীবনের তরুমাঝে পুনরায়
কত খদ্যোতের আলো জ্বলিল নিভিল হায় ;

আর ত' তা' স্ফুরিবে না,
সেদিন ত' ফিরিবে না,
তুমি যেন ক্ষণে ক্ষণে তারকাকণার ভাসে
আমার সে আলোকণা দেখাইছ ও আবাসে।

আজি শুধু স্মৃতি নও সেই প্রিয় অতীতের ;
অতীতের ভাষ্যে ভরা মূল সূত্র ভবিষ্যের ;
আজি দেখাইছ তা'রে,
যে ও ছায়াপথ পারে
আলোকিত করিতেছে জীবনের ছায়াপথ ;
সুখদুঃখে গুপ্ত যা'র অচিন্ত্য কি মনোরথ !

আজি মিলে গেছে নীলে আমার সে শশী তারা,
শীতল ক'রেছে হৃদি নয়নের নীরধারা ;
রাখিও সে ব্যোমমাঝে,
য'দিন বুদ্বুদ সাজে
থাকিব এ সিন্ধু 'পরে ; তার পর সব তুমি—
বিরহিত, বিলীনের চির মিলনের ভূমি।

হে ঊর্দ্ধের নীলসিন্ধু ! উদয়াস্ত উভঘাটে
কত সূর্য্য উঠিতেছে, কত সূর্য্য বসে পাটে ;
কিন্তু, আঁধারের কোলে
ঝড়ে যবে তরী দোলে,
যবে সিন্ধুমাঝে কাঁপে শত পান্থ পথহারা,
পথ দেখাইতে থাকে শুধু তব ধ্রুবতারা।

বিষাদ-বারিধিমাঝে জ্ঞানরবি ডুবে যায়,
কর্ম্মের সুধাংশু ছবি অবসাদে ক্ষয় পায়,
শুধু দূরমেরু হ'তে
ভাসে অন্ধকার পথে
ভকতির ধ্রুবতারা, করুণার রশ্মি ল'য়ে ;
শুধু অহেতুকী আশা ভাসে শূন্যে সেতু হ'য়ে।

কত কথা ওইখানে, কত আশা ঢাকা আছে !
কতদূরে নয়নের, হৃদয়ের কত কাছে !
এস এস এ হৃদয়ে
সেই গুপ্ত আশা ল'য়ে,
অবিমুখ করুণার মূকভাষা শুনাইয়ে,
এ মহান্ আঁধারের ধ্রুবতারা দেখাইয়ে।

প্রবাহিনী।*

আসিছে এ প্রবাহিনী কোন্ অদ্রিরাজ হ'তে ?
কোথায় গঙ্গোত্রি তার ?
কোথা' গোমুখীর দ্বার ?
কি বাষ্পে নিৰ্ম্মিত হয় কোন্ আকাশের পথে ?

মিশিছে এ প্রবাহিনী কোন্ মহাসিন্ধু-নীরে ?
কেমন সে পারাবার ?
কেমন সঙ্গম তার ?
এ বারি কি বাষ্পরূপে আবার আসিছে ফিরে ?

আদি অন্ত অন্তরালে—কি বুঝিব মৰ্ম্ম তার ?
যতটুকু দেখা যায়,
কত আলোছায়া তায় !
কত উৰ্ম্মি আন্দোলনে ঘটাইছে কি বিকার !

এই, বক্ষ হাসিভরা, উষার আবেশ ভরে ;
এই, নীল নীরদের
ছায়াময় হৃদয়ের
আঁধার, হৃদয়ে আসি, আঁধারে আঁধার করে।

---

* 'প্রবাহিনী' পত্রিকার জন্ত লিখিত।

কোথা' শ্যাম প্রান্তরের প্রসাদ উভয় কূলে,
হেথা ভাঙ্গা ভাঙ্গা রবি,
হোথা পাদপের ছবি,
কোথা' বনফুল কত চলে বীচিকুলে দুলে।

কোথাও আবিল স্রোত ধূলায় মলায় কত ;
নিষ্ঠুর আবেগে তার
হইতেছে ছারখার
কুটীর উদ্যান পথ সুরম্য সোপান শত।

কোথাও উষর দেশে সকল (ই) নীরস প্রায় ;
তপ্ত সৈকতের তলে
আতপ্ত সলিল চলে,
আতপ্ত পবন হ'তে পরাণ পলাতে চায়।

তবু এই প্রবাহিনী বিরামদায়িনী কত ;
জানিনা গঙ্গোত্রি তার,
জানিনা গোমুখী দ্বার,
তবু তার হরিদ্বারে বসি যেন অবিরত।

তবু তার হৃষীকেশে মধুর কল্লোল কার !
উপল ভিজায়ে চলে,
অমৃতে পাষাণ গলে,
সে অনন্ত কলধ্বনি কর্ণে আসে অনিবার।

তবু তার বৃন্দাবনে, অন্তরের কি পুলিনে,
হৃদয়-যমুনা সনে
বেড়ায় কে বনে বনে,
বাঞ্ছিত বাঁশরী তার বাজাইয়া নিশিদিনে।

তবু তার দূরস্থিত গঙ্গাসাগরের ধারে
কি কপিল ব'সে আছে
নীল বারিধির কাছে,
চরম তীর্থের তথ্য তত্ত্বহীনে বুঝাবারে।

বহ বহ প্রবাহিনি এ অসীম স্রোতে তব ;
জানিনা বহিলে কত,
সম্মুখে কত যে পথ ;
অনাদি অনন্ত যাত্রা, কৌতূহল অভিনব।

বহ বহ প্রবাহিনি অনন্ত কদম্ব-বনে।
অনন্ত কদম্ব মূলে,
এক(ই) সে যমুনা-কূলে,
এক(ই) সে তোমার হরি ডাকিছে বাঁশরী-স্বনে।

মানস-যমুনা।

এ হৃদয়বৃন্দাবন দিয়া বহ নিশিদিন,
অনুরাগময় নীরে ভাসাইয়া এ পুলিন ;
বহ, বহ, প্রেমধারা !
ছুটিয়া পাগলপারা ;
ওই, কে লুকায়ে গায় দুকূলের বনে বনে,
মিলায়ে বাঁশরী তার, তোমার লহরী সনে।

আতপ্ত বালুকারাশি, জীবনমরুতে হায়,
আমায় যে দহিতেছে, অহরহঃ সে জ্বালায় ;
তুমি, শান্তি-তমালের
ছায়া ল'য়ে, এ প্রাণের
তীরে তীরে শীতলতা কর চির প্রসারিত,
পুলক-কদম্বে কর এ অন্তর রোমাঞ্চিত।

আমার এ ব্যাকুলতা-বকুলেতে আন তুমি
সফলতা-পুষ্পভার, আমোদিয়া বনভূমি ;
উছলিয়া উঠ কূলে
প্রীতি-বংশীবট মূলে,
বিজন পুলিন 'পরে পুলিনবিহারী আন,
তুমি যে তাহার পথ, তুমিই তাহাকে জান।

ছুটিবে তোমার তটে, সে গোপবালকরূপে;
যত মনোবৃত্তি মম, বরিতে আপন ভূপে;
তাদের সাধের বনে,
মনোমত সিংহাসনে
মনোমত সে রাজারে বসায়ে' করিবে খেলা;
আনন্দের রঙ্গরসে কাটিবে সকল বেলা।

আসিয়া বসিবে রাধা—এ প্রাণের আরাধনা,
ঘরদ্বার সব ভুলে রহিবে সে আনমনা;
তোমারি ও তীরে তীরে,
ওই উচ্ছলিত নীরে
ভাসিয়া ভাসিয়া, শুধু, সে মাধুরী নেহারিবে,
শ্রবণযুগল ভরি' সে বাঁশরী প্রবেশিবে।

মহাকালী।

কি ভাবে ভাবিব তোরে—ভাবিয়া কিছু না পাই ;
ভাবাভাব-বিধায়িনি ! ভাবাভাব তোর নাই।

মহাকাল-বক্ষ-'পরে নাচিছ উল্লাস-ভরে,
কি করাল লীলাবেশে, বিলোল রসনা মেলি',
সুকুমার সমুদার শিব-অঙ্গে পদ ফেলি'।

বাম করে সমুজ্জ্বল অসি করে ঝলমল,
অন্যতর সব্যকরে সদ্যছিন্ন মুণ্ড দোলে,
পুত্রের রুধির-ধারা ঢালিছ পতির কোলে।

একি বিপরীত রীতি, কি দুর্জ্জের ক্রূরনীতি,—
ব্রহ্মাণ্ড-জননী হ'য়ে নৃমুণ্ড কেটেছ কত,
স্তন্য দিয়ে পুষ্ট ক'রে নষ্ট কর অবিরত।

তবে ও দক্ষিণ করে কেন মা দাক্ষিণ্য ঝরে,
ভীত ত্রস্ত সুত তরে অভয় র'য়েছ ধ'রে,
প্রনষ্টে প্রবেষ্টে বেষ্টি' হৃষ্ট কর শ্রেষ্ঠবরে ?

আরক্ত নয়নদ্বয় সন্তানে দেখায় ভয়,—
কেন, তা' তুমিই জান, আর কে বুঝিতে পারে ?
বিশ্ববিকাশিনী শক্তি—সম্বিৎ এখানে হারে।

তৃতীয় আঁখিতে তোর   নাহিক সুধার ওর,
অমানিশি প্রস্ফুটিয়া পূর্ণশশী শোভা করে,
আপনি বিহ্বল হৃদি আহ্লাদ-ক্ষীরোদে ভরে।

কে বুঝাবে এই মায়া,   আলোকিবে এই ছায়া ?—
কি ভাবে ভাবিব তোমা'—ভাবিয়া না পাই শ্যামা,
খর-করবাল-ঘোরা, বরাভয়-করা বামা !

আমি।

সিন্ধুমাঝে বিশ্ববিন্দু—এই আছি, এই নাই ;
মায়ার অনিলে উঠে', সলিলে মিলায়ে যাই।

কার সুখে হাসিতেছি,
কার দুঃখে কাঁদিতেছি,
কাহারে পৃথক্ করি' কারে 'আমি' বলিতেছি,
কাহারে নয়নে হেরি' কারে আমি ভুলিতেছি ?

কাহার কৌমার বলি,
কাহার যৌবনে চলি,
কাহার জরায় আমি ম্রিয়মাণ হ'য়ে যাই,
কার রোগে রুগ্ন আমি, কার ভোগে ভোগ পাই ?

কার আশা ছুটাতেছে,
ভালবাসা বাঁধিতেছে,
কার মায়া করিতেছে, কারে এত বিজড়িত,
কার জন্ম মরণেতে কার কাল নিয়মিত ?

সূতকের শঙ্খরোল,
অন্তিমের হরিবোল,
কাহারে বরণ করে, কাহারে বিদায় দেয়,
কাহারে আনিছে কাল, কাহারে ফিরায়ে নেয় ?

জননী-জঠরে কে সে
মৃণালে উঠিল ভেসে,
কাঁদিল ভূমিষ্ঠ হ'য়ে এসে এ অজ্ঞাত দেশে,
অজ্ঞাতে আপন ক'রে বেড়ায় অজ্ঞাত বেশে ?

ওই রবি চন্দ্র তারা,
ওই মন্দাকিনী-ধারা,
অনিল, অচল-পুঞ্জ, নিকুঞ্জ মঞ্জুল ধরা
রূপ রস গন্ধ শব্দে কাহারে করিছে ভরা ?

সরস হৃদয়াধার,
পরশ শিহরে কার,
এ অনন্ত উপাদান ল'য়ে কে সে ক্রীড়া করে,
এ বিচিত্র চারু চিত্রে কে এ মহাশূন্য ভরে ?

সে কি আমি, মোহ যার,
বাস্তু যার মমতার
এমনে বেড়িয়া আছে যাহারে আমার বলি ;
'আমার' অমিয় মাঝে এমনে গিয়াছে গলি' ?

না, সে আমি আমি নই ;
আমি যে ত্রিকালজয়ী,
বিকাশ-বিলয়হীন, ত্রিলোক-ত্রিসীমাতীত,
অলিপ্ত নির্লিপ্ত ব্যাপ্তি চিদানন্দে সমাহিত।

সেথা রবি চন্দ্র তারা
হ'য়ে আছে আত্মহারা,

সেথা মন্দাকিনী-ধারা মিশে' আছে পারাবারে,
আরাধনা কৃপাকণা বাঁধা আছে একাধারে।

সেথা সমীরণ-ভরে
নাহি পত্র মরমরে,
ষড়্-ঋতু সনে সিন্ধু নাহি নাচে তালে তালে,
চিরমুক্ত নীলাম্বর ঢাকে না জলদজালে।

সেথা মধ্যাহ্নের স্ফূর্ত্তি,
নিশীথের সৌম্যমূর্ত্তি,
অনন্ত গুঞ্জন করে নীরবের মুখরতা,
প্রেমের প্রশান্ত হ্রদে প্রস্ফুটিত পবিত্রতা।

কেমনে চিনিব আমি
আমার সে অন্তর্যামী ;
নয়নের চেনা নিয়ে মরমের চেনা দাও,
সে নূতন পরিচয়ে নিকেতন মাঝে নাও।

তুমি।

—※—

ক্ষুদ্র বেলাভূমি পরে সিন্ধুর বিস্তৃতি প্রায়,
'আমার' গণ্ডীর পারে কি অনন্ত দেখা যায়!

বসুন্ধরা বিন্দু সম,
ক্রোড়ে ল'য়ে অণু মম,
কোথায় পড়িয়া আছে অন্তহীন সে বিস্তারে;
ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড পরে তরঙ্গিত পারাবারে।

বসুধার শ্যামকায়া,
দূরে জলদের ছায়া,
আর(ও) দূরে চন্দ্রমার বিম্বিত সুষমারাশি,
পরে তা'র তপনের প্রতাপ তমিস্রনাশী।

আর(ও) পরে ইতস্তত
তপন চন্দ্রমা কত
উজলিছে দিবারাতি দিবারাত্রহীনস্তরে;
নীরদের রেখা নাই সে নির্ম্মল নীলাম্বরে।

তা'র পর ছায়াপথ;
ছায়া হ'তে অবিরত
নির্ম্মিতেছে নব বিশ্ব বিশ্বের নির্ম্মাতা কবি,
কারণে ফুটিছে নিত্য নূতন চন্দ্রমা-রবি।

পিছে পড়ে ছায়াপথ ;
অবারিত মনোরথ
দূর হ'তে দূরে যায় অগণিত স্তরে স্তরে ;
কোথা সীমা, কোথা সীমা, লোক হ'তে লোকান্তরে।

কোথা মুক্ত মহাকাশ
বিহগের চির আশ,
কোথা ক্ষুদ্র বিহগের শকতির সম্প্রসার ;
কত দূরে শ্রান্ত হ'য়ে নেমে আসে নীড়ে তা'র।

কোথা পারাবার ধায়
তরঙ্গিত নীলিমায়,
ক্ষুদ্র জলচর-প্রাণ কোথা সাথে যেতে চায় ;
কিছু পরে ভীত হ'য়ে ফিরে তা'র সে বেলায়।

তুমি সেই মহাকাশ,
মহাসিন্ধু, মহাত্রাস,
ধরিতে না পেরে তোমা ফিরি আমি বসুধায় ;
তোমারে আমার সনে হারাই যে সে ভূমায়।

আমার এ নীড়ে নামি
আমারে পাই যে আমি,
আমারে ঘিরিয়া, দেখি, আমার মতন যারা ;
বুঝি ব'লে, ভালবাসি এই ঘেরা বেড়া কারা।

তাই ঘেরা বেড়া মাঝে
আমার ঘরের সাজে

চিরদিন আসিতেছ তোমার অনন্ত ছেড়ে,
আমার সামগ্রী দিয়ে আমারে নিতেছ কেড়ে।

কৈলাসে বৈকুণ্ঠে তাই
জনক জননী পাই ;
আর(ও) কাছে আসিয়াছ একে বহুরূপ ধরি,
সংসারের সুধাভরা গোলোকের সেই হরি।

গোপাল যশোদা-কোলে,
নন্দের দুলাল দোলে,
শ্রীদাম-সুদাম-সখা, ভাই কানু বলাই(এ)র,
রাধিকা-রমণ তুমি, সাধ সব হৃদয়ের।

তুমি দীক্ষাগুরু হ'য়ে,
গীতা মহামন্ত্র ল'য়ে,
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আসিলে শ্রীকৃষ্ণরূপে ;
অঙ্কিত তোমার মর্ম্ম ভারত অমৃতস্তূপে।

তুমি সর্ব্বগুণধাম,
সেই রাম অভিরাম,
জগতে দেখায়েছিলে কর্ম্মনিষ্ঠা ইষ্টহারা ;
বুদ্ধরূপে ঝ'রেছিলে করুণার পূর্ণধারা।

আবার আসিলে তুমি
পুণ্যময় করি' ভূমি
অনিন্দ্য গৌরাঙ্গ-দেহে, ভেদশূন্য ভালবাসা ;
বারে বারে সুধাধারে মিটাইছ এ পিপাসা।

তোমাকে চিনা'তে হরি!
এলে কত রূপ ধরি;
কত রূপে আছ নিত্য কত তীর্থে এ ধরায়;
অনন্তে অজ্ঞাত যাহা, সান্তে তাহা জানা যায়।

এ ভূমায় ভাসিতেছ,
আমি হ'য়ে আসিতেছ;
আপনি অস্ফুট তুমি, আমাতেই ফুটিতেছ;
ব্রহ্মাণ্ডে আঁটে না যাহা, অণুতে তা' রাখিতেছ।

তুমি আমি চিরসাথী,
আমাতে তোমার(ই) ভাতি,
তোমার(ই) মৃণালে আমি বিকশিত শতদল,
তোমার(ই) বরণ-শোভা, তোমার(ই) সে পরিমল।

চির আহ্বান।

এস জীবনের সখা! জীবনের আলোকে ;
দ্যুলোকের দ্যুতি যবে ভেসে আসে ভূলোকে,
বিশ্ব যবে ফুলবন,
চিত্ত যেন সমীরণ,
এ জীবন শুধু যেন সঞ্চরণ নন্দনে,
এ হৃদয় লিপ্ত থাকে চিরানন্দ-চন্দনে।

জীবন যখন বহে তটিনীর ধারাতে,
হৃদয় গায়িতে থাকে কুলুকুলু ভাষাতে,
শ্যাম উভ উপকূল,
পত্রে স্নিগ্ধ তরুকুল,
এ জীবন নিরুদ্বেগ শান্তি যেন শুইয়া,
এ হৃদয় চ'লে যায় গীত যেন বহিয়া :

এস এস প্রাণসখা! বনে বনে ভ্রমিয়া,
আমার প্রাণের সাথে ফুলমালা গাঁথিয়া,
মধুর পূরব ভাগে,
উষার সোনার রাগে,

এস তুমি মধুময় প্রভাতেতে জাগিয়া,
এস ভ্রমণের সখা ! দুয়ারেতে ডাকিয়া।

এস চিরকান্তময় ! পৌর্ণমাসী নিশিতে,
নেমে এস শশিকরে এ মহীতে মিশিতে ;
ছুটে ছুটে জোছনায়
খেলাইব দু'জনায় ;
লুকাইয়া থেকো তুমি পাদপের পাতাতে,
ছুটিয়া ধরিব তোমা কুসুমিত লতাতে।

এস এস চিরসখা ! জীবনের অন্তে,
সাড়া দিয়ে থেকো তুমি হৃদয়ের সীমাতে ;
আঁধারে যে বড় ত্রাস
থাকিও আমার পাশ,
হৃদয়ে ভরসা দিও নামে মোরে ডাকিয়া,
অভয়ে ঘুমায়ে র'ব আমি তোমা ছুঁইয়া।

এস তুমি সে আঁধারে মৃদুদীপ্তি তারাতে,
সুপ্তিহীন নেত্রে মম শান্ত রশ্মি বিলাতে ;
আঁধার বাড়িবে যত,
ফুটিয়া উঠিবে তত,
স্থির ধীর অচঞ্চল অন্তহীন আশাতে
ব্যক্ত করি আপনায় উক্তিহীন ভাষাতে।

এস আলো আঁধারের চির সম সাথী হে!
থাক এ হৃদয়ে মম চির দিবারাতি হে:
তুমি যে সুখের দীপ্তি,
তুমি যে দুখেতে তৃপ্তি;
তুমি বিনা এ আলোকে কে খেলাবে আমারে?
তুমি বিনা ঘুমাইব কেমনে সে আঁধারে?

বিশ্ববিকাশ।

সে কথা যে লেখা আছে খোলা ওই আকাশে,
সে কথা যে খেলা করে ছুটে ছুটে বাতাসে :
কি ক'রে কে না দেখিবে ?
কি ক'রে কে না শুনিবে ?
আকাশে তাকালে সে যে ফুটে ওঠে নয়নে,
বাতাসে আসিলে সে যে ছুটে আসে শ্রবণে।

সে সুর যে বাঁধা আছে তরুলতা তৃণেতে,
সে সুর যে বেজে ওঠে তটিনীর তটেতে ;
সে যে বাঁধা প্রাণে প্রাণে,
বাজিছে যে কানে কানে ;
সে গীত যে বিরাজিত রবি শশী তারাতে,
সে গীত যে নিনাদিত জলদের ঘটাতে।

সে গীত যে নৃত্য করে নীলাম্বুর লীলাতে,
সে গীত যে পড়ে ঝ'রে নির্ঝরের প্রপাতে ;
সে রাগিণী দিশি দিশি
কুঞ্জে কুঞ্জে আছে মিশি ;
সে রাগিণী ভুলিবে কে, ফুল যদি বিথরে ?
সে রাগিণী ভুলিবে কে, তরু যদি মর্ম্মরে ?

তালে তার উঠিতেছে গিরিচূড়া গগনে,
তালে তার নামিতেছে বারিধারা ভুবনে ;
দ্যুলোক-আলোক-হাসি,
ভূলোকের বাষ্পরাশি,
তালে তার মিলিতেছে মধুময় মিলনে,
বিশ্বতনু লিপ্ত করি ইন্দ্রধনু-বরণে।

সে বাণী যে মুখরিত বিশ্বজোড়া প্রেমেতে ;
সুপ্তলোকে ডাকাডাকি প্রাণভরা ডাকেতে ;
সে বাঁশরী ফুকারিয়া
হিয়া দিয়া ডাকে হিয়া ;
সে কথাটি ফুরাবে কি, অলি যদি গুঞ্জরে ?
সে কথাটি ফুরাবে কি, পিক যদি কুহরে ?

ধ্রুব।

—

"হরিয়া নিয়েছ হরি! সকলি ত' অভাগার,
বাকি কেন রাখিয়াছ বিড়ম্বনা চেতনার?
গেছে শান্তি, গেছে সুখ, গেছে লীলা বাসনার;
এ অনন্ত অবসাদ—এ জীবন কেন আর?

পিতা রাজ্যেশ্বর মোর, মাতা কাঙ্গালিনী কেন?
ভ্রমিতেছি বনে বনে অনাথের মত কেন?
গেছে সব, হবে নাকি এ স্মৃতির অবসান?
অহরহ এ হৃদয়ে জাগিছে সে অপমান।

এই দেহে সে শোণিত শিরায় শিরায় বহে;
এই অস্থি মেদ মজ্জা মাংস কি তাঁহার নহে?
এত আপনার যাহা, তাহা কি হইল পর?
তবে কেন ও আকাশ-দাঁড়ায়ে মাথার 'পর?

যেই প্রেম এক করে এই বিশ্ব চরাচর,
প্রতিদান, মূল তার; আকর্ষণ পরস্পর;
যে ভাষায় সম্বোধিবে তুমি এই চরাচরে,
চরাচর উত্তরিবে তোমাকেও সেই স্বরে।

কোথা আজি সেই ভক্তি, কোথা সেই ভালবাসা ?
কোথা সে চরণতরে হৃদয়ের সে পিপাসা ?
দ্বিধাশূন্য সে নির্ভর, পরিতৃপ্তি দরশনে,
বাসন-বন্ধন-মুক্তি যেন দেব-পরশনে ?

আজি জনকের স্মৃতি প্রাণে যেন মরুবায়ু,
প্রতিশ্বাসে ক্ষয় করে প্রাণের অর্দ্ধেক আয়ু ;
হরিনাম সম যাহা প্রাণে ছিল অবিরাম,
হৃদয় বিদ্রোহ করে, কণ্ঠ নিলে সেই নাম।

এ হৃদয়-সমীরণ, স্নেহ-বাষ্পরাশি ল'য়ে,
সে হিমাদ্রি-পদমূলে গিয়াছিল ব্যগ্র হ'য়ে ;
পাষাণ নিল না তুলে, দিল না স্নেহের কোল ;
হৃদয় এসেছে ফিরে, করিয়া হতাশ রোল।

পাষাণের প্রতিঘাতে, প্রতিকূল স্রোতে তার
ঝরিয়া গিয়াছে সেই সুস্নিগ্ধ স্নেহের ভার ;
আজি শুষ্ক সমীরণ শূন্য মরুমাঝে বয় ;
পাষাণের প্রতিঘাতে স্নেহশূন্য এ হৃদয়।

স্নেহশূন্য এ হৃদয়ে উত্তমের ছায়া নাই,
আজন্মের ক্রীড়াসাথী, তারে সাথে নাহি চাই ;
সে যে পাষাণের কোলে পাষাণের পুত্তলিকা,
তীক্ষ্ণবিষা ফণিনীর গরলের সে কণিকা।

আমি জানিতাম তারে হৃদয়ের সহোদর,
এক বক্ষে উভয়ের অমৃতের নিরঝর,
এক বক্ষে দু'জনের জাহ্নবী যমুনা-ধারা,
হৃদয়-সঙ্গমে সদা থাকিতাম আত্মহারা।

আমার জননী সে যে করুণার শ্যামা ক্ষিতি,
জানিত না, শিখাত না বিষময় ভেদনীতি ;
তার যে উদার চিত্ত ; উত্তম যে ধ্রুব তার ;
সে হৃদয়, সিংহাসন, সম ভাবে দু'জনার।

সে চিত্তের শুভ্রালোকে নাহি ছিল অভ্ররেখা,
প্রেমসিক্ত মুক্তক্ষেত্রে হিংসা নাহি দিত দেখা ;
উভকূল-শ্যামকরা সে স্নেহের স্নিগ্ধধার
দিয়াছিল উভপ্রাণে শ্যামছায়া একাকার।

সে পূর্ণিমা নিবাইল, কি কাল রাহুর ছায়া ;
বিষে ভস্ম ক'রে দিল সব স্নেহ, সব মায়া ;
সে যে হিংসা মূর্ত্তিমতী, হিংসা তার অঙ্গবায়ে,
মগ্ন ক'রে দিল মোরে কি কাল হিংসার ছায়ে।

মা আমার নন্দনের অমৃত-বল্লরী-প্রায় ;
হা বিধাতঃ ! উপাড়িয়া কোথায় ফেলিলে তায় ?
আর, তীব্র গরলের সে জ্বালায় জ্বালাময়ী
বিষতরু সে নন্দনে বিরাজ করিছে ওই।

হে গহন ত্রাসাবাস, শত-হিংস্র-শব্দময়!
ওই হিংস্রকুল(ও) বুঝি এ বিষেরে করে ভয়;
এ যে মানুষের বিষ, পিশাচের হলাহল;
বিষধর জ্ব'লে যাবে, মুখে দিলে এ গরল।

হা বিধাতঃ! একি বিধি, এ কি ন্যায় জগতের:
দেবতা পাতালে পড়ে, স্বর্গে বাস অসুরের!
জানি না কেন বা আমি ধূলিময় এ শয়নে;
আর সে উত্তম বসে সুবর্ণের সে আসনে?

সহিষ্ণুতা মূর্ত্তিমতী বিজন কুটীরে ওই,
এ দারুণ আলোড়নে কিসে যেন শান্তিময়ী:
জননীর হৃদয়েতে নাহি দেখি এ আক্রোশ,
মা আমার সে নৃশংসে(ও) নাহি দেন কোন দোষ।

আমাদের কর্ম্মফল,—লোকের কি অপরাধ?
দেবতায় কি করিবে? নিজে সাধি নিজবাদ;
এই ত, এ নির্যাতনে মূলমন্ত্র সে প্রাণের;
কি বিশ্বাস রোধিতেছে উদ্ঘাত এ তরঙ্গের!

না পারি বুঝিতে হায় কি সত্য ইহাতে আছে;
সকলি করেন হরি—শুনি ত জননী কাছে;
তাঁর কর্ম্মে তবে কেন আমি কর্ম্মফল পাই?—
এ কুহক নিবারিতে বুঝি কি আলোক চাই?

এ অন্ধ আমি কি দোষী আমার করম তরে ?
আমি কি গড়েছি মোরে আমার মতন ক'রে ?
নিম্নগামী বারি কি সে নিজে নিম্নদিকে ধায় ?
এ প্রবৃত্তি করমের কে আমাকে দিল হায় ?

জনম জনম ধ'রে করম ক'রেছি জানি,
প্রতি জনমের ফলে এ আমি এমন মানি ;
প্রথম জনমে হায় কার কর্ম্মফল ছিল ?
প্রথম করম মোর কে আমারে করাইল ?

মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলিতেছি স্মরি' এ অযথা বিধি,
হৃদি যেন আলোড়িত বিষময় জলনিধি ;
অনন্ত তরঙ্গ তার আঘাত করিতে চায়,
এই দশা আমাদের যাহারা ক'রেছে হায়।

এই যে হৃদয় মথি' উঠিছে সে হলাহল,
বিষে যেন বিষময় করিতেছে জলস্থল,
জ্বালাময়ী যেন ওই অম্বরের নীলকান্তি,
ভঙ্গ যেন চিরন্তন ঐ তারাকুল-শান্তি।

হে শ্যামলা ক্ষিতি ! তুমি ধ'রনাক এ অঙ্গার,
উদারতা-উদ্ভূত হিংসাময় এই খার ;
গৃহ হ'তে সম্মার্জ্জিত অপবিত্র এ জঞ্জাল
অপবিত্র করিবেক এ ধরাকে কত কাল ?

এই অস্থি মেদ মজ্জা শোণিত যাহার ছিল,
সে যদি হৃদয় হ'তে নিজ ধন ফেলে দিল ;
তবে কেন হে অনিল সরস রাখিছ তায় ?
অনির্ব্বাণ এ অনলে কেন না জ্বলিয়া যায় ?

ওকি, আহা ! এ আবিল মথিত জলধি হ'তে
উছলিছে সুধাধারা, নিরমল স্বচ্ছ স্রোতে ?
এ আবর্ত্ত অমৃতের, ছাড়ায়ে অবনী-কায়,
উঠিছে অম্বর-পথে স্বচ্ছ জলস্তম্ভ প্রায়।

ওই যে পরশে তার নভে পুনঃ নীলকান্তি,
আবার তারকাকুল ছড়ায় অতুল শান্তি ;
ওযে, সেই কুটীরের চিরস্নিগ্ধ ছায়াতরু,
নির্জ্জনে ফেলেছে ছায়া শীতল করিয়া মরু।

কুটীরবাসিনী ওযে শান্তিময়ী দেবী সেই ;
দিবার সকলি আছে, চাহিবার কিছু নেই ;
অযাচিত ভালবাসা প্রতিদান-পণ-হীন,
সে যে বৃদ্ধি-অনপেক্ষ মুক্তবক্ষ-দত্ত ঋণ।

ওই মন্দাকিনীস্রোতে এ ভস্মে জীবন আসে ;
থাকিয়া থাকিয়া তাই যেন কি আশায় ভাসে ;
সেই হিংসা ভুলে যাই, ভুলে যাই অভিমান,
যেন ও তারকা হ'তে আসে কি অশ্রুত গান।

যেন এই মর্ত্ত্যভূমি উঠে ও বিমানপথে,
প্রেমানিল-সমুদ্ভূত সাম্যময় দিব্যরথে ;
মনে হয় যেন পৃথ্বী স্বার্থের সোপান নহে,
যেন হিংসা বিসারিতে এ অনিল নাহি বহে।

মনে হয় যে বিধাতা এ অমৃত গড়িয়াছে,
না জানি হৃদয়ে তার কতই অমৃত আছে ?
সকল সন্দেহ যেন হৃদয় ছাড়িয়া যায়,
অবিমিশ্র দয়া-রূপে দেখি যেন দেবতায়।

আবার সে মন্দাকিনী, পাষাণে রুধিয়া দেয় ;
আবার জলদে সেই নীলকান্তি হ'রে নেয় ;
আবার সে সুরুচির বজ্রাগ্নি রুষিয়া আসে,
আবার পাষাণ হই সেই পাষাণের পাশে।

হৃদয়, সকল ভুলে, চাহে সেই সিংহাসন ;
হিংসায় দহিতে চায় সে হিংসাময়ীর মন ;
যে আমারে করিয়াছে সে দারুণ অপমান,
শতপ্রাণে দিতে চাই তারে তার প্রতিদান।

এ বাসনা কি প্রবল, নিবারণ নাহি তার ;
পত্রসম উড়িতেছি বেগে এই ঝটিকায় ;
এ বাসনা পূরিবে কি ?—কে কহিবে স্থিরতর ?
অন্তর আবরি' ছায়ে, দ্বিধা আসে নিরন্তর।

জননী ত' ব'লেছেন, ডাকিলে, আসেন হরি,
প্রাণের কামনা সব স্বেচ্ছায় পূরণ করি' ;
কিন্তু সেই জননীর(ই) কথায় সন্দেহ আসে,
অনিশ্চয় এ হৃদয় দ্বিধার তরঙ্গে ভাসে।

সকলি জানেন হরি, ত্রিকাল নয়নে তাঁর,
হৃদয়, শুনি যে, তাঁর, মহাসিন্ধু করুণার ;
দিবার হইলে, তবে, কেন বা চাহিতে হবে ?
দ্রবে কি দ্রবিতে হবে দ্রাবক করুণ রবে ?

তবে বুঝি, এই ধন আমাকে দিবার নয় ;
তাই সর্ব্বব্যাপী সিন্ধু বেলায় নিবদ্ধ রয় ;
তাই, যে, জগৎ-মাঝে আমার আপনতম,
সেও হইয়াছে হায় বিষম শত্রুর সম।

পৃথিবীতে যে আমার প্রত্যক্ষ দেবতা ছিল,
সে যখন স্নেহ ভুলে দূরে মোরে ফেলে দিল ;
যারে চক্ষু দেখে নাই, কি আশা সে দেবতায় ?
আপন হ'য়েছে পর, কে হইবে আপনার ?"

সে নিবিড় নিরজন অরণ্যের প্রান্ত হ'তে
সহসা বীণার ধ্বনি উঠিল পবনপথে ;
অপ্রস্ফুট প্রভাতের প্রথম কাকলীপ্রায়,
শ্রবণীর ক্রত শব্দ, স্বপ্নে যেন শোনা যায়।

পবন কম্পিত করি' কম্পিত তন্ত্রীর স্বর,
হৃদয়ের তল হ'তে ঝরাইছে নিরঝর ;
যে রবে তন্ত্রীর স্বর পবনে পবনে আসে,
সেই রবে কুলুকুলু করিয়া হৃদয় ভাসে।

"কে তুমি আপনহারা কাঁদিছ আপন তরে ?
দেখ, কে বসিয়া আছে জগতে আপন ক'রে !
সবাই যাহার পর, সে যে তার(ও) আপনার ;
হৃদয়ে র'য়েছে ধরা, সে ত নহে হারাবার।

সবাই ছাড়িয়া গেলে, সে যে তবু কাছে থাকে ;
যারে কেহ নাহি ডাকে, সে আদরে ডাকে তাকে ;
দেখ আর নাহি দেখ, সে জাগিছে ওই প্রাণে ;
তুমি ত' ভুলিতে পার, সে ভুলিতে নাহি জানে।

সে যে মাতৃবক্ষ তব, পীযূষের পারাবার,
জননীর কণ্ঠধ্বনি, মুখরিত অনিবার ;
সে যে মাতৃ-বাহু-লতা, শত সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া,
অজ্ঞাতে সকল দিকে আছে তোমা জড়াইয়া।

আনন্দে যখন ধরা আলোক-প্রতিমা প্রায়,
তখন যাহারে প্রাণ আনন্দ জানাতে চায় ;
বিষাদে যখন ধরা ঢাকা পড়ে কালিমায়,
তখন যাহার কোলে হৃদয় লুকাতে চায় ;

শিরায় শিরায় যেই শোণিত প্রবাহময়,
পলকে পলকে যেই আলোকে উজল হয় ;
কে তুমি কাতর আজি, তাহারে অপর ভেবে ?
চির আপনার সে যে, আপনি বুঝায়ে দেবে।"

নীরবিলে বীণা, ধ্রুব সম্মুখে দেখিল তার
সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল দ্যুতি আনন্দের প্রতিমার ;
নির্ব্বাক্ সে বালকের পলক পড়ে না আর ;
এ কথা ত' ভাবে নাই এতটুকু প্রাণ তার

"একি সেই হরিপ্রাণ ত্রিলোকবিহারী ঋষি,
যার বীণা হরিনামে ধন্য করে দিশি দিশি ;
এ কি সেই চিরমুক্ত আনন্দের সহচর,
হৃদয়-ক্ষীরোদে যার নিত্য সেই শশধর ?

এ কি সেই দেবঋষি, দিব্য দূত দেবতার,
কাতর মানবে দেয় আশাপূর্ণ সমাচার ?
বীণা যার স্বর্গ হ'তে মন্দাকিনী-ধারা আনে
ধরণীর সন্তাপিত ভস্মময় শূন্য প্রাণে ?

তবে কি মিলিবে হরি ? একি তাঁর পূর্ব্বাভাস ?
সাধুসঙ্গে শুনিয়াছি দেবতা করেন বাস ;
ভক্ত যদি আসিয়াছে, হরি কত দূরে আর ?
একি রে মুকুল সেই গুপ্ত আশা-লতিকার ?"

ভক্তির সে মহাসিন্ধু, উদার তরঙ্গময়—
মানস-অভিজ্ঞ ঋষি, মানস বুঝিয়া কয় ;
"এ জগতে এর চেয়ে আর কি হে অসংশয় ?
অনন্ত, অনন্ত মুখে এই মহা সত্য কয়।

এমন তিমির কোথা, যেথা না এ দীপ জ্বলে ?
কোথা মরু, এ পাদপ না জনমে যার তলে ?
কোথায় পাষাণ হেন, যার বক্ষঃস্থল হ'তে
এ অলক্ষ্য নিরঝর না উছলে কলস্রোতে ?

কখন কি উক্তে ওই নীল মহাসিন্ধুজলে
ফেনোজ্জ্বল-বীচিশীর্ষ-সমতুলা তারাদলে
দেখিয়াছ নয়নের সে স্তিমিত ব্যগ্রতায় ?—
তবে বুঝি বুঝিয়াছ যাহারে হৃদয় চায়।

কখন কি সিন্ধুকূলে চলোর্ম্মির শ্রেণী 'পরে
ভাসায়ে দিয়াছ হিয়া, উদ্দাম কৌতুকভরে,
যতদূর ক্রীড়াশীল সে বিরাট নৃত্য করে ?—
তবে বুঝি আনিয়াছ তাহারে হৃদয় ভ'রে।

এ জগৎ নিদর্শনে পূর্ণ সেই দেবতার ;
প্রভাতে যে প্রতিদিন মোহন বিকাশ তার,
শশিকরে আসিয়া সে নিশিমুখে হাস্ত করে,
তৃপ্ত করে তপ্ত তনু শীতল সমীর-করে,

সে যে নির্ঝরের রূপে হৃদয় ভাসায়ে ধায়,
কুসুম সৌরভে এসে মরমে পশিয়া যায়,
সে যে শ্রান্ত অন্তরের তৃপ্তির শয়ন প্রায়
অসীমান্ত প্রান্তরের শান্তিময় শ্যামতায়।

যেমন বাহির হ'তে সতত অন্তরে ছোটে,
তেমনি অন্তরে সে যে আপনি ফুটিয়া ওঠে ;
যেন সরসীর নীরে বাহিরের শশী ভাসে,
আর সে ভিতর হ'তে সরসিজ পরকাশে।

সে যে বাহিরের আলো, অন্তরের পরিমল,
আনন্দ আশার বাসে পূর্ণ করে মর্ম্মস্থল,
সে যে প্রেম, আকর্ষিছে তোমায় অন্যের পানে,
আর অন্যে, অনুরাগে, তোমার নিকটে আনে।

কে সন্দেহে আনন্দের এ প্রত্যক্ষ স্বপ্রকাশ ?
কে সন্দেহে হৃদয়ের অতীন্দ্রিয় এ আভাস ?
এ আলোক, চিত্তাশ্রিত তিমিরের চির অরি ;
এ সমীর চিরতরে ঘনরাশি লয় হরি'।

জ্ঞানালোক কতদূর দেখাইয়া দিবে পথ ?
সে আলোকে কে পড়িতে পারে সেই মনোরথ ?
তর্কের বিকৃতজালে চিত্ত জড়াইয়া যায় ;
মর্ম্মের নিরুক্ত সত্য মুক্তি দিতে আসে তায়।

হৃদয় যে ব'লে দেয়, ডাকিলে আসেন হরি ;
জানিনা প্রাণের কথা কেমনে প্রমাণ করি ?
তাঁর ইচ্ছা, তিনি শুধু পারিবেন তা' বলিতে—
দয়ালে বলিতে হয় কেন বা করুণা দিতে।

শুধালে, হৃদয় বলে, শিশুর সুধার ভাষ
শুনিতে, জননী যথা কভু থাকে অপ্রকাশ ;
তেমতি সে পিতামাতা বুঝি গুপ্ত হ'য়ে থাকে,
যেন প্রিয়তম ডাকে সন্তান তাহাকে ডাকে ;

এ ডাকার গুপ্তবল, যে ডেকেছে সেই জানে ;
এ যে শত হিমাদ্রির অন্তরাল নাহি মানে ;
এ যে অতলের পথে, ভূতলের প্রান্ত স্থানে,
তারাপথ-সঞ্চারিণী সে ধারা নামায়ে আনে।

কার কর্ম্মে কার ফল—এ জটিল কথা যা'ক ;
তাঁর ইচ্ছা, তিনি শুভ—শুধু এ ধারণা থা'ক ;
এ পরশমণি ল'য়ে ও চিত্ত পরশ কর ;
অক্ষয় সুবর্ণময় হউক এ চরাচর।"

বাক্যশেষে, ঋষিবর কানন উজলি যায় ;
বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র স্পন্দে সে বীণার মূর্চ্ছনায় ;
পশ্চাতে নির্জ্জন আর তিমির পড়িয়া রয় ;
তবু যেন সে তিমির আজি কি মিহিরময় !

ধ্রুবের অন্তর শুনে এখনো সে আপ্তভাষ ;
ম্লান কান্তি দীপ্ত করে, সে দৈবত অন্তর্ভাস ,
আজিও বহিছে সেই নিত্যবর্ষী নেত্রজল,
কিন্তু যেন কি সমীব পরশে তা' সুশীতল।

"অমৃতের সহচর অমৃতে ফিরিয়া যায়,
চিরমৃত্যু মাঝে বেখে এ জীবন্ত মৃতে হায়।
ওই যে আনন্দ তার অনিলে অনিলে ধায় ,
যেন তার প্রাণখানি ওই গানে উড়ে যায়।

সে যে হরি হরি করে শুধু হরি-প্রেম ভরে,
নিষ্কাম হৃদয় কোন বাসনা ত' নাহি ধরে ,
মনে হয়, শিশু যেন, মাতৃক্রোড়ে পূর্ণকাম,
শুধু অনুরাগে লয় পুনঃ পুনঃ মাতৃনাম।

আমি কি সত্যই চাই ও আনন্দে ভেসে যেতে ?
আমি কি ছাড়িতে পারি হিংসারূপ এই প্রেতে ?
ওই সে রুষিয়া কহে, সেথা নাহি সিংহাসন,
সেথায় কণ্টক নাহি, বিঁধিতে সুরুচি-মন।

এখন(ও) সে বাক্য-বাণে হৃদয়-রুধির বয়,
এখন(ও) হৃদয়ে জাগে সেই স্মৃতি অগ্নিময় ;
এ অগ্নির শান্তি এই হৃদয়ের বাসনায় ;
অন্য শান্তি মর্ম্মাহত এ হৃদয় নাহি চায়।

চাহিলে, অবশ্য হরি দিবেন প্রার্থিত ধন—
এ আশায় উচ্ছ্বসিত আজি অবসন্ন মন ;
কাতর প্রার্থনা ! এস অশন-শয়ন-রিক্ত,
যাও অশ্রু ! অবিরাম সে চরণ কর সিক্ত।"

কতদিন গেল চ'লে, ধ্রুব অস্থিচর্ম্ম সার ;
'কই হরি কই হরি' করিতেছে অনিবার ;
কখন নয়ন মুদে, হৃদয়ে খুঁজিয়া দেখে ;
কখন চাহিয়া থাকে আকাশে নয়ন রেখে'।

কখন প্রভাত-মুখে প্রাচীর প্রদেশে চায়,
কনক-তোরণ দিয়া যদি তা'কে দেখা যায় ;
কাননের পত্রচ্ছেদে প্রবিষ্ট সে চন্দ্রিকায়,
'ওই হরি ওই হরি' করিয়া চমকি' চায়।

কদাচিৎ স্বপ্নে যেন দুধের সাগর দেখে ;
কোলে নীল অভ্র হাসে সে শুভ্র সলিল মেখে ;
সেই নীল অভ্র যেন নীল-আভ অঙ্গ কা'র ;
ধবল সে বীচিভরে নাচিতেছে অনিবার।

চন্দনে অঙ্কিত যেন প্রসন্ন আনন তার,
কালো বুক আলো ক'রে দোলে বন-ফুল-হার,
শিরে শিখিপুচ্ছ শোভে, কটিতে কাঞ্চীর দাম,
চরণে নূপুর দুটি নৃত্য করে অবিরাম।

নীল অঙ্গ আলিঙ্গিয়া পীতবাস ক্রীড়া করে ;
শ্রবণ-কুণ্ডল যেন চঞ্চল আনন তরে ;
স্ফুরিত স্পন্দিত বেণু অধীর অধরে তুলে',
বাহুর আনন্দে যেন বলয় অঙ্গদ দুলে।

হাসিয়া নাচিয়া যেন বাঁশীটী শুনাতে আসে ;
ধ্রুব যেন দ্রুতগতি ছুটে যায় তার পাশে ;
অমনি হৃদয় ভেঙ্গে স্বপ্ন কোথা চ'লে যায় !
'কই হরি কই হরি' করিয়া পাগল ধায়।

"হরি ! কি কলুষভয়ে রহিয়াছ লুকাইয়া ;
এস, নাহি কলুষিব আমি তোমা পরশিয়া ;
দূরে দূরে দিও দেখা, আমি র'ব দূরে দূরে,
বারেক দেখিব শুধু তোমারে নয়ন পূরে।

কই হরি কই হরি কই তাকে দেখা যায় ?
সে কি এই স্বপ্ন শুধু, সে কি শুধু কল্পনায় ?
কই হরি কই হরি কই তাকে পাওয়া যায় ?
সে কি মেঘ বর্ষহীন, শুধু তৃষ্ণা আশা হায় ?

কই হরি কই হরি কই তাকে পাওয়া যায় ?
সে কি জীর্ণ পঞ্জরের এ দীর্ঘ নিঃশ্বাস বায় ?
কই হরি কই হরি কই তাকে দেখা যায় ?
সে কি জীর্ণ হৃদয়ের নেত্রপ্লাবী এ ধারায় ?

এই কি আমার হরি? একি রে স্নেহের শ্লেষ!
এই কি সে ব্যথাহরা ঋষির কথার শেষ?
এই কি সে ছায়াতরু, জননী শীতল যায়?
জানি না, সে হরি কি এ রিক্ত মহামরু হায়?

অঙ্গে অঙ্গে পড়িয়াছে মরণের মহাছায়া;
এও কি আমার সেই দেবতার মহামায়া?
হরি কি আসিছে সেই ছায়াপুরুষের সাথে,
মরণে পাইব কি সে চিরজীবনের নাথে?

কই মৃত্যু! কই মৃত্যু! এ অঙ্গের সঙ্গী ছায়া!
কবে ওই ছায়ামাঝে মিশে যাবে এই কায়া?
তুমি ও কি সম্মুখের চিরদূর রেখা হায়?
সতত-বিসর্পী ছায়া! কই তোমা ধরা যায়?"

ও কি শব্দ কর্ণে আসে ব্যোমপথ বিমথিয়া?
ও কি শব্দ কর্ণে আসে সে কানন কাঁপাইয়া?
ও যে সেই বীণা বাজে তন্ত্রে তন্ত্র মিলাইয়া,
ও যে সেই বীণা বাজে প্রাণের উত্তর দিয়া।

যেন ঊর্দ্ধ উচ্চারিছে, ওই হরি ওই হরি;
যেন গিরি উত্তরিছে, ওই হরি ওই হরি;
সমীরণ নিস্বনিছে, ওই হরি ওই হরি;
পত্রকুল মর্ম্মরিছে, ওই হরি ওই হরি।

"আবার হৃদয়! সেই আপ্তবাক্যে অবিশ্বাস?
ওই যে ও সমীরণে আসিতেছে সে নিঃশ্বাস;
ওই পত্রকুল নড়ে; নিশ্চয় আসিছে হরি;"
ধ্রুব, সে কঙ্কাল ল'য়ে, উঠে সে ধরণী ধরি'।

হুঙ্কার ছাড়িয়া ওকি, সম্মুখের গুল্ম হ'তে,
রক্ত-আঁখি মুক্তমুখ আসিয়া পড়িল পথে!
শোণিত-পিপাসু পশু আশু যে গ্রাসিবে তা'রে;
সে পাগল ছুটিয়াছে সে চরণ ধরিবারে!

ধ্রুবের ত শঙ্কা নাই, হৃদয় ভাবিছে হরি;
নয়ন তন্ময় তার, সেই রূপ স্মরি স্মরি;
সে যে ও হর্যাক্ষে দেখে সে পদ্মপলাশ-আঁখি,
দশন-ভীষণ বক্ত্রে প্রসাদ দিয়াছে মাখি।

চমকি দাঁড়ায় সিংহ; সেকি হিংসা ভুলে যায়?
না কি ভীত, দেখি' সেই কঙ্কালের মহিমায়?
না কি সে অভয় দেখে', ভয়ে দূরে চ'লে যায়?
দেখে নি সে হেন জীব, তাকে দেখে' না ডরায়।

সিংহ দূরে চ'লে যায়; ধ্রুব কেঁদে পিছে ধায়:
"কেন হরি দেখা দিয়ে কেন ফেলে যাও হায়;"
কাঁদিতে কাঁদিতে ছোটে; ক্রমে সিংহ অদর্শন;
চরণ না হিক চলে, মুদে আসে দু'নয়ন।

তরু'পরে ভর দিয়া ব'সে পড়ে শ্রান্তদেহ ;
কে যেন অতিথি আজি উজলি' হৃদয়গেহ ;
আনন-কালিমা ঢাকি' উছলি' উঠিছে হাসি,
মুদিত নয়ন ফুল্ল, হেরিয়া সে রূপরাশি।

"এই ত' এসেছে হরি, যায়নি আমাকে ফেলে',
এই ত' হৃদয় ভরি' অমিয় দিতেছে ঢেলে ;
নবীন-নীরদময় ও দেহ কি সুশীতল !
মরু হ'ল তরুময়, নবপত্রে সুশ্যামল।"

অন্তর-আনন্দ যেন নখপ্রান্তে উছলয় ;
ধ্রুবের অন্তর-মাঝে ধ্রুব যেন নৃত্যময় ;
নেত্রে অনিমেষে হেরে, অধরে চুম্বন করে,
দু'বাহুতে যেন তারে জড়ায়ে জড়ায়ে ধরে।

সহসা সর্ব্বাঙ্গ যেন আবার আঁধারে ছায় ;
সে নীল উজ্জল মণি আর না দেখিতে পায় ;
বিষাদ উন্মাদে যেন কঙ্কাল উঠিতে যায়,
'কই হরি কই হরি' করিয়া বিকট চায়।

"এ কি রে সম্মুখে মোর ? এ যে সেই অবিকল ;
ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-তনু, নব-ঘন-সুশ্যামল ;
আবার স্বপন বুঝি, আবার মোহের মায়া ;
নহিলে, নয়নে ওকি তমাল-বরণ ছায়া ?"

সে নীরব জনহীন কানন মুখর ক'রে,
ধ্রুবের দ্বিধার মোহ ভঙ্গ ক'রে কণ্ঠস্বরে,
তার দিবাযামিনীর একমাত্র আশা সেই
ভাষিল, "অভয়ে দেখ, আমিই এসেছি এই।"

চঞ্চল কঙ্কালখানি অমনি চরণে পড়ে;
সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হয় আনন্দের মহাঝড়ে;
ধ্রুব সে চরণ দু'টি ছেড়ে না উঠিতে চায়,
জীবন ধরিয়া যেন লুটাইবে সেই পায়।

ত্রিলোক-পাবন করে তুলি' সে বালকদেহ,
করস্পর্শে অঙ্গে তার ঢালিয়া দিলেন স্নেহ;
সে যে শিশু, নাহি জানে কোন স্তুতি কোন স্তব;
শুধু করজোড়ে চায় নির্নিমেষ বীতরব।

"যাও ধ্রুব, তোমা তরে মুক্ত আজি সে ভবন,
মুক্ত সেই পিতৃক্রোড়, উন্মুখ সে আলিঙ্গন;
যাও ফিরে তোমা তরে মুক্ত সেই সিংহাসন;
যাও, পাবে সেই খানে তোমার প্রার্থিত ধন।"

সে বচন হ'ল শেষ বনানীর মরমরে,
সে বরণ মিলাইল শ্যামপত্রে, তৃণস্তরে;
চন্দ্রমা-নিন্দিত সেই নীরদ-মহিমা কই?
কি ক্রন্দন ঘুচাইল, এ বাসনা মোহময়ী!

ধ্রুবের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে,
হৃদয়-লতিকা যেন ছিন্ন হয় মহাঝড়ে ;
বৃক্ষ-অন্তরালে ধায়, পত্রচ্ছেদে উৰ্দ্ধে চায় ;
সে ক্ষণপ্রভার, আর, কোথা নাহি দেখা পায় !

"হায় মূঢ় ! হায় মূঢ় ! কি করিলি আপনার ;
হায় মোহ, হায় মোহ, এ কি শেল বাসনার ;
হায় হিংসা ! কি ভুলালি, কি দেখালি সেইক্ষণে,
সে পদ ঢাকিয়া তুই দেখাইলি সিংহাসনে !"

হায় মূঢ় ! মুক্ত সেই রাজার ভাণ্ডার পেয়ে,
তুই কিনা এই তুচ্ছ তুষমুষ্টি নিলি চেয়ে !
হায় মূর্খ ! স্নিগ্ধশ্যাম চন্দনের ছায়া ভুলে',
তুই কিনা ছুটে এলি এই বিষবৃক্ষমূলে !

সন্তান, বারেক ডেকে যেমন জননী পায়,
আমি ত' তেমনি ক'রে পেয়েছিনু দেবতায় ;
জনম জনম ধ'রে যোগী যাহা নাহি পায়,
হায় কি দারুণ ভুলে ছাড়িলাম আমি তায় !

হায় হিংসাপরবশ ! তোর কিবা হ'বে আর,
ধর্ম্মপথ জেনে শুনে প্রবৃত্তি নাস্তিক যার !
আমি যে, নয়ন খুলে, খুলেছি নরকদ্বার ;
কে আমার অধোগতি নিবারিবে বল আর ?

"হায়! কেন না চাহিনু অনন্ত দাসত্ব তার,
নিশিদিন পদতলে সে সেবার অধিকার;
আর কি কখন পাব চরণ-পরশ তাঁর?
এ পাপীকে সে অপাপ দেখা দিবে কতবার?"

অনুতপ্ত মহাভুলে, নিরাকুল নিরাশায়
সে অশান্তে আশ্বাসিয়া, বাত্ময় মরুৎ ধায়
"যাও ধ্রুব, কর্ম্ম তব প'ড়ে আছে ওই খানে;
জীবনের শুভাশুভ এ জীবনে কেবা জানে?

দেবতার দাস্য, শুধু, ঊর্দ্ধে সীমাবদ্ধ নয়;
তাঁর সেবা চলিতেছে দ্যুলোক-ভূলোকময়;
কর্ত্তব্যের চিরদাস্য—সেই, দাস্য দেবতার;
সর্ব্বস্থানে, সমভাবে অধিকার সবাকার।

কর্ম্মই কর্ম্মীর ধ্যান; গৃহীর(ও) সন্ন্যাস আছে;
সর্ব্বত্র সন্ন্যাসী সেই, ত্যাগ নিত্য যার কাছে;
যেথায় অভাব আছে, সেথা তার সম্পূরণ—
এই ত', তোমার সব দেবতায় সমর্পণ।

তোমার পিতার রাজ্য তোমার অপেক্ষা করে;
ওই তব যাগযজ্ঞ তপস্যার রূপ ধরে;
প্রজার পালনরূপ জীবনের ব্রত নাও,
জীবনের সবইচ্ছা সব শক্তি সেথা দাও।

দণ্ডার্হের দণ্ডদান, সেও কার্য্য দেবতার ;
পীড়িতের পরিত্রাণ, সেও সেই সেবা তাঁর ;
সজ্জনের সম্বর্দ্ধনা, সেও অন্য উপচার ;
সকল নিষ্কাম কর্ম্ম তাঁহার(ই) আহুতিভার।

প্রবৃত্তির এই ক্ষেত্র, নিবৃত্তির মুক্ত পথ ;
একমাত্র সেই পদে যুক্ত রাখ মনোরথ ;
সে কেন্দ্রের চারিদিকে, ক্ষেমময় বৃত্ত ধ'রে,
শুধু সে ইচ্ছার তরে, চ'লে যাও কর্ম্ম ক'রে।

সেই, বল চালাবার, সেই, ফল পাইবার ;
পুণ্যময় এ কর্ম্মের অন্য ফল নাহি আর ;
এ কর্ম্মে কর্ত্তার নাহি বিষয়ে বন্ধন হয় ;
এ কর্ম্মে রাজার ভোগ বৈরাগ্যের যোগময়।

যাও ধ্রুব স্বধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীণ আচরণে,
সেই তব অষ্টাঙ্গের প্রণতি সে শ্রীচরণে ;
হৃদয় যখন তব ধ'রেছে চরণ তাঁর,
তাঁর সঙ্গ, এ জীবনে হারাবে না তুমি আর।"

গৌরাঙ্গের জন্মদিন। *

চারু চক্ষু ভকতের
পৌর্ণমাসী গোলোকের
আজি এ পূর্ণিমা মাঝে হইতেছে প্রকাশিত,
আজি সে রাকার চাঁদ হইতেছে সমুদিত।

অমল অম্বরময়
আলোক-প্লাবন বয়,
আলোক-প্লাবনে ওই অবনী ভাসিয়া যায়,
ভূলোক ভরিয়া গেছে দ্যুলোকের মহিমায়।

স্থির নভসরোবরে
তারাদল শোভা করে,
স্থির সরসীর নীরে হাসে শত শতদল,
প্রসন্ন প্রসূন ল'য়ে প্রসন্ন, কাননতল ;

---

* গৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনে পঠিত।

প্রসন্ন প্রান্তর পারে
সিত সিকতার ধারে
নদীয়ার প্রবাহিনী প্রসন্ন সলিল নিয়া
পূত অঙ্গে শত চন্দ্রে উঠিতেছে তরঙ্গিয়া।

গৌর ঊর্দ্ধে নভস্থল,
গৌর নিম্নে গঙ্গাজল,
গৌর, গাঙ্গ সিকতায়, সিতাংশুর সুপ্তহাসি;
গৌর, নদীয়ার পথে, বিধুধৌত ধূলিরাশি,

গৌর, পূর্ণচন্দ্রকরে,
পর্ণগৃহ হাস্য করে;
গৌর অঙ্গনে তার বিছান জ্যোছনাবাস,
গৌর তুলসীমঞ্চ বিলায় তুলসীবাস,

গৌর অঙ্গে শচীমার
গৌর বসন তার;
গৌরাঙ্গ-চন্দ্রমা ওঠে উজলি সে ক্রোড়াকাশ;
গৌর ক্ষীরোদ-কূলে ফোটে যেন ফেনরাশ।

গৌর অঙ্গের ভাসে
শত চন্দ্র পরকাশে;
গৌর অন্তরময় ভাসে যে অমিয়রাশি,
গৌর আননে তাই ওঠে যেন হাসি হাসি।

শোন ভক্ত কান দিয়া—
কি আনন্দবাণী নিয়া
দ্যুলোকের বায়ু বহে ভূলোকের এ সীমায় ;
পুলক-তড়িৎ ছোটে তারা হতে তারকায় ;

পিককণ্ঠে কুহরিয়া,
পত্রকুলে মর্ম্মরিয়া,
তটিনীর কলতানে আসীমান্ত মুখরিয়া,
সে সংবাদ ছুটিতেছে এ অনন্তে রোমাঞ্চিয়া

"আজি পুণ্য কবি যামি,
গোলোক এসেছে নামি ;
শচীর অঙ্গন আজি ক্ষীরোদ-তরঙ্গময় ,
ভকতবৎসল আজি আপনি ভকত হয়।

হৃদয় কাতর করি'
আপনি এসেছে হরি,
আপন মধুর কণ্ঠে ডাকিবারে আপনায় ;
মানব দেবের মুখে শিখিবে ডাকিতে তায়।

আপন করুণাবলে
আপন হৃদয় গলে ;
প্রেমের রাজত্ব ছাড়ি প্রেমের কাঙ্গাল আজি ;
অখিলের অধিকারী বেড়ায় ভিখারী সাজি।

সে যে প্রাণ পেতে দিয়ে,
প্রাণ-ভিক্ষা মেগে নিয়ে,
চ'লে যায় পথে পথে সবার দুয়ার দিয়া,
সকলের দেওয়া প্রাণে ভিক্ষাপাত্র পূরাইয়া।

মারিলে, না মানা করে,
হৃদয়ে তুলিয়া ধরে ;
পাষাণে কঠিন করে নাহি করে প্রতিরোধ,
গলায়ে মিলায়ে লয় দিয়া প্রেম-প্রতিশোধ !

সে যে ক্ষমা, সে যে স্নেহ,
পতিতের নিত্য গেহ ;
অপাপ হৃদয়খানি পাপীকে ছাড়িয়া দেয়,
আপনাকে ফেলে দিয়ে পরকে কুড়ায়ে নেয়।

দ্বেষ হিংসা নাহি জানে,
ঘৃণা লজ্জা নাহি মানে,
সে যে প্রাণে ক'রে আনে অপ্রমেয় ভালবাসা ;
পরিজনে ভালবেসে নাহি মিটে সে পিপাসা।

সে যে ওই ব্যোম প্রায়
হৃদয়ে রাখিতে চায়
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্থিত অনন্ত প্রাণীর প্রাণ ;
রোগে শোকে ত্রিলোকের সে যে জুড়াবার স্থান।

পাগল করিতে, সে যে
এসেছে পাগল সেজে ;
জগৎ-পাগল-করা পাগলের বুলি তার
ব'লে ব'লে, নেচে নেচে কাছে আসে সবাকার।

প্রাণে প্রাণে তুলে' রাখা
পা দু'খানি ধূলিমাখা !
হৃদি হ'তে নেমে সে যে পদধূলি নিতে চায়,
জগতে' শিখাতে নিজে ধুলায় লুটায়ে যায়।

ছেড়ে ওই মহা ব্যোম,
মহীতে গড়ায় সোম ;
সুমেরুর স্বর্ণচূড়া অবনীতে অবনত ;
তৃণ হ'তে নীচু হ'তে দেখায়ে দিতেছে পথ।

সে যে কেঁদে কেঁদে ধায়,
কাঁদাইয়া চ'লে যায় ;
সে যে হরিনাম দিয়ে ডেকে আনে হরিনাম ;
সে যে নামে চিররুচি, জীবে দয়া অবিরাম।"

দেখ ভক্তি-চক্ষু দিয়া—
উঠিতেছে উজলিয়া
সে চারু চরিত্র চিত্র পূর্ণ করি পূর্ণিমায় :
আজি চিত্ত সিক্ত কর শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রিকায়।

অমল হইবে চিত
এ চন্দনে প্রসাধিত ;
এ অমিয় পরশনে সোনা হবে সব ছাই ;
নিমাই নিতাই হবে জগাই মাধাই।

দোলপূর্ণিমা, ১৩২১।

নিমাই-সন্ন্যাস।*

সম্মুখে জাহ্নবী, তরল পদবী
বিতত করিয়া অটবী-সীমায় ;
আকুল নর্ত্তনে, ব্যাকুল কীর্ত্তনে,
তরঙ্গের অঙ্গ বিকম্পিয়া ধায় ;
ধরণীর মায়া, বনানীর ছায়া
ছাড়াইয়া, যেন যাইবে কোথায় ;
উদ্বেল হৃদয়, শাদ্বল-আলয়
ভুলেছে যেন কি দূর মহিমায় ;
অবনীর বক্ষ আর নহে লক্ষ্য,
ব্রততী বন্ধনে বিরতি হ'য়েছে ;
বন্ধন বিমুক্তা কোন্ বিশালতা,
যেন কোথা হ'তে তাহাকে ডেকেছে ;
উন্মত্ত লীলায় কোথাও না চায়,
শুধু যেতে চায় যেথা প্রাণ ধায় ;

---

* গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

কে রাখিবে ধ'রে, অনন্ত সাগরে
অনন্তের তরে যে মিলিতে চায় ?
অনন্ত আকাশ ঊৰ্দ্ধে স্বপ্রকাশ,
সেথা কি আভাস সেই অনন্তের !
বিশাল বিভবে, নীরব গৌরবে
শান্ত হয় হৃদি কত অশান্তের !
অনন্ত, চৌদিকে দেখে অনিমিকে
আপনার এই বিশাল প্রতিমা ;
নিস্পন্দ অঘোর আনন্দ-বিভোর
হেরি' আপনার উত্তাল মহিমা।

প্রহর অতীত হ'য়েছে নিশীথ,
পল্লী-শঙ্খ-ঘণ্টা হ'য়েছে নীরব,
নীরবের শঙ্খ অলক্ষ্য অসংখ্য
আনিতেছে প্রাণে অলক গৌরব ;
অনন্ত প্রদীপে যাহার সমীপে
হ'তেছে অপূৰ্ব্ব নীরব আরতি,
হেরি সে ভূমায়, দেন তার পায়
আপনি লুটায় প্রাণের প্রণতি ;
হ'য়েছে নীরব পল্লী-কলরব,
নিবিয়াছে ক্রমে দীপালোক সব ;
জাহ্নবী-সৈকতে লইয়া তকতে
ব'সে আছে শুধু আঁধার নীরব। -

ভাবিছে নিমাই,— প্রাণে প্রাণ নাই,
অনন্তে বিতত পদবী তাহার,—
"কার ছায়া দূরে বেড়াইছে ঘুরে,
ভাঙ্গি' ক্ষণে ক্ষণে এ মায়া আমার?
জননী আমার মূর্ত্তি করুণার,
ভালবাসা যেন আঁকা অবিকল,
তবু যেন, কা'র আভাস দয়ার
মলিন করে সে চিত্র সমুজ্জ্বল?
আমারি সে জায়া হৃদয়ের ছায়া,
অঙ্গের প্রত্যঙ্গ যেন এ তনুতে,
সেও মনে হয় যেন দূরে রয়,
কা'রে পরশিলে অণুতে অণুতে?
সেই গয়াধামে পিতৃ প্রীতি-কামে
পাদপদ্ম পাশে দাঁড়ানু যে দিন,
ভাবিলাম, কোথা সে গুরুদেবতা,
আর কোথা আমি সেই স্নেহহীন?
জানিনা কি মায়া, বিশ্ব হ'ল ছায়া,
এই লোক আর সেই পরলোক—
সব এক হ'ল, ভেদ-বুদ্ধি গেল,
ফুটিল নয়নে নূতন আলোক,
দেখিনু আলোকে, এক দিব্যালোকে
সে দেব মুরতি, পবিত্র চরণ;
সে চরণ-ধূলি শিরে ল'নু তুলি
পিতৃ-আশীর্ব্বাদে ঝরিল নয়ন;

সেই পাষাণের ক্ষুদ্র মন্দিরের
গৃহতলে সেই চরণ-যুগল
দেখিলাম দূরে বিশ্বময় ঘুরে,
ঝুলে তাহা হ'তে অনন্ত ভূতল ;
ঝরিতেছে সেথা হিমগিরি-সুতা,—
দ্রবময়ী দয়া, অমলা শীতলা ;
জীবের কলুষ যেন সে পীযূষ,
অঙ্গ পেতে লয় ব্রহ্মাণ্ডের মলা ;
সে যে ঝরে ঝরে পাষাণের 'পরে,
অক্লান্ত আবেগ পতিতের তরে,
ক্ষত প্রক্ষালিছে, অমৃত ঢালিছে,
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে সম স্নেহ করে ;
সেথা দেখিলাম বলি পূর্ণকাম,
অন্য মনস্কাম গিয়েছে পলায়ে',
সেই পদ, শিরে ধরিবার তরে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য, সুখে, দিয়াছে বিলায়ে ;
হেরি' সে চরণ সদানন্দ মন,
প্রেমময় ঋষি ভ্রমে ত্রিভুবন,
তাই স্মরি স্মরি বলে হরি হরি,
বীণার মূর্চ্ছনা সেই শ্রীচরণ ;
সেই পদ তরে বিপদেরে বরে
কত অকাতরে বালক প্রহ্লাদ ;
সেই পদ তরে ধ্রুব-আঁখি ঝরে,
রাজভোগ পেয়ে নাহি পায় স্বাদ।

ভাবিয়াছিলাম,— সেই অভিরাম
চরণের ধূলা আছে যে ধূলায়,
সেই বৃন্দাবনে পুলকিত মনে
জীবন যাপিব তমাল-ছায়ায় ;
যেথা বটমূলে যমুনার কূলে
বংশী বাজাইল সেই বংশীধারী,
যা'র দিব্যরবে ত্রিদিব আসবে
প্রবাহ ভুলিল যমুনার বারি ;
যেথা গোবর্দ্ধনে বর্দ্ধিত বর্ষণে
আর্দ্র হ'ল সেই কর-নীলোৎপল ;
যেথা বিষহ্রদে অমৃত-সম্পদে
ফুটেছিল সেই চরণকমল ;
যেথায় বকুল করিত আকুল
শ্যামগন্ধহারা ব্রজবালিকায়,
যেথা শ্যামনামে তারা যামে যামে
কদম্বের মত কণ্টকিত-কায় ;
ভাবিলাম যাব, জীবন জুড়াব
সেই গোকুলের অনিলে সলিলে ;
সহচরগণ দিলনা সে ধন,
ফিরায়ে আনিল এ মোহ-কলিলে ;
এ মোহমায়ায় আলোক ছায়ায়
ক্ষণে তাহা পাই, ক্ষণেকে হারাই ;
সুধাময় সেই সুধা যেন নেই,
এই সুধাময় গরলে মিশাই।

আর এ হৃদয় স্থির নাহি রয়,
হ'য়েছে চঞ্চল ওই স্রোতপ্রায় ;
জননীর বক্ষ হ'তেছে অলক্ষ্য ;
নাহি আকর্ষণ সে ভুজ-লতায় ;
হে শ্যামল ভূমি ! মাতৃসম তুমি,
দুবন্ত নিমাই লাফায়েছে কত
তোর অঙ্গে অঙ্গে, উচ্ছৃঙ্খল রঙ্গে,
পর্ব্বতের অঙ্গে শিশুস্রোত মত ;
গিয়াছে সে রঙ্গ, প্রবল তরঙ্গ
প্রণালী পেয়েছে অসীম প্রসাব,
বিস্তৃত বেলায় উদাব লীলায়
প্রাণ পেতে চায় অনন্ত বিস্তাব,
ওই যে ক্ষীরোদে নীরদ-সম্পদে
ফুটিয়া উঠেছে সে মোহন ছবি,
যা'র নীলিমায় ম্লান হ'য়ে যায়
কোটি ত্রিলোকের কোটি শশী রবি,
নীলাম্বর দিয়া ভেসে যায় হিয়া,
নীরদ নেহারি সদা শ্যামভ্রমে,
এই শুভ্র স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে,
আবেশে যমুনা উছলে মরমে ;
বনে বনে মন দেখে বৃন্দাবন,
স্তূপে স্তূপে ভাসে গোবর্দ্ধন-ছায়া,
প্রতি তরুমাঝে তমাল বিরাজে,
প্রতি শ্যামকায়া, সেই শ্যামছায়া ;

আর এ হৃদয় স্থির নাহি রয়,
হ'য়েছে প্রবণ ওই স্রোতপ্রায় ;
ছেড়ে দাও মোরে, বেঁধ না সে ডোরে,
যাই চ'লে যেথা এই প্রাণ চায় ;
ছাড় গো নদীয়া ! চঞ্চল এ হিয়া,
তোমার অঞ্চলখানি টেনে নাও ,
পাগল তোমার পাগল আবার,
স্নেহেব অর্গল দাও খুলে দাও।

কি দেখিছ মন ফিরায়ে নয়ন
চিবপ্রিয় সেই অঙ্গনে আমাব ?
ওযে সেই দিন, বিশ্বরূপহীন
কুটীরে যে দিন পড়েনিক দ্বাব ;
ওই সে অঙ্গনে প'ড়ে অনশনে
ধূলি-ধূসরিত বিষাদের ছায়া ;
বিশ্বরূপহারা নয়নের ধারা
বহিয়া তিতিছে ধরণীর কায়া ;
স্নেহের আতঙ্কে, হৃদয়-পর্য্যঙ্কে
আমাকে যেন সে লুকাইতে চায় ;
চঞ্চল সে হিয়া, অঞ্চল খুলিয়া
পাছে পুনরায় রতন হারায়।

কি দেখিছ হোথা ? গয়াযাত্রা-কথা
ফুটাইছ বুঝি আজ স্মৃতিপটে ?

নয়ন মুছিতে, ওই অতর্কিতে
কঙ্কণ বাজিল ললাটের তটে;
ক্ষুদ্র অলক্ষণে বালিকার মনে
কত অমঙ্গল তরঙ্গিয়া ওঠে,
নীরব সরমে কাঁদিয়া মরমে
যেন এ চরণতলে এসে লোটে;
মুখে নাই কথা, ব্যথা কাতরতা
মুখর হইয়া আসে পায় পায়,
এ চরণতলে, ব্যথা পাব ব'লে,
যেন আপনাকে বিছাইতে চায়;
ও মূরতি ল'য়ে, আর এ হৃদয়ে
দাঁড়া'ও না এই পথ রোধ করি';
ওই ব্যাকুলতা, কাতর মমতা
রেখে' যাও এই শূন্য প্রাণ ভরি';
বুঝেছি তোমায় সেই রাধিকায়—
আত্ম হারাইয়া অঙ্গে ভালবাসা,
সেই একদিকে চাহি অনিমিকে
নির্ব্বাপিত করা অন্য সব আশা;
প্রেমের উন্মাদ, উচ্ছ্বাস অবাধ,
সে একাগ্র-রতি, অন্যত্র বিরতি,
নামেতে পাগল, নয়ন চঞ্চল
হেরিতে সতত কাঙ্ক্ষিত মূরতি;
এস অঙ্গে অঙ্গে আবেশ-তরঙ্গে,
প্রেমের সাধনা দিয়েছ শেখায়ে;

প্রতি রোমকূপে অনুরাগ রূপে
এস, আরাধনা প্রণতি বিলায়ে'।

তুমিও জননী, কাতরা ধরণী
দেখিয়া, আমাব পথ ছেড়ে যাও,
জগজ্জননীর নয়নের নীর
অধম সন্তানে মুছাইতে দাও,
দেখ, ঘরে ঘরে জননী শিহরে
দেখি জীববলি সম্মুখে তাহার,
দয়ার ধারায় ভাসাইতে চায়
হৃদয় আমার, এই অনাচার,
যায় প্রেমমন্ত্র, বাড়ে ভেদতন্ত্র,
অনন্ত অম্বরে খণ্ড খণ্ড করে
অসংখ্য অম্বুদ, হৃদয় কুমুদ
হারাইছে ক্রমে প্রেম-শশধরে,
এ জলদরাশি চ'লে যাবে ভাসি,
প্রেমের অনিল উঠিলে আবার,
এ শুষ্ক হৃদয়ে সে পুণ্য মলয়ে
কে আনিবে, বল, তুমি বিনা আর?
তুমি যে জননী, স্নেহের নবনী
সন্তানের তরে হৃদয় তোমার;
কর প্রবাহিত দয়া-বিগলিত
সেই স্নেহরাশি, হৃদয়ে আমার;

বহ এ হিয়ায় মাতৃ-মমতায়,
জগতের জীবে দিব এই কোল ;
ও প্রেম অতুল ছাপাইয়া কূল
ভুবন ভরিবে হ'য়ে উতরোল ;
ঘৃণা যাব ভুলে, এ হৃদয় খুলে
পাপীকে অন্তরে স্নেহে দিব স্থান,
আততায়ী জনে গাঢ় আলিঙ্গনে
দ্বেষ-বিনিময়ে দিব প্রেমদান ;
পতিতের তরে, লজ্জা মান ডরে
ডুবাইয়া দিব দয়াব অতলে ,
পাপী, পাপ ভুলে, পুণ্য উপকূলে
ভাসিয়া আসিবে নয়নের জলে ;
জাগ এ অন্তবে সদা অকাতরে
অনিদ্র অশ্রান্ত জননী যতন,
পীড়িতে সেবিব, আঁখি মুছাইব
তাপিত জীবের, করি প্রাণপণ ;
এস ক্ষিতিসমা জননীর ক্ষমা
শত অপরাধে অপরাধী জনে ;
উঠ এ নয়নে অনন্ত প্লাবনে
জননী-হৃদয় অনন্ত বেদনে ;
ওই মাতৃভাবে ভেদ চ'লে যাবে,
মায়ের যে এক সকল সন্তান ;
ও নয়ন দিয়া হেরিবে এ হিয়া
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে যবনে সমান।

হে মাতঃ জাহ্নবি ! ও পূত পদবী
একদিন নেমে আসিল ধরায়
শঙ্খ-ঘণ্টা-রবে, তরল গৌরবে,
শান্তিময় দ্রবে প্লাবি বসুধায় ;
আন মা এবার নাম-সুধাধার,
পতিতে তারিতে এ জগৎময় ;
মৃদঙ্গের বোলে, করতাল-রোলে,
নাম', নামরূপে জগৎ আশ্রয় ;
যে নামে আকাশ হ'তেছে প্রকাশ,
যে নামে অনিল হ'তেছে সঞ্চার,
ভাতি, যা' ভাস্বরে, রস চরাচরে,
ক্ষিতি আমোদিতা আমোদে যাহার ;
সেই নামস্রোতে বহুক জগতে
অনুরাগরূপা নব ভাগীরথী ;
নর্ত্তনে কীর্ত্তনে, ভাব-সম্প্লাবনে,
অনন্ত সঙ্গমে নিয়ে যাক্ মতি।

ওই বনমালী দেয় প্রেম ঢালি,
সেই প্রেমময় যমুনার কূলে ;
পশু পক্ষী মীনে প্রেমঋণে কিনে,
চরাচর ছুটে বংশীরবে ভুলে ;
হোথা কি মমতা, ওই তরুলতা
বাহু বাড়াইয়া বেড়িবে আমায়,

বুকভরা সুখে, হাসিভরা মুখে
সখা যেন এসে জড়াবে সখায়!
বুকে ফুলভার হ'বে ফুলহার,
শিখীটি বসিবে চূড়া হ'য়ে তা'র,
পিককুল-স্বরে লহরে লহরে
উঠিবে প্রবাহ বাঁশরী সুধার;
ওই ব্রজপুরী পূরি', আছে হরি,
বেণু রবে রেণু উঠিছে উল্লসি,
হোথা বসুন্ধরা শ্যামগন্ধভরা,
সমীর সরস সে পরশে রসি';
নিশিদিনমান, সে বাঁশরী-গান
শুনিতে যমুনা আসিছে উজান;
সে যে রাধা ব'লে ডাকিছে সকলে,
সব বাধা সেই ডাকে অবসান;
ওই বৃন্দাবন মোর শ্যামধন,
ওই বৃন্দাবনে পাব চিরন্তনে;
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে
ধরিব আমার সেই নবঘনে।
যাব নীলাচলে, নীলাম্বর-জলে,
নীলাম্বুর কূলে তা'রি রূপ আছে;
যেথায় প্রভেদ ভুলে যায় ভেদ,
জাতি বর্ণ লুপ্ত হয় যাঁ'র কাছে।
ভেদ ভুলাইয়া লহ ভাসাইয়া
এই উপবীত, হে জাহ্নবীধারা!

অভেদ ধারায়, জগৎ-সেবায়
ছুটাও আমারে পাগলের পারা ;
লহ এই বেশ, লহ এই কেশ,
হ'ক নীলমণি সাজসজ্জা সব,
লহ বিদ্যাবুদ্ধি, লহ সিদ্ধি শুদ্ধি,
থা'ক্ ভক্তিমাত্র চরিত্র-বিভব ;
যেই ভক্তি আছে সে পুরীর কাছে,
যেই ভক্তি ভক্তে দেবময় করে,
যা'র পরিমাণ সেই ভগবান্,
নাহি অবসান অনন্ত সাগরে,
নিশিদিন ছায় ভকত হিয়ায়,
এ শান্ত নিস্তব্ধ নিশীথের প্রায়,
আছে বুকে ক'রে বিশ্বে বিশ্বম্ভরে,
শুধু প্রাণভরা সেবা দিতে চায়।

ভকতি-নিশীথে হৃদি-জাহ্নবীতে
হ'ক চারিদিক এমনি নীরব,
মূক হ'য়ে যা'ক্ এ মুখের বাক্,
সুপ্ত হ'য়ে থা'ক্ অন্য ভাষা সব ;
কুলুকুলু ধ্বনি করুক এমনি
হৃদয় আমার, সেই নাম ল'য়ে ;
'নামে রুচি' আর 'জীবে দয়া'—ধার,
দু'য়ে এক হ'য়ে সদা যাক্ ব'য়ে।

চৈতন্যের সমুদ্রপতন।

সম্মুখে উদার সুনীল বিস্তার,
চির চঞ্চলের লীলা অবিরাম ;
উপরে প্রশান্ত মহা নীলকান্ত,
অনন্ত শান্তির কান্তি অভিরাম ;
চন্দ্রিকা মাখিয়া নাচিয়া নাচিয়া
নিম্নে মহাসিন্ধু খেলিছে বেলায় ;
ঊর্দ্ধে নীলাকাশ পরি পীতবাস
চন্দ্রিকাসাগরে সুপ্ত সুষমায় ;
নীলাম্বুর কাছে বেলা ব'সে আছে,
দুরন্ত সন্তান ঝাঁপায়ে পড়িছে ;
দূরে চ'লে গিয়ে আবার আসিয়ে
ধীর ধরণীরে গলায় ধরিছে ;
বেলা অচঞ্চলা কান্তার-কুন্তলা,
শ্বেতাঙ্গ আবৃত শ্বেত জ্যোৎস্নাবাসে,
সন্তানের রঙ্গে আনন্দ-তরঙ্গে
অন্তরের হাসি সর্ব্ব অঙ্গে ভাসে ;
নাহি জনপ্রাণী, শুধু মহাপ্রাণী
খেলা করে তার বিরাট অঙ্গনে ;

পাশে বসুমতী, যেন যশোমতী
অনিমেষে হেরে দুরন্ত নন্দনে ;
নাহি কোন রব, শুধু কলরব
উঠে নৃত্যময় সে শিশুর মুখে ;
সেই নিরালায় মায়ের মায়ায়
বসিয়া অবনী শুনিতেছে সুখে ;
ঊর্দ্ধে নীলাকাশ, নিম্নে জলরাশ,
চারিদিক ঘেরা নীল মহিমায় ;
এ বেলায় এসে সব যায় ভেসে,
সব ডুবে যায় কার একতায় !

সেই দিব্য স্থানে ব্যাকুলিত প্রাণে
ছুটিয়া আসিয়া নিমাই দাঁড়ায় ;
ঊর্দ্ধে একবার, নিম্নে আরবার
অবাক্ হইয়া অনিমেষে চায় ;
দেখিয়া সে শ্যাম ভুলে যায় নাম—
সেই পাগলের অনন্ত সম্বল ;
আর বাহু তুলে নাহি হরি বলে,
কে যেন হ'রেছে চরণের বল ;
কে যেন এসেছে, পথে দাঁড়ায়েছে,
আর যেন পথ নাহি দেখা যায় ;
কি প্রিয় প্রাঙ্গণে প্রাণের সঙ্গনে
যেন সেই পথ আসিয়া মিশায় ;

যেন পথে পথে কতকাল হ'তে
কত দিকে দিকে খুঁজেছে যাহায়,
দিকে দিকে আজি পরিচিত সাজি
সে অপরিচিত সহসা দাঁড়ায়;
কত দিবানিশি এ বেলায় আসি
দেখিল সুনীল এই জলরাশি,
কত দিবানিশি কত ভালবাসি
দেখিল আকাশে এই নীল হাসি;
দেখেনি' ত' তারে, আজি দেখে যারে
প্রতি বীচি 'পরে নাচিয়া বেড়াতে,
আজি দেখে যারে নীল নভ'পরে
চন্দ্রিকার স্তরে হাসিয়া ঘুমাতে,
দেখিছে নিমাই যেন সিন্ধু নাই,
ইন্দু আনন্দিত কালিন্দীর জল,
সে বেলা বিলীন, যমুনা পুলিন
অদূরে পরশে শ্যাম বনস্থল;
যেন সে উপরে ক্ষীরোদ সাগরে
শয়ান শোভন শ্যাম কলেবর,
নিম্নে যেন স্থলে নীলাম্বুর জলে
বংশী বাজাইছে শ্যাম বংশীধর;
যেন রে নয়ন হৃদয়ের ধন
খুঁজিয়া খুঁজিয়া সহসা দেখেছে,
যেন রে শ্রবণ শুনি কার স্বন
সকল নিস্বন ভুলিয়া গিয়েছে;

সে যে লুকাইয়ে শুধু সাড়া দিয়ে
শ্রান্ত ক্লান্ত ক'রে কত ঘুরায়েছে !
সে যে না মিলিতে হারাইয়া চিতে
হারা চেতনাকে কত কাঁদায়েছে !
কত কত বার সে হৃদয় তার
কাঁদিয়ে' ব'লেছে, কাজ নাহি আর !
তবু কেঁদে কেঁদে, মন বেঁধে বেঁধে,
শকতি চেয়েছে আবো কাঁদিবার !
কত কত বার নয়নের ধার
বৃথা যেন আর বহিতে না চায় ,
যেন সে হৃদয় কবে অনুনয়—
তবে এ তাপিত কেমনে জুড়ায় ?
যে আশার বায়ে রেখেছে বাঁচায়ে,
তাও বুঝি আজি যাইত ফুবায়ে ,
আজি বুঝি তাই পে'য়েছে নিমাই,
সে আশাব খনি পথেতে কুড়ায়ে !
আজি বুঝি প্রাণ, না পেলে সন্ধান,
টুটিত এ চির বিরহ-পীড়নে ,
আজি সে চরণ না দিলে শরণ,
কে জুড়াত আর সে চিরদাহনে ?
জনম অবধি খুঁজি নিববধি,
আজি সে মিলিল এ কোন্ সীমায় !
এত ব্যথা দিয়ে এত কাঁদাইয়ে
সে কি সুখে ছিল এই নিরালায় !

আজিকার সুখে ভুলে যায় দুঃখে,
ভুলে সে পথের যত শ্রমক্লম ;
জীবনের ব্যথা, সে দুঃখের কথা
দূরে ভাসে যেন সুখস্রোত সম ;
নেত্র ভরে রূপে, হৃদি চুপে চুপে
সে রূপমাঝারে ডুবিবারে চায়,
ঢাকা সাঙ্গ করি, অঙ্গে অঙ্গে ধরি
সর্ব্বাঙ্গে আজিকে রাখিবে তাহায়।

ইন্দুকরে জ্বালা সিন্ধুবীচিমালা
নাচিয়া আসিছে বেলার উপর,
যেন নেত্র দিয়া ছুটে যায় হিয়া,
পুলকে কাঁপিয়া উঠে কলেবর ;
ইন্দুকরে জ্বালা সিন্ধু-বীচিমালা
ফিরে চ'লে যায় সেই সিন্ধুপানে,
চরণ যুগল ফিরে পায় বল,
পিছু পিছু ধায় কিছু নাহি মানে ;
আজি সে দেখেছে, আজি সে পেয়েছে,
আজি সে তাহারে ছাড়িবে না আর ;
দু'বাহু বাড়ায়ে, জড়ায়ে জড়ায়ে,
চ'লেছে ধরিয়া নীল জলধার ;
সে যে নাম দিয়ে রূপ কিনে নিয়ে,
নয়নের কাছে সাজায়ে রেখেছে ;

নাম ছেড়ে দিয়ে, রূপ কেড়ে নিয়ে,
চরাচরে তাহা ছড়ায়ে দিয়েছে;
গোরা মত্ত রূপে, তরঙ্গের স্তূপে
আলিঙ্গিয়া সুখে উঠে একবার;
গোরা মত্ত রূপে, তরঙ্গের কূপে
পড়িয়া, চরণে লুটায় তাহার;
গোরা রূপে ভোলা, তরঙ্গের দোলা
দোলায়ে দোলায়ে কোথা নিয়ে যায়!
সুখে হেসে হেসে, ফেনরূপে ভেসে
রূপের সাগরে সে রূপ মিলায়।

বৃন্দাবন-স্বপ্ন ।

যমুনার কূলে আমি দাঁড়ালাম কুতূহলে,
যমুনা জীবনস্রোত চলিতেছে কলকলে ;
যমুনার কূলে কূলে ঘনাইছে অন্ধকার,
ঘনীভূত করিয়া সে বিজন কল্লোল তার ।

যমুনার কূলে আমি চাহিলাম চারিধারে,
বকুল তমালকুল ছেয়ে আছে ছায়াকারে ;
কদম্ব কন্দুক-বিম্ব ঢাকে সান্ধ্য আবরণে,
কদম্ব-আনন্দ শুধু আসে সান্ধ্য সমীরণে ।

যমুনার কূলে আমি দাঁড়ালাম আঁখি তুলে,
নীলাকাশ তাকাইছে অগণিত আঁখি খুলে ;
যমুনার নীলজলে চাহিলাম আমি ফিরে,
নীলাকাশ জলতলে চাহিতেছে তারে ঘিরে ।

যমুনার কূলে আমি দাঁড়ালাম আমা ভুলে,
কলকলে নীল বারি চলে বংশীবটমূলে ;
উজানে বহিল কাল ভাবের হিল্লোলে দুলে,
উজানে বহিল বারি অতীতের স্মৃতি তুলে ।

যুগব্যাপী অন্তরাল নিমেষেতে গেল খসি,
কালের জলদ ভেঙ্গে উদিল সে কালশশী,
যমুনার কলরব নীরবেতে গেল মিশি,
বাঁশরীর ঘন রব ছড়াইল দিশি দিশি।

যমুনার কলকলে এ কোন্ কালের গান,
এ কোন্ কালের দৃশ্য নীলজলে ভাসমান ?
আমি বংশীবটমূলে আমারে গেলাম ভুলে ;
অনন্ত বহিছে যেন আমার অন্তর খুলে !

একদিকে আমি যেন মথুরার সৌধরাশি,
অন্যদিকে বৃন্দাবনে হাসিতেছি ফুলহাসি,
মাঝে তার আমি সেই যমুনার নীলধারা,
নভস্থলে জলতলে আমি সেই কোটী তারা।

আমি যেন দেবকীতে প্রাণের কামনা কার,
আমি যেন বসুদেবে প্রসাদ কি দেবতার,
আমি যেন দু(হু)য়ে মিলে উভয়ের কণ্ঠহার,
আমি যেন বাসুদেবে পুণ্যফল দু'জনার।

আমি যেন নন্দরূপে জনকের স্নেহরাশি,
পশিতেছি যশোদায় জননীর মায়া আসি',
আমি যেন সে স্নেহের সে মায়ার অধিকারী
নিখিল লাবণ্যভরা গোপালের বেশধারী।

প্রাতর্গোষ্ঠ-মুখে যেন কেঁদে উঠি মার প্রাণে,
ছাড়িতে অঞ্চলনিধি অন্তর নাহিক মানে ;
ব্রজ-বালকের মুখে বলি যেন আপনাকে :
কানু যে প্রাণের প্রাণ, বনে ঘিরে রব তাকে।

বিরলে গৃহের তলে মথিয়া তুলিতে ননী,
হৃদয়েব তল হ'তে তুলি যেন নীলমণি ;
তরুচ্ছায়ে ছেলেখেলা আপনায় সে আপনি,
তরুতে লুকান লতা—ধবি গিয়ে নীলমণি।

সায়াহ্নে আমাতে মার আকুলতা ছুটে আসে,
গোধূলিতে গৃহ ফেলে বসি যেন পথপাশে ;
সন্তান কি সারাবেলা মাকে ছেড়ে র'তে পারে ?—
দূরে যেন বেণু ফেলে দু'বাহুতে ধরি তারে।

আমি যেন গোঠে গোঠে তৃণ'পরে সে গোধেনু,
মাঠে মাঠে গোচারণে ফিরি যেন ল'য়ে বেণু,
গলায় গলায় সেই সথায় সথায় আমি,
আমি যেন হাম্বারব, আমি বৎস অনুগামী।

দধিভাণ্ড ভেঙ্গে যেন আমি কোথা পালাতেছি,
আমাকে ধরিতে যেন আমি পিছে ছুটিতেছি,
আমাকে আমার ডোরে আমি যেন বাঁধিতেছি,
আমাকে জড়াতে যেন আমি নাহি আঁটিতেছি।

আমি যেন বিষহ্রদে গৰ্জ্জিতেছি ফণা তুলে,
আমি পুনঃ বিষধরে দলিতেছি পদমূলে ;
বৃষ্টিধারে আমি যেন আকাশ আসিছি উলে,
সৃষ্টি রাখিবারে যেন দাঁড়াতেছি গিরি তুলে।

আমি যেন কৃষ্ণরূপে অন্তরালে ডাকিতেছি,
ফিরে যেন রাধা হ'য়ে বনে বনে খুঁজিতেছি ;
আমি যেন কার আভা বেড়াতেছি সুষমায়,
যেন তার (ই) আরাধনা ফিরিতেছি পায় পায়।

আমি যেন দূরে দূরে বাঁশরীতে গাহিতেছি,
যেন পুনঃ যমুনাতে উজানেতে বহিতেছি ;
আমি যেন নীলনভ উর্দ্ধে চিরশান্তি ভরা,
আমি নিম্নে মোহমুগ্ধ পুলকিত বসুন্ধরা।

সহসা নীরব মাঝে মিলাল বাঁশীর গান :
শ্রবণে পশিল পুনঃ যমুনার কলতান ;
আমি যমুনার কূলে, সেই বংশীবটমূলে :
যমুনার নীলধারা বহিতেছে কূলে কূলে।

যমুনা।

কাল জলরাশি, কালতটে আসি,
খুঁজিছে কি সেই কাল রূপ রাশি ?
আকুলি' ব্যাকুলি' উঠিছে উথুলি
শুনিতে কি তা'র সুমোহন বাঁশী ?
যার সুমোহন ধ্বনি অনুক্ষণ
অণু পরমাণু নাচায়ে তোমার,
ভুলায়ে তোমার প্রবাহের ধার
ফিরায়ে আনিত সুখে বারবার,
যার পীতধড়া, যেন গীতে গড়া,
যেন গীতে ভরা করিত অখিল—
পুলিন, কানন, চল সমীরণ,
অচল, অমল গগন সুনীল ;
শিরচূড়া যার ঘুচাত আঁধার
তিমির-বহুল তমালের তলে,
আঁধারে গোপনে মূক পরশনে
ফুটাত আলোক হৃদি-দলে-দলে ;
যাহার নূপুর ভরি ব্রজপুর
প্রান্তরে প্রান্তরে হইত ধ্বনিত,
যাহার নূপুর করি ভরপুর
অন্তরে অন্তরে হ'ত মুখরিত ;

যার বনমালা স্মরি, ব্রজবালা
বনে বনে তা'রে হেরিতে ধাইত,
যার বনমালা মনে মনে ঢালা
মনে মনোলোভা সৌরভ ঢালিত।

তোমারি মতন যমুনা! এ মন
সতত অধীর পাইতে তাহায়,
চির অভিলাষে আকাশে আভাসে
কোন্ শুভক্ষণে হেরিল যাহায়।
সংসার-ধারায় যত ছুটে যায়,
তত ফিরে আসে সেই বৃন্দাবনে;
ততই কাতর শুনিতে সে স্বর,
হেরিতে সাধের সেই শ্যামধনে।

বংশীধ্বনি

কি রবে কি জানি কোথা বাজিল কাহার বাঁশী ?
জীবনের সব সাধ, সকল আনন্দরাশি
আছে যেন সেই রবে ;
যেন শুনিয়াছি কবে,
কোন্ শুভক্ষণে, কোন সুখ স্বপনের মাঝে ,
যেন চিনিয়াছি সেথা লুকান হৃদয় রাজে ।

জানি না কেমনে হ'ল—কেমন এ পরিবর্ত্ত,
অমরা হ'য়েছে যেন আমার এ হীন মর্ত্ত্য ,
সেই গৃহ, সেই আমি,
কে যেন অন্তরযামী
যামিনীতে জুড়াইল আমার কঠোর দিবা,
দিকে দিকে ছড়াইল মধুর চন্দ্রিকা কিবা !

সেই গৃহ, সেই পথ, সেই পরিচিত ভূমি ;
মোহন বরণে কে গো এ অপরিচিত তুমি ?
ও নীল আকাশ আজি,
নব নীলিমায় সাজি,
হ'য়েছে নবীন কত নবীন নয়নে মম ;
নয়নে বুলা'ল কি এ অমৃত-অঞ্জন সম ?

শ্যামতৃণ ভূমি 'পরে এ কি নব শ্যামলতা,
কালিন্দীর কাল জলে কি মধুর প্রগাঢ়তা,
সমীরে কি সুপরশ,
দিশি দিশি নবরস,
ছায়ামাঝে কি আলোক, আলোকেতে এ কি ছায়া,
মায়াভরা একি কায়া, কায়াহরা এ কি মায়া ?

আকাশ হাসিছে যেন চাহি' ধরণীর পানে,
ধরণী ছুটিছে যেন কা'র কি লুকান টানে,
যেন গিরি চূড়া তুলে
কি দেখে র'য়েছে ভুলে,
যেন ওই বনফুলে কা'র অঙ্গ-পরিমল,
যেন ওই শতদলে কা'র আঁখি ঢলঢল !

কি রবে কি জানি কোথা বাজিল বাঁশরী কা'র ?
সুরে সুরে কাছে দূরে ভাসিছে কি ছায়া তার !
ধ্বনিতেছে গৃহপাশে,
নিনাদিছে মহাকাশে,
মর্ম্মরিছে তরুমাঝে, গুঞ্জরিছে তারকায়,
সরিৎ কল্লোলে চলে, সিন্ধুর নির্ঘোষে ধায়।

অন্তরে লুকান ছিল যেন কি মধুর নাম,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওই রবে ধ্বনিছে তা' অবিরাম ;

বাঁশী কি মোহিনী জানে,
আসিয়া বাজিছে প্রাণে,
মরমে তরঙ্গ তুলি' উঠিছে অনন্ত তান,
আমার হৃদয় যেন হ'য়েছে তাহারি গান।

বাঁশী কি মোহিনী জানে, কহিছে সবার ভাষা ;
মিটাতে এসেছে যেন সবার সকল আশা ;
গৃহের তুলসীদলে,
বনে বনফুল ফলে,
পরিবৃত পরিজনে, নিভৃতের নির্জনে,
আভাসিয়া তুলিতেছে কি রূপ আমার মনে !

জানি না ইহা কি সুখ, জানি না ইহা কি দুখ,
সেই রবে হারায়েছি সকল সুখের সুখ,
গিয়াছে দুঃখের দুখ,
আছে শুধু জাগরূক
হৃদয়ের চিরবাঞ্ছা সেই বংশীধারী তরে ;
বারেক হেরিতে চাহি সে বাঁশরী সেই করে।

নির্ম্মল শরদাকাশে কৌমুদী কি নিরমল,
নির্ম্মল যমুনাজলে নির্ম্মল কুমুদ দল ;
এ প্রসন্ন শুভক্ষণে,
প্রসন্ন বাঁশরী-স্বনে,
ও নীল যমুনাজলে প্রসন্ন কুমুদপ্রায়,
কি অনন্ত নীলজলে হৃদয় ভাসিতে চায় !

প্রশান্ত শারদানিলে প্রশান্ত কি চারিদিক,
প্রশান্ত তারকাকুল চাহিছে কি অনিমিক ;
পবিত্র অনিলে ভাসি—
পবিত্র আনন্দরাশি—
আসিছে পরশ যেন সুপবিত্র কি অঙ্গের ;
এ বাঁশী কি ব্যক্ত বাঞ্ছা সে পবিত্র মানসের ?

হে অজ্ঞাত! এ হৃদয় পবিত্র নির্ম্মল কর ;
দিনশেষে পাই যেন সে পদ হৃদয় 'পর ;
যেন কলুষের রেখা
সেথা নাহি যায় দেখা ;
তাহ'লে যে বাঞ্ছাময়! মনোবাঞ্ছা পূরিবে না,
পঙ্কিল সলিলে সেই সরোজ ত' ফুটিবে না!

তুমি বল গৃহে রব ; তুমি বল, [illegible] ;
যেখানে রাখিবে তুমি, থাকিব হরষমনে ;
দেখা দাও কাছে রব ;
নহিলে ও নাম লব ;
ওই নামে যদি ফোটে সে রূপের এ আভাস,
সুগন্ধ-সন্ধানে যদি পাই সে কুসুমরাশ।

গোষ্ঠ—প্রভাত।

নীলমণির নীল আননে জবার আভাস আঁখির মত
উঠ্‌ছে ফুটে নীল আকাশে ওই সে জবা কি আয়ত ;
নীলবরণের পাতায় ঢাকা কত শাখীর শাখা হ'তে
কি সুখেতে সুখী যেন ডাক্‌ছে পাখী কানন পথে ;
অঙ্গনেতে বেড়ার গায়ে যেথায় সেথায় লতায় পাতায়
কি সুখেতে হাসিমুখে কুসুমের কুল আবার তাকায় ;
গুন্‌গুনিয়ে ভোম্‌রা গুলো পাগল যেন পরিমলে
কি সুখেতে উড়ে উড়ে আবার এসে ব'স্‌ছে দলে ;
হাসছে তৃণতরুলতা, গিরির চূড়া হাসিভরা,
হাসির উপর হাসি এসে ঢেউ খেলিয়ে ভাসায় ধরা ;
যমুনার জল হাসি মেখে উছ্‌লে উঠে দু'কূল বেয়ে ;
সবার সুখে সুখী হ'য়ে অনিল যেন যাচ্ছে ধেয়ে ;
গোয়াল হ'তে গাভীর দলে দিচ্ছে যেন সুখের সাড়া,
গোদোহনের মোহন তানে যাচ্ছে পূরে' গোপের পাড়া।

কানাই মোদের জেগেছে ভাই, নইলে সবাই জাগ্‌বে কেন ?
নইলে কেন আকাশ ধরায় মাতামাতি ক'র্‌বে হেন ?
চল্‌রে ভাই তাড়াতাড়ি সেজে নিইগে গোঠের সাজে,
সবাই মিলে দেখ্‌ব আবার আমাদের সে রাখালরাজে ;

নিশিতে যে নীলমণিধন সে জননীর কোলে ঘুমায়,
চন্দনের বিন্দুমাখা মুখখানি তাই দেখা না যায় ;
তাই ত ঘুমাই তাড়াতাড়ি স্বপ্নে যদি দেখ্‌তে পাই,
ঘুম না হ'লে, তারাআঁকা নীলগগনের পানেতে চাই ;
ঐ গগনে নীলমণিধন সদাই যেন জেগে আছে,
হৃদয় সেথা একলা পেয়ে মনের সাধে বসে কাছে।

ভোর হ'য়েছে, চল্‌রে ভাই দেখ্‌ব ঘরের নীলমণি,
এতবেলা খাওয়ায়েছে মা যশোদা ক্ষীরনবনী ,
এতবেলা সাজায়েছে অঙ্গ পীতধড়া দিয়ে,
মাথায় চূড়া দেছে বেঁধে বাঁকা শিখীর পাখা নিয়ে ;
কুঞ্জে কুঞ্জে তোলা ফুলে গুঞ্জমালা দোলায়েছে,
চন্দন-বিন্দুতে দেহে কুন্দবৃন্দ ফুটায়েছে,
ধেনুর খুরের রেণু তোলা বেণুটী তার করে দেছে,
সব হৃদয়ের সুরে বাঁধা নূপুর দু'টী পরায়েছে।

এতবেলা তাকিয়ে আছে শ্যামলী ধবলী গাই,
দাঁড়িয়ে আছে প্রতীক্ষায় প্রাণের বলাই ভাই ;
এতবেলা মা যশোদা এসেছে সে আঙিনায়,
প্রাণধনে ছেড়ে দিতে প্রাণ যে তার নাহি চায় ;
নয়ন ভেসে উঠ্‌ছে নীরে, হৃদয় ভেসে যাচ্ছে ক্ষীরে,
চুমু খেয়ে তৃপ্তি যে নাই তাইত অধর নাহি ফিরে।

চল্‌রে সবাই ত্বরা করি, বুঝাব মা যশোদায় :
"ভয় কেন মা তোর কানুর যে ছায়া দেখে সে ভয় পালায় ;

কেমন মায়া বুঝ্‌ব কিসে, মেঘ দাঁড়িয়ে ছায়া করে,
পীতধড়া ভিজ্‌বে ব'লে দূরে দূরে বৃষ্টি ঝরে';
আপ্‌নি অনিল আগে আগে ঝাঁট্‌ দিয়ে দেয় বাট্‌টী তার,
পাছে কাটে চরণ দু'টী কুশের আগার ক্ষুরধার;
ফলে ভরা তরু যত নিজে নামিয়ে দেয় যে শাখা,
শত রাখালে পরিতৃপ্ত করে সে ভার সুধামাখা;
কানুর যে মা কত মায়া বেণুর রবে মুগ্ধ সব,
পশুপক্ষী চেয়ে থাকে হারিয়ে ফেলে' আপন রব।

ভয় কেন মা বনে বনে কানু থাকে যে সদাই ঘেরা,
শত বেড়ে বেড়ে' থাকে শত রাখালের স্নেহের বেড়া;
শত রাখালের হৃদয়-চেরা ধন যে ও নীলতনুখানি,
ধ্যান করি বা গলাই ধরি সে ছাড়া ত' নাহি জানি;
তোরই মত কে জননী, মহামায়া এমি মায়ায়,
দশদিকে [illegible] চিবুক ধ'রে চুমু খায়;
হাসিমুখে বিদায় দেমা মাথায় দিয়ে চরণধূলি,
ঝড়ে জলে গহনবনে বিপদ সবায় রবে ভুলি"।

গোষ্ঠ—সন্ধ্যা।

ওই সাঁঝ নামে, গাঢ়তর শ্যামে
সাজাইয়া দিয়া শ্যাম বনরাজি ;
সাঁঝের কুসুমে, ছায়াময়ভূমে,
ওই কত তরু আছে শ্যাম সাজি' ;
বুঝি, শ্যামধন ললাট-চন্দন
তুলিয়া দিয়াছে ওই তরুকুলে ·
তাই বনে বনে, ছিল আন্‌মনে
আমাদের শ্যাম আমাদের ভুলে।

ওই সাঁঝ নামে, [illegible] গাব শ্যামে
সারা দিবসের এই আকিঞ্চনে ;
ওই যে গোধন, ফেলি রোমন্থন,
দীর্ঘ হাম্বারব তুলিছে সঘনে ;
আমাদের(ই) মত আছে চেয়ে পথ,
আমাদের(ই) মত আকুল যে তারা,
আমাদের(ই) প্রায় ছুটে উভরায়
তিলেকের তরে হ'লে শ্যামহারা ;
কি জানি কি আছে কালিয়ার কাছে,
ছুটে পাছে পাছে সকলের হিয়া,

শ্যামল বরণে, রাতুল চরণে,
যেন নিশিদিন রবে জড়াইয়া।

ওই সাঁঝ নামে, না হেরিবে শ্যামে—
তাই পিককুল ডাকিছে আকুলে;
রাখালেরা জানে কি যে করে প্রাণে
যদি ক্ষণ তরে শ্যাম থাকে ভুলে;
কেনা চায় কানু?— ওই দেখ ভানু
অস্তাচল হ'তে দেখে আঁখি তুলে;
যে হেরেছে রূপ সেই অপরূপ,
রহিবারে চাহে সে কি আর ভুলে?

ওই শ্যাম আসে. বনভূমি ভাসে
সেই বরণের বারিদ-ঘটায়;
ওই ও গোধেনু, শুনি তার বেণু,
পুলকিত-তনু, অনিমিকে চায়;
বাজিছে মুরলী, ময়ূর-আবলী
কেকারব করি বনে বনে ধায়;
রব নাহি রয়— হৃদয়ে হৃদয়—
চক্রবাকী দূরে চক্রবাকে চায়।

ওই যে মুরলী ভরে বনস্থলী
গৃহের সকল সুধার কথায়;
ছাড়ি বনস্থলী যেন যাবে চলি',
হৃদি অগ্রসরি' গিয়াছে যেথায়।

বলিছে মুরলী : "বেলা গেল চলি',
জননীর প্রাণ নাহি মানে আর,
ক্ষীর ননী নিয়ে, র'য়েছে চাহিয়ে,
হৃদি উথলিয়ে ঝরে ক্ষীরধার ;
এই বনে বনে ভুলি যে আপনে,
নেহারি নয়নে কি জানি কি ছায়া,
ভুলে যাই খেলা, ভুলে যাই বেলা,
ভুলি জননীর ননীঢালা মায়া।"
ডাকিছে মুরলী "শ্যামলী ধবলী !
আয় যাই চলি গোকুলের ঘরে,
যার নিরমল অলিন্দ-অঞ্চল
বিছান র'য়েছে আমাদের তরে ;"
ডাকিছে মুরলী : "রাখাল সকলি'
চল্ গলাগলি জননীর পাশে ;
জুড়াইব শ্রম, দিবসের ক্লম,
সন্ধ্যানিল-সম স্নেহের বাতাসে ;"
বলিছে মুরলী . "আয় যাই চলি,
যেথা ভালবাসা, আছে সব আশা,
যেথা পদধুলি র'য়েছে আগুলি',
অভয় দিতেছে আশীষের ভাষা।"
বাজিছে মুরলী "মা মা মা মা" বলি',
সব রন্ধ্র পূরে' সেই এক স্বরে,
যেন আকুলতা প্রাণের বারতা
ল'য়ে, চলে কোন আকুলের তরে।

বাজিছে মুরলী "দে মা ননী" বলি',
গোকুলে জননী উঠিছে আকুলি',
স্নেহের বশে গৃহে নাহি বসে,
পথ মাঝে আসে গৃহকাজ ভুলি';
বাজিছে মুরলী, আসে ধেনু চলি',
বেণু সনে তনু নাচে তালে তালে,
নয়নের নীরে, হৃদয়ের ক্ষীরে,
মায়ের হরষ ভাসায় গোপালে।

পশ্চিম বিভাগে গোধূলির রাগে
ধেনু পদধূলি জ্বলে লালে লাল,
শিখা নিভে যায়, সে ধূলি মিলায়,
দূরে দেখা যায় বকুল তমাল;
দূরে ব'কে যায় সুনীল রেখায়
যমুনার বারি শ্বেত সিকতায়,
অঙ্গনে অঙ্গনে, বাঁধিয়া গোধনে,
ক্লান্ত গোপকুল শুয়েছে ধরায়।

কানন-সীমায়, গগনের গায়
ওই ছায়া মিশে অনন্ত ছায়ায়;
ভাবের বেলায় এ ভাষা মিলায়,
ও কি রব ওঠে নীরব ভূমায়?
থেমেছে কাকলী, স্থির বনস্থলী,
উঠিছে মুরলী উথলি' উথলি';

রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার মন্ত্র অনিবার
তন্দ্রাহীন ব্যোমে ছুটে যায় চলি'।
আপনি যেমন, মুরলী তেমন,
কেবলি আনন্দ, শুধু ভালবাসা;
তনু নেহারিলে, সে বেণু শুনিলে,
নিরাশা ডুবায়ে' ভাসে শুধু আশা।

ওই মুরলীতে ওঠে চারিভিতে
সেই ভালবাসা তুলিয়া লহরী,
শ্যামের হৃদয় ছড়াইয়া বয়
শীতল মলয়ে বিশ্বালয় ভরি';
ওই মুরলীতে অনন্ত থালীতে
এখনি আনিবে অনন্ত কুসুম,
অশ্রান্ত শিঞ্জিতে, ঘুমন্ত মহীতে
আনন্দরূপিণী না যাইবে ঘুম;
ওই মুরলীতে পূরিবে ত্বরিতে
অটবী প্রান্তর অনন্ত সৌরভে,
সলিল-কল্লোলে, অনিল-হিল্লোলে,
যামে যামে যামি বাড়িবে গৌরবে।

'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'।

এই সেই বৃন্দাবন,
কালিন্দী-হৃদয়-ধন,
নিরমল-নীলাম্বর-ক্রোড়-সুপ্ত নব ঘন ;

এই সেই বৃন্দাবন,
চিরন্তন শ্যামধন
যেথায় মিলায়ে থাকে ভুলায়ে এ ত্রিভুবন।

কালিন্দী মিলিছে সুখে
শ্যামল বিপিন-বুকে,
শ্যামল বিপিন মিলে অমল গগন-গায় ;

মনে বাসি, কেণা আমি
বনে বসি' দিবা যামি
শ্যামময় হ'য়ে থাকি এ শ্যামল একতায়।

নয়ন হেরিবে শ্যাম—
এ নয়ন-অভিরাম,
এ চিত্ত চিন্তিবে শ্যাম—এ চিত্তের চিরসাধ,

পরশে আসিবে শ্যাম—
সমীরণ অবিরাম,
শ্রবণে পশিবে শ্যাম—শ্যামা-স্রোত-কলনাদ।

হেথা কি মধুর দিবা,
নিশিতে মাধুরী কিবা,
হেথা চির পূর্ণোদয় আলোকরা কালচাঁদ ;

সে যে তৃণে তৃণে হাসে,
বারি-বিম্বে-বিম্বে ভাসে,
প্রতি অণুমাঝে পাতে ভুবন-জড়ান ফাঁদ।

তরুণ অরুণে আসে,
আকাশে করুণা ভাসে,
অনন্ত আনন্দ ফুটে বিন্দু বিন্দু তারকায়,

সে যে ইন্দুমাঝে রাজে
চির-সুধা-সিন্ধু-সাজে,
মায়াভরা ছায়ারূপে ছড়ায়েছে বসুধায়।

এইখানে সে খেলেছে,
এইখানে সে ঢেলেছে
অখিল-আলস্য-হরা লাস্য-ভরা সুবিলাস ;

কালিয়ের বিষময়
হ্রদ, হৃদি-সুধালয়,
ফণীর সে কাল ফণা জীবনী আশার বাস।

ওই মধুবন ভরি'
র'য়েছে মধুব হরি,
বিধুর বিকল প্রাণে ঢালিতে শীতল ধারা,

নিধুবনে বিধুসনে
শ্যামকান্তি বিধুধনে
হেরি' হেরি' হৃদিমাঝে, হ'তেছি যে হৃদিহারা।

ওই সে কালিয় 'পরে
বংশীধারী বংশীকরে,
ওই সেই গিরিধারে গিরিধারী গিরি ধ'রে,

পুলিনে পুলিনচারী,
বিপিনে বিপিনে তারি
সে রাসবিহারী মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তিভরে নৃত্য করে।

তমিস্র তমালতলে
সে অপূর্ব্ব নীলোৎপলে
অমিশ্র অমিয়-রাশি রাশীকৃত দলে দলে;

অজস্র সে সুধাস্রোত
হ'য়ে আছে ওতপ্রোত
পত্রে তৃণে রেণুমাঝে অণুদলে জলে স্থলে।

ওই যমুনার কূল,
ওই সে কদম্ব মূল
সব আবরণ হরি! লহ হরি' সেই স্বরে ;

প্রতি বীচি চন্দ্রকরে
রাসেশ্বর-রূপ ধ'রে
ও প্রসন্ন বনপথে চলিয়াছে প্রীতিভরে।

নীরদ-নীলিম বারি,
নীল বন সারি সারি,
নীলাম্বর-তলে সব মিলে আছে নীলিমায় ;

এইখানে নিশিদিন
এ নীলে হইয়া লীন,
মধুময় হ'য়ে র'ব এ মধুর মহিমায়।

হরিদ্বার।

সত্যই হরির দ্বার তুমি হরিদ্বার,
দিব্য দরশনভূমি দেবমহিমার,
কোথা হেন পুণ্যময়
আছে আর দেবালয়?
কোথায় জাগ্রত হেন দেবতার ভাব,
সর্ব্বব্যাপী শক্তিময় দেবের প্রভাব?

হেথায় আসীন সদা দেব দিগম্বর,
দশ দিক্ পূর্ণ করি' প্রসন্ন সুন্দর;
মহাগিরি-সিংহাসনে,
ব্যোমময় আবরণে,
মহা মহীরুহরাজি-ভূষণে ভূষিত,
রঞ্জিত-তুষার রাশি-মুকুটে মণ্ডিত।

অরুণ-আরক্ত ওই অনন্ত আকাশে
দেখ কি সুন্দর তাঁর সুহাসি প্রকাশে!
চন্দ্রকরে চন্দনিতা,
তারাফুলে পুলকিতা

স্পন্দহীনা শর্ব্বরীর স্বচ্ছন্দ আনন্দে
দেখ্ কি প্রসাদ তাঁর নব নব ছন্দে।

ব্রহ্মাণ্ড-রাজের রাজ্যে এই রাজধানী ;
এস এ ঐশ্বর্য্যধামে ওহে ক্ষুদ্র প্রাণী!
সহজে পাইবে দেখা
অতুল ঐশ্বর্য্য-মাখা
বিশ্বজন-চিরবাঞ্ছা মানসপূরণ
পতিতপাবন সেই হরির চরণ।

ওই দেখ কলনাদে শ্যামশৈল-দেহে
রজত-প্রবাহময়ী খরস্রোতা বহে ;
ক্ষীরসম নীর ল'য়ে
আনন্দে অধীর হ'য়ে
শৃঙ্গ পরে শৃঙ্গশ্রেণী করিয়া লঙ্ঘন,
সফেন তরঙ্গরাশি করিছে বহন।

নহেকি ও সত্য সত্য দিব্য দ্রবময়
দেবকরুণার স্রোত অমৃত-আলয়?
জীবের জীবন এই
বসুমতী বসুময়ী
প্রসন্নসলিলা এই সরিৎধারায় ;
হরিপ্রেম প্রবাহিত দেখ বসুধায়।

এই রাজধানীমাঝে রাজদরশন
কর প্রাণী, শুন দিব্য রাজসম্ভাষণ;
ধরায় হরির ছায়া,
ব্যোমময় হরিমায়া,
ওই শুন হরিকথা কহে সমীরণ,
সলিলপ্রপাতে শুন হরিসঙ্কীর্ত্তন !

তুমি কি স্বপন ?

তুমি কি স্বপন, কল্পনার ধন,
আকাশকুসুম, মরীচিকা-ভ্রম,
জলদ-রচিত পুরী সুললিত,
শত বরণের ছায়া সমাগম ?

শূন্য নভস্থলে, বর্ণহীন জলে
তুমি কি আমার নয়নের(ই) নীল ;
সুশীতল বাতে, এ মন জুড়াতে
তুমি কি আমার(ই) মানস অনিল ?

তুমি কি আমার আশার প্রসার,
জীবনের পথে চক্রবাল-রেখা ?
যত ছুটে যাই, ধরিতে না পাই,
চিত্তের বিভ্রম নেত্রে আছে লেখা ?

তুমি কি আমার ধ্বনি আকাঙ্ক্ষার,
জনশূন্য স্থানে প্রতিধ্বনি প্রায় ?
অলীক প্রতীতি— বীচিকুলগতি,
যেথাকার তুমি র'য়েছ সেথায় ?

কেন ডাকি আর ? তুমি যেথাকার,
সেইখানে যদি র'বে চিরদিন ;
উঠিছ নামিছ, যেন বা আসিছ,
কই পরশিছ ওহে উদাসীন ?

অগতির গতি, দয়ার মূরতি,
গতিহীন কেন অচলের সম ?
তবে, তুমি কি স্বপন, কল্পনার ধন,
আকাশকুসুম মরীচিকা-ভ্রম ?

জিজ্ঞাসা।

হৃদিমাঝে যদি তুমি নিরবধি
আঁকা আছ রাকা চন্দ্রমা
নাহি কেন তবে রুচির গৌরবে
চির পূর্ণিমার সুষমা ?

কেন তবে হায় মলিনতা ছায়
হারায়ে' অমার কালিমা ?
স্ফুট জোছনায় নাহি ছুটে যায়
তরল-তটিনী-মহিমা ?

কেন নাহি বয় সরস মলয়
পরশে পুলক বিতরি ?
কেন দুলে দুলে মুকুলে মুকুলে
কুসুম ফুটেনা শিহরি ?

কেন নিরজন হৃদয়-কানন ?
নাহিক বিহগ-কাকলী ?
কেন নাহি হাসি ? নাহি বাজে বাঁশী
কেন উদাসীন সকলি ?

কেন স্বচ্ছধার নাহিক আশার ?
নাহি অন্তরের স্বচ্ছন্দ ?
নাহি হৃদিকুঞ্জে প্রেম-অলি গুঞ্জে ?
নাহি আনন্দ-মকরন্দ ?

তুমি যদি হরি সতত বাঁশরী
বাজাইছ হৃদি-পুলিনে ·
তবে কেন প্রাণ নিশিদিনমান
একা বসি কাঁদে বিপিনে ?

কেন ?

আমি অয়নে আসনে শয়নে স্বপনে
করি, হরি তুমি কই ?
তবু দেখা নাহি পাই, সাড়াটীও নাই ;
আমি কি তোমার নই ?

শুনি যে নিখিল অনিল, সলিল,
অবনী, আকাশ ওই,—
সকলি তোমার, তুমি সবাকার,
তবে তোমাঁ পাই কই ?

কেহ কহে, হরি ! করম আমারি
তোমারে রেখেছে ঢেকে
সে সরব-নাশা করম-পিপাসা
আসিল বা কোথা থেকে ?

তুমি যে মরম, ধরম করম
সবই ত' তোমাতে আছে ;
তবে কার দোষে, অকারণ রোষে,
এ দাহন আসে কাছে ?

ওহে জ্বালা দেবে দাও, কেন না বুঝাও
কেন এ নিগ্রহ হরি ?
জননীর কোলে বসিয়া, অতলে
কেন যে ডুবিয়া মরি ?

প্রমাণ।

তোমার প্রমাণ হরি! আমার এ পাপভার,
তোমার প্রমাণ হরি! এ দুঃখের পারাবার;
নহিলে, কে বল আর
নামাইবে সেই ভার?
এ দুস্তর পাবাবারে কে আনিবে তরী তার?
তোমার প্রমাণ হরি! এ দুঃখের পারাবার।

তোমার প্রমাণ হরি! আমার অন্তর-ক্ষত;
অন্য কোন্ চিকিৎসকে জানিবে সে গুপ্ত পথ?
কার দিব্যালোক আর
করিবে তা' আবিষ্কার?
কার সূক্ষ্মতম কর পশিবে সে সূক্ষ্ম পথে
অমৃত-প্রলেপ দিতে অদৃশ্য অস্পৃশ্য ক্ষতে?

তোমার প্রমাণ হরি! আমার অক্ষমতায়:
সহায় হইবে তুমি, তাই আমি অসহায়;
নীরবাঞ্ছা চাতকের
সূচনা সে নীরদের;
তোমাকে নির্দ্দেশ করে অভাব এ হৃদয়ের,
তোমার প্রমাণ হরি! আশা তৃষ্ণা আমাদের।

হরিনাম।

—:০:—

এত নিরাশায় তবু আশা হয়,
নিবিড় নিশায় ঊষার উদয় ;
কি কুহক আছে ও নামের কাছে,
ভয় দেখাইয়া, দেয় যে অভয়।

ঘোর দাবানলে যবে প্রাণ জ্বলে,
সব শ্যামলতা হৃদয় হারায়,
তখন আকাশে বারিদ-আভাসে
সে যে স্নিগ্ধকরা বারি দিতে চায়।

কাল বিষধর করে জরজর
যবে গরলের বিষম দশনে,
তার শিরোপরে মণি শোভা করে,
সেই ভরসার ভাস্বর বরণে।

ভাবি' পরিণাম কাঁপি অবিরাম,
ওই নামে শুধু হৃদি শান্ত হয় ;
সে যে, তোমার আশ্বাস, আমার বিশ্বাস,
উদ্ধারের শুভ সমাচার কয়।

সে যে বলে, হরি ! তুমি নেবে হরি'
সব তাপিতের সকল সন্তাপ ;
সে ঘোষণা করে, তোমার শ্রীকরে
বরদান আছে, নাহি অভিশাপ।

সে যে, শূন্যভবা বাণী, আকাশ অবনী
ধ্বনিত তাহাব অমৃত ঝঙ্কাবে ,
সে যে, অনির্ব্বাণ ভাতি, দীপ্ত দিবাবাতি
সুপ্তি জাগর্ত্তিতে মানস আধাবে।

দুঃখ।

তুই কি, আমার দুঃখ ! আমার দেবের দান ?
তবে কেন সে প্রসাদে আকুল আমার প্রাণ ?

যে চরণ হ'তে ঝরে সুখ-মন্দাকিনীবারি,
তুই কি শীতলকরা করুণার স্রোত তারি ?
তবে হৃদিমাঝে তুই কেন তপ্ত বালিরাশি ?
কেন মন্দাকিনী সম তোরে নাহি ভালবাসি ?
তুই যদি মধুময় সেই ক্ষীরোদের ক্ষীর,
তবে এত ক্ষার কেন, যেন লবণাম্বু-নীর ?

তুই কি সে চন্দ্রকর স্নিগ্ধ যাহে ধরাতল ?
তবে কেন হৃদিমাঝে ঢেলে দি'স্ হলাহল ?
তুই কি সে প্রেমময়, মলয়ের আনা সুধা ?
তবে কেন তোরে পেয়ে নাহি মিটে যায় ক্ষুধা ?
তুই কি সে গোলোকের চির পূর্ণিমার হাসি ?
তবে কেন কান্না তুই ভূলোক ভিতরে আসি ?

যে নন্দন আনন্দের গন্ধে ভরা বারমাস,
তুই কিরে সেথাকার কুসুমের দিব্যবাস ?
তুই কি সে দেবকণ্ঠে গীত অমরার গীত ?
তবে কেন কর্ণে মোর স্বর তার বিপরীত ?
তুই কি সে দেবতার অবচিত পারিজাত ?
তবে সে কুসুমাঘাতে কাঁদি কেন দিবারাত ?

তুই কি, আমার দুঃখ ! আমার দেবের দান ?
তবে কেন সে প্রসাদে আকুল আমার প্রাণ ?

আর্ত্তের আবেদন।

কেন বাঞ্ছাময়! বল এ লাঞ্ছনা পলে পলে?
এ প্রাণের বাঞ্ছাগুলি দলিতেছ পদতলে?
কেন এ যাতনা দাও?
আবো কি দেখাতে চাও—
আমি কীট ক্ষুদ্রতম, তুমি রুদ্র বলাধার
এ কথা ত' জানিয়াছি এ জীবনে শতবার।

আমি বাসনার তৃণ, তুমি বাত্যা ঘটনার;
যে দিকে তোমার ইচ্ছা, উড়াইছ অনিবার;
শত সতর্কতা মম,
ভিত্তিশূন্য স্তূপ সম,
সতত হ'তেছে ব্যর্থ, কোন্ অদৃষ্টের ঘাতে,
তীরচ্যুত এ ব্রততী ঘুরিছে আবর্ত্ত সাথে!

কন্টক এড়ায়ে, যত চলিতেছি মুক্তপথে,
ততই কন্টক যেন উড়ে আসে কোথা হ'তে;
তুমি নাহি দিলে স্থল,
কোথা রাখি পদতল?
আমি ব'সে যুক্তি করি সতত মুক্তির তরে,
তমি বিধানের গুরু র'য়েছ বিধান ধ'রে।

আর কি দেখাতে চাও ? আর কি বুঝাবে বল ?
এ আবর্ত্ত হ'তে আর্ত্তে স্থিরতায় ল'য়ে চল ;
• যেথা চির ধীব স্রোতে
অভিন্ন অনন্য পথে
তোমার আমার বাঞ্ছা মিলে যাবে সমতায়,
উভকূল পূর্ণ কবি' সফলতা-শ্যামতায়।

সন্তাপের শান্তি।

আর ত' যাব না কোথা, যতই যাতনা পাই ;
জেনেছি যে, তুমি বিনা জানাবার কেহ নাই :
যাতনা দিতেও তুমি,
তুমিই সান্ত্বনাভূমি,
তুমি কাঁদাবার গুরু, কোলে করিবার মাতা,
ডোবাবার ঝঞ্ঝা তুমি, তরী'পরে পরিত্রাতা।

সন্তানে মারিলে মাতা, সে ত' কাঁদে মা মা ব'লে :
সে যে জানে, সেই নামে সব ব্যথা যায় চ'লে ;
তুমি ব্যথা দিলে, আমি
তোমাকেই দিবাযামি
কাঁদিয়া ডাকিব শুধু ; আর শান্তি কোথা পাব ?
তুমি তাড়াইয়া দিলে, তোমার(ই) নিকটে যাব।

তুমি ত দিয়াছ মোরে গাঁথিতে ব্যথার মালা :
এক দিন শান্ত হ'লে, দশ দিন পাই জ্বালা ;
অন্যে জানাবার নয়,
হৃদয় নীরবে সয় ;
ক্ষত অঙ্গ ঢেকে আছি আমি পট্টবস্ত্র দিয়া :
আমার লুকান জ্বালা শান্ত কর লুকাইয়া।

আতপ্ত ধরণী হ'তে উষ্ণ বাষ্প যা' নিঃসরে,
তাইত শীতল ধারে ধরারে শীতল করে ;
ঐ দীর্ঘ নিঃশ্বাস মম
ফিরিছে, সে বাষ্প সম,
তোমার উপর চির নির্ভরের রূপ ধ'রে
সন্তাপে উঠিয়া তুমি শান্তিতে পড়িছ ঝ'রে।

প্রমোদ-আমোদে ভরা সংসারের সমীরণ
এ প্রাণের 'পরে ছিল মুগ্ধ-করা আবরণ ;
আজি তা' উদ্ধৃত হ'য়ে
কোথায় গিয়েছে ব'য়ে .
তাই রিক্ত পূরাইতে, প্রাকৃত নিয়ম-স্রোতে,
নীরসিক্ত নবানিল আসে নীরনিধি হ'তে।

আক্ষেপ।

আমি আপনার তরে ডাকি যে তোমারে,
তোমারে ত' আমি চাহি না ;
তোমারে দেখিতে আকুলিত চিতে
তোমার কাছে ত' আসি না !

আমি অনুরাগ দিয়া ডালি সাজাইয়া
তোমার তরে ত' আনি না ;
ভক্তি-বারি দিয়া ও পদ ধুইয়া
প্রেম-বসনে ত' মুছি না।

আমি হৃদয়-লতার কুসুম-সম্ভার
ও পদতলে ত' ঢালি না ;
মানস চন্দন করিয়া লেপন
পা দু'খানি বুকে ধরি না।

আমি ভিখারীর মত দ্বারে অবিরত
যাহা চাই তাই মাগি যে ;
আসি তারি তরে তোমার দুয়ারে,
আসি না তোমার লাগি যে।

আমি যে বেদনা, তুমি সে সান্ত্বনা,—
এই জানি, আর জানি না ;
নিশিদিন তাই, তব দয়া চাই,
তোমাকে ত' কই চাহি না !

আমি যে অকূলে, তুমি নেবে তুলে,
ডাকিলে, তোমার তরীতে ,
সে তরী আনিতে পারি ত' ডাকিতে,
কই পারি ভালবাসিতে ?

কবে, সুখ দুঃখ ফেলে, আপনাকে ভুলে,
তোমাব সকাশে আসিব ,
শুধু তোমা' তবে ডাকিব তোমারে,
ভালবাসি ব'লে, চাহিব !

অমানিশি।

—:*:—

নাহি শশী, অমানিশি ঢাকিয়াছে দশদিশি ;
আঁধারে প্রান্তর পথ জল স্থল গেছে মিশি ;
জানি না কেমনে যাব,
কেমনে খুঁজিয়া পাব
পথশ্রান্তি-শান্ত করা আমাব আলয়খানি,
সজ্জিত সাধেব সৌধে হৃদয়ের রাজধানী ?

আঁধার ঘনায়ে আসে, বাতাস প্রবল বয় ;
বিফল পথের শ্রমে চরণ দুর্ব্বল হয় ;
সীমান্তের তরুগুলি
দূরে শ্যাম শীর্ষ তুলি'
আমার গ্রামের আর নাহি দেয় পরিচয় ;
না দেখায় দীপালোক প্রান্তস্থিত পান্থালয়।

হৃদয়ের শশী মম ! উঠ নিশি প্রভাসিয়া ;
আমার গন্তব্য পথ দাও মোরে দেখাইয়া ;
কি করিবে এ আঁধার ?
মুক্ত যদি তব দ্বার :
চিনিব আমার পথ, এ প্রান্তর হ'ব পার,
দেউল-দেউটী তব জ্বাল যদি একবার।

তরী।

গৃহপাশ দিয়া তটিনী বহিয়া
চলিছে মৃদুল মধুর স্বনে,
আবরি' সিকতা শ্যাম তরু লতা
মিলিছে অদূরে বনের সনে;
নীরবে সে নীরে তরীখানি ধীরে
নীরধারা সনে বহিয়া যায়,
কুটীর ছাড়িয়া চলেছে ছুটিয়া
দীন দরিদ্রের সাধের প্রায়;
তটিনীর তীরে কুটীরে কুটীরে
গৃহকাজে রত গৃহস্থ কত;
তরী যায় চ'লে, গৃহকাজ ফেলে,
ভোলা মানসের ভাবের মত;
দেখিতে দেখিতে যেন সে সরিতে
তন্দ্রাভরে তরী দেখা না যায়,
কি এক সলিলে কি এক অনিলে
আমার মানস ভাসিছে তায়;
পান্থজন তীরে গৃহে যেতে ফিরে
যে গীতে সাধের লহরী তোলে,
সে গীতে মুখর অনিলের স্বর,
সেই গীতে যেন তটিনী দোলে;

ক্ষেতে ক্ষেতে ধান, কৃষকের গান
ফেলিয়া এসেছে সুদূর পথে ;
সে যে নিরালায় এ কোন্ সীমায়
চলিয়া এসেছে আলয় হ'তে ;
অধীর উদাস, খুঁজিছে আকাশ
সে যে অবনীর সীমান্ত বনে,
শত আঁকে বাঁকে তটিনী তাহাকে
এনেছে মিলাতে কাহার সনে !
তবে কার তান, কি গৃহের গান
এই গৃহহীন বেলায় আসে ?
নাহিক যে সেথা অবনীর কথা,
অবনী অতীত কি ছায়া ভাসে ·
নীলাম্বুর 'পর সুনীল অম্বর,
অনন্তে অনন্ত করিছে খেলা ;
নাহি বসুধার বিচিত্র বিস্তার,
শুধু নীলিমার অসীম মেলা ;
নাহি মহীধর চুম্বিয়া অম্বর,
নাহিক অম্বুদ অম্বর-গায় ;
নাহি, সে নিথর নীরনিধি 'পর
তরঙ্গের পর তরঙ্গ ধায় ;
নাহি, মহীরুহ, রচি' মহাব্যূহ,
সমীরের সনে সমরে মাতে ;
সকলি নিথর, শুধু একেশ্বর
মহা অন্ধকার মহান্ রাতে।

যেন আছে লেখা, নাহি যায় দেখা,
আঁধারের মায়া-মসীতে আঁকা
মায়াময় ছবি ; ছায়াময় রবি,
অজলদ-জালে কিরণ ঢাকা ;
যেন বোঝা যায়, আছে সে কোথায়
মহাসাগরের বুকের 'পরে
সুশ্যাম-বরণ নন্দন কানন,
আনন্দ যেথায় অনিলে ঝরে ;
আনন্দ যেথায় লহরী মালায়
বেলায় আসিয়া বেড়ায় ঘুরে,
আনন্দ যেথায় উড়ে উড়ে ধায়
বনবিহগের বিমুক্ত স্বরে,
আনন্দ যেথায় ফুলে ফুলে চায়
শ্যাম প্রাঙ্গণের বরণ পানে,
আনন্দ যেথায় সলিল-ধারায়
বিটপিলতার বিরাম-স্থানে ;
শুধু বোঝা যায়, নাহি দেখি তায় ;
শুধু কাণে আসে মধুর রব ;
নাহি পথলেখা, আলোকের রেখা ;
আঁধারে অরূপে মিশেছে সব।

ভাবিতেছে হিয়া, তটিনী বহিয়া
বহিয়া, আনিল এ কোন্ দেশে ?

কি হবে আমার, কোথা যাব আর?
অপথ পাথার পথের শেষে।
দিকে দিকে চাই . কেহ কোথা নাই ;
তবু দিকে দিকে কে যেন বসি' ;
আলোকের স্রোতে যেন কোথা হ'তে
কার আবরণ পড়িছে খসি' ;
দেখি চারিধারে : উষার আকারে
দেখি একধারে কে যেন হাসে ;
যেন পদতলে ফুটায়ে কমলে,
কমলে কমলে চলিয়া আসে ;
সে যেন আকাশ, সে যেন বাতাস,
হাসি পরিমলে গঠিত কায় ;
যেন চারিধার তাহার মাঝার
হাস পরিমলে জীবন পায় ;
উপরে সে নীলে, নীচে এ অনিলে
সে যেন প্রাণের প্রবাহ ঢালা ;
সে যেন সলিলে দুলে দুলে মিলে'
চ'লেছে প্রাণের লহরীমালা ;
বেলা-মরকত লহর-রজত
জড়ায়ে প'রেছে গলার হার ;
অবনী উঠিয়া আকাশ নামিয়া
এক হ'য়ে আছে হৃদয়ে তার!
বলিল সে এসে দিকে দিকে হেসে :
"আমি জগতের জীবন-সার,

আমি প্রেমরাশি, সব ভালবাসি,
সবারে লই এ সাগরপার ;
ভাবের তরীতে ভাসিতে ভাসিতে
এসেছ এ মহাসাগর-তীরে ;
আমি এ ছায়ায় না হ'লে সহায়,
এ ছায়া সতত থাকিবে ঘিরে ;
ধ্যান রাখে দূরে এ ছায়ার পুরে,
এই রূপহীন অসীম মাঝে ;
প্রেম, সীমা দিয়া অসীমে বাঁধিয়া,
কাছে নিয়ে আসে মোহন সাজে ;
এস মোব সাথে, চিব পূর্ণিমাতে
দেখিবে যদি সে চাঁদের হাসি,
নীলাম্বব-ছাঁকা- নীলকান্তি-মাখা
দেখিবে যদি সে সুকান্তিরাশি।"

দেখি, তন্দ্রাশেষে গৃহপার্শ্বদেশে
স্বচ্ছতোয়া সেই তটিনী ধায় ;
আঁকে বাঁকে তার ফিরি' শতবার
অদূরে তরীটি ভাসিছে তায়।

জীবনের তারা।

জীবন-প্রভাতে তুমি প্রভাতের তারা সম
ছিলে কত মনোহর, জীবনের তারা মম!
ছিল না সে প্রভাতের
নভে চিহ্ন নীরদের,
হৃদয়মন্দিরে ছিল আনন্দের দীপ জ্বালা,
সে সহজ বিশ্বাসের তরলিত ঘৃত ঢালা।

শৈশবের সে আঁখিতে কত কাছে ছিলে তুমি,
পরশিয়া ছিল তোমা যেন এ হৃদয়ভূমি;
যেন তুমি নহ তারা,
গৃহের সে দীপধারা
সকল ক্রিয়ায় যেন প্রীত শিখা দেখা দিতে,
সকল আঁধার হ'তে ভীতি যেন হ'রে নিতে।

অঙ্গন-প্রসূন প্রায় সদা দিতে পরিমল,
শতবার কাছে এসে পরশিত করতল;
তুমি যেন দেখিবার,
তুমি যেন শুনিবার,
সাথে সাথে খেলিবার, গলা ধ'রে কাঁদিবার,
বিপদে সম্পদে তুমি কত যেন আপনার।

জীবনের দিবাভাগে কোথা তুমি লুকাইলে ?
এ আলোকে খুঁজিলাম, কই তুমি দেখা দিলে ?
এই গগনের দীপ্তি
নয়নে না দেয় তৃপ্তি ;
যতই আলোক বাড়ে, তত দূরে চ'লে যায় ;
বৃথায় বৃথায় হৃদি তাহার পরশ চায়।

এ আলোক তীব্রতর, ব্রহ্মাণ্ড দেখাতে পারে ;
কই সে দেখায়ে দেয় আমার সে তারকারে ?
প্রসূন শুকায়ে যায়,
চাতক তৃষায় চায় :
প্রভাতের শীতলতা এ আলোকে কোথা হায় ?
প্রাণ চায় ছায়াঘেরা আলোকরা সে তারায়।

প্রভাত-তারার মত ফিরিবে কি এ জীবনে,
ঢাকিবে আমার দিবা যবে সান্ধ্য আবরণে ?
জীবনের সে পশ্চিমে,
অন্ধকার সে অন্তিমে
ফুটিবে কি পরশিয়া আবার হৃদয়ভূমি ?
অন্তরের তারা হ'য়ে আবার আসিবে তুমি ?

প্রভাতে এলাম যবে তুমি দ্বারে এসেছিলে,
কতদূর আমারি ত' সাথে সাথে বেড়াইলে ;
যখন তোমারি দ্বারে
ফিরিব সে অন্ধকারে,

তুমি দাঁড়াইবে নাকি সান্ধ্য তারকার মত
দেখাইয়া আমাকে সে জীবনের শেষপথ ?

আমায় যা' দিয়াছিলে আসিবার সে সময় ;
জগতের সাথে তার নাহি হ'ল সমন্বয় ·
গন্তব্য ত' ভুলি নাই ?—
এই বড় ভয় পাই ;
শেষ যে কেমন হবে তাই ভাবি অবিরত ;
তাই তোমা ডেকে ডেকে খুঁজিতেছি শেষপথ।

যাদের দিলাম ঢেলে আমার সকল প্রাণ,
আধখানি প্রাণ কারো না পেলাম প্রতিদান ;
খেলা ফেলে সাথী হ'য়ে
গেলাম যাদের ল'য়ে,
নিজ নিজ পথ পেয়ে ব'লেও গেল না যাই ;
ফিরিতে ফিরিতে পথে আজি ভাবিতেছি তাই।

প্রভাতে ত' দিয়াছিলে সকলি সাধের মত,
সকল সাধের সাধ তুমি ছিলে অবিরত,
হারায়ে তোমার সাথ,
হারাল সকলি নাথ ;
এ বিজনে সাথীহীনে ফিরে এসে সাথী কর ·
আঁধারে কেমনে একা খুঁজিয়া লইব ঘর ?

শারদীয়া।

কেঁদে কেঁদে বসুন্ধরা হ'য়েছে কালিমাহারা,
হেসে হেসে তাই আজি ঝরে স্নিগ্ধ সুধাধারা ;
পবিত্র নয়নাসারে ধরিত্রী বরষা ধরি'
ভাসায়েছে বক্ষঃস্থল এ অলক্ষ্যে লক্ষ্য করি' ;
অম্বরে ছড়ায়ে তাই অনন্ত আনন্দরাশি
বিশ্বপ্রাণ হ'তে ফুটে বিশ্ববিমোহন হাসি ;
এ অনন্ত আনন্দ যে অনন্ত করুণাভরা,
অম্বর-সংবৃত কারী-অম্বুদ-সম্ভার-হরা ;
আশাহীন বিষাদের ঘনীভূত আবরণ
ছিন্ন ভিন্ন করে, এই প্রসাদের প্রস্রবণ ;
নিরাশার অশ্রুস্রোতে না জানি কি শক্তি আছে,
আশাহীনে নিয়ে যায় অনন্ত আশার কাছে ;
ঘন পরে ঘন এসে আঁধারে আঁধার করে,
ঘনভারে ঘন হ'য়ে আপনি গলিয়া ঝরে ;
বরষা হরষভরা শরতে এনেছে কাছে,
প্রসাদ লুকায়ে থাকে বিষাদের পাছে পাছে।

এস মা প্রসাদময়ী ! প্রসাদ লইয়া ভবে,
অবসন্ন এ অবনী আজি সুপ্রসন্ন হবে ;

পুণ্যস্নাতা বসুমতী স্নিগ্ধশ্যাম নববাসে
ভকতি-উদ্বেল চিতে চাহিছে প্রসাদ-আশে ;
অমল-অম্বর যুতা, উজল বরণ-দ্যুতি,
এস মা প্রত্যক্ষীভূতা আনন্দের অনুভূতি !
দিবারূপ করে দিবা দিবাকর শোভা করে,
যামিরূপ করান্তব ধরে কান্ত শশধরে ;
পর্য্যাপ্ত-চন্দ্রিকালিপ্তা সুখসুপ্তা নিশীথিনী,
শরদভ্র শুভ্রালকা, তারারত্ন-সীমন্তিনী ;
অর্দ্ধস্বচ্ছ ছায়াপথে মায়া-কুহেলিকা ফেলে,
অম্লান স্বরূপ তব রূপে রূপে দাও ঢেলে :

এস দীপ্ত নীলাম্বরে, বিম্বিত নীলাম্বু জলে,
ভাস্বর সরিৎ স্রোতে, হরিৎ প্রান্তরতলে ;
এস শুভ্র সৈকতের সৌম্য রম্য সুষমায়,
অভ্রভেদী ভূধরের জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় ;
এস ক্ষুদ্র কুসুমের সুললিত বিলাসেতে,
পন্থাহীন কান্তারের ভীমকান্ত গৌরবেতে ;
এস জ্যোৎস্না-পরিপ্লুত ওতপ্রোত পত্রদলে,
এস একচ্ছত্র জ্যোতি অনিলে সলিলে স্থলে ;
দ্বিধা ভ্রান্তি অপসারি' হৃদয় একাগ্র কর,
ক্লান্তি শ্রান্তি অপহরি' শান্তিরূপে অবতর,
দৃপ্ত ক্ষিপ্ত চিত্ত মাঝে এস চিরতৃপ্তি ল'য়ে,
লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিয়া থাক্ তোমাতে বিমুগ্ধ হ'য়ে ;

হিংসা-রাগ-দ্বেষ-ভেদ আসুর প্রবৃত্তিচয়
ছেড়ে যাক্ তোমার এ কমনীয় দেবালয়,
দেবাদৃত চরিত্রের পবিত্র প্রভাব যত
রাখুক পবিত্র করি' ধরিত্রীবে অবিরত ;
বিশ্ব-আস্য-পরিব্যাপ্ত এই দিব্য হাস্যপ্রায়,
মানস হউক ব্যাপ্ত চরাচর এ ভূমায় ;
এ অনন্ত ছন্দোবন্ধে উঠুক একই গীতি,
অনন্ত তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছ্বসিত বিশ্বপ্রীতি ;
এ দীপ্তিতে ব্যক্ত হ'ক সে অব্যক্ত মহাবিধি—
মহারত্নাকর সুপ্ত-শুক্তি-গুপ্ত মহানিধি ;
এস মুক্তা শিবশক্তি জীবে দিয়া বরাভীতি,
প্রাণে প্রাণে প্রকটিয়া ত্রাণ-পরা পরানীতি ;
অন্তরে বাহিরে দেবী আলোকে আলোক কর,
অমৃত ভাণ্ডার হ'তে অমৃতে ব্রহ্মাণ্ড ভর,
অমঙ্গল দূর করি' সর্ব্বাঙ্গ মঙ্গল আন,
চরমে শবণ দিয়ে চরণে দিও মা স্থান।

আগমনী।

ওই দেখ অদ্রিরাজ! অভ্ররাজি মিলায়েছে,
নীলক্ষেত্র দ্বিধা করি' ব্যোমগঙ্গা বহিতেছে,
নিরমল উভকূলে
যত দূর নেত্র বুলে,
ও বিচিত্র ক্ষেত্র ভরি' পবিত্র প্রসাদময়
প্রস্ফুটিত সংখ্যাতীত সে বিচিত্র কুন্দচয়।

অভ্রাশ্রিত অম্বরের অজস্র অশ্রুর ধারা
সহসা হ'য়েছে ওই চন্দ্রিকা-প্রপাত-সারা;
সে আনন্দ-স্রোতে আজি
স্নাত স্নিগ্ধ বনরাজি,
সে আনন্দ-মুগ্ধ-পিক-কণ্ঠে উঠে কলতান,
সে আনন্দ-দীপ্ত, দেখ, নির্ঝরের নৃত্যগান।

সে আনন্দ আসিতেছে শীতল শারদানিলে,
সে আনন্দ উচ্ছলিছে কূলে কূলে সে সলিলে,
সে আনন্দে অনাবিল
ভাসে ও অনন্ত নীল,
সে আনন্দে চক্রবালে আকাশ নামিয়া আসে,
অবনী ছুটিয়া ওই মিলিছে তাহার পাশে।

আমার উজ্জ্বল দিবা করি' চির অবসান,
এ আলয়-দিবাকর হ'লে চির অন্তর্দ্ধান,
চির নিশা এ আমার
উজলিতে, চন্দ্রমার
আছে যে মধুর কর, তাও লুপ্ত বারমাস ;
কি আঁধারে অন্ধকার আমার এ হৃদাকাশ।

যেন কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী নিশিতে র'য়েছি বসি',
তিলেক হেরিতে সেই নিশান্তের কান্ত শশী ;
সে যে ক্ষণপ্রভা প্রায়
এ আলয়ে আসে যায়,
তিনটী দিনের আশে বহি বরষের ভার,
তিনটী শারদ দিবা ভাঙ্গে বর্ষা অভাগার।

দুঃখিনীর এ আঁখির গোমুখীর জলরাশি
হরষ-প্রভায় আজি শারদ কৌমুদী-হাসি ;
যেন দূরে হেরি ইন্দু
উথলি উঠিছে সিন্ধু,
অঙ্গে অঙ্গে ফুটিতেছে যেন প্রতিবিম্ব তার,
আলিঙ্গিতে শতবাহু ছুটিতেছে অনিবার।

সে যে পূর্ণানন্দময়ী শারদ পূর্ণিমা সমা,
সদাহাস্য আস্য গুণে এ বিশ্বের মনোরমা ;
আনন্দের অধিবাসে
ওই অধিত্যকা হাসে,

ওই দেখ শুভষষ্ঠী শুকতারা পরিতেছে,
সুখের সপ্তমী ওই উষারাগ মাখিতেছে।

ওই দেখ দশদিকে মুক্ত বাতায়ন থেকে
সুপ্রসন্না দিগঙ্গনা প্রসন্নময়ীকে দেখে ;
লাগিয়াছে তার তরী
কাঞ্চন শিখর 'পরি
নহিলে লুটায় ওই ত্রিলোক-পুলকসার
শারদ জলদজালে কনক অঞ্চল কার ?

যাও গিরিকুলপতি ! ব্যোমগঙ্গা উপকূলে,
চরণ অলক্ত তার প্রতিভাত প্রাচীমূলে ,
ওই হেমতরীখানি
আনে হৈমবতী রাণী,
ত্বরা ক'রে তুলে আন ব্রহ্মাণ্ড-আনন্দধনি,
হৃদয়ে আনিয়া দাও আমার নয়নমণি।

রজনী রচিয়া গেছে শেফালী আসন তার,
যামিনী জাগিয়া আমি গেঁথেছি সোহাগ হার ;
কদলী কানন দিয়ে,
আম্রশাখা পরশিয়ে,
পূর্ণ সরসীর নীরে পা দু'খানি ধোয়াইয়ে,
আমার সোণার গৌরী ঘরে মোর এস নিয়ে।

সর্ব্বমাঙ্গলিকে গিরি আন সর্ব্বমঙ্গলায় ;
পথপ্রান্তে ধান্য তার সুবর্ণ হিল্লোলে ধায় ;

ও বিমল সুশ্যামল
শরতের দূর্ব্বাদল
প্রাঙ্গণ হইতে দেখ জানাইছে আশীর্ব্বাদ ;
মঙ্গল্যে মঙ্গল দিব পুরাইতে মনসাধ।

ওই, জগদম্বারূপা ত্র্যম্বকা অম্বিকা মোর ;
অরুণ আননে তার করুণার নাহি ওর ;
দক্ষিণে ঋদ্ধির রাণী,
বামে বাণী বীণাপাণি,
ত্রিদিবের বলরূপে সঙ্গে দিব্য সে কুমার,
সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি রূপে গণপতি পাশে তার।

আজি বৎসরের পরে বৎস আসিতেছে ফিরে ;
আয় পুরাঙ্গনা সব, ভবানীরে দাঁড়া ঘিরে ;
আনন্দ বরিয়া নিব,
হৃদয়ের ডালি দিব,
বৎসরের মলিনতা আজি হবে সমুজ্জ্বল,
সর্ব্ব দৈন্য দূরে যাবে পরশি' সে পদতল।

আয়রে উৎসব ! তোর জনতার উৎস ল'য়ে
সতত উৎসাহহীন এ বিজন হিমালয়ে ;
আয়রে বরষ পরে
হরষ ! নিনাদ ক'রে ;
আবরি' স্মৃতির চিত্র এ চির বেদনামূল,
আয়রে আমার প্রাণে তিনটী দিনের ভুল।

আর বৎসরের দিন ! বৎসর সফল ক'রে,
দশমাসে পূর্ণক্রোড়া প্রসূতির প্রীতিভরে ;
সে বৎসর-ভরা-দুখ,
এ তিন দিনের সুখ,
সে অনন্ত সমুদ্রেতে এই ক্ষুদ্র দীপরেখা—
এই ল'য়ে শান্ত হ'য়ে অন্তে যেন পাই দেখা।

বিজয়া।

"ওই যে মিলায়ে গেল ব্যোম-সিন্ধু-বারি মাঝে
আমার হৃদয়-ইন্দু, মৃগেন্দ্র-বাহিনী-সাজে।

তিন দিন দিবারাতি
সে চারু চন্দ্রিকা-ভাতি
উজলিল আমার এ ম্লান শৈল-নিকেতন,
মুখরিল আমার এ বিজন হৃদয়-বন।

তিন দিন দিবারাতি
কি কাজে ছিলাম মাতি',
চির অবসরে মোর না মিলিত অবসর ;
রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিনাদিত উৎসবের সমস্বর।

সম্বৎসর ডাকে না ব'লে
মা যে কত মা ! মা ! বলে,
কাজেতে অকাজে আমি কত ছুটে ছুটে যাই ;
আনন্দে আনন্দ হেরে কত না আনন্দ পাই।

বীণাপাণি বীণাকরে
কতই সে ব্যস্ত ক'রে,

শুনাইত গীতবাদ্য, দিবারাত্র নাহি মানি' ;
আলয় করিত আলো সকল শোভার রাণী।

গজাননে ষড়াননে
মাতিত বিচিত্র রণে,
আমার এ কোল ল'য়ে করিত কি কাড়াকাড়ি ;
সাথে সাথে বেড়াইত করিয়া কি আড়াআড়ি।

লম্বোদর করি-করে
বিলম্বিত বাহু ধ'রে,
ছুটে ওঠে, করিবারে গলদেশ অধিকার ;
উড়ে এসে জুড়ে বসে প্রখর অনুজ তার।

তিন দিন গেল হায়
তিনটি নিমেষ প্রায়,
আজি শূন্য নিকেতনে ব'সে আছি শূন্যমনে ;
বিষণ্ণ বিজন বায়ু কাঁদিছে মরম সনে।

মৈনাক-বিহীন গেহ—
স্পন্দহীন জড়দেহ—
আবার হৃদয় মাঝে আনিছে শ্মশান-ছায়া ;
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া বুলে ব্যাকুল মায়ের মায়া।

এই যে তাম্বুল-রাগে
রঞ্জিলাম অনুরাগে

তার সেই ওষ্ঠাধর, উষাস্পৃষ্ট বিম্বফল ;
অঞ্চলে মুছায়ে দিনু হিঙ্গুল চরণতল।

এই কানে কানে তারে
বলিলাম আসিবারে ;
এই সে বলিয়া গেল, 'আসিব, কেঁদ না আর' ;
চরণের ধূলা আছে · কোথায় চরণ তার ?

কেমনে হে গিরিরাজ !
থাকিব এ গৃহমাঝ,
দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরি', আবার বরষ ব্যাপি' ;
জীবন-জীবনী বিনা কেমনে জীবন যাপি।"

বাড়িছে দশমী নিশি,
রাণী চাহে দিশি দিশি,
প্রাণের করুণ বাণী উঠে দিশি দিশি ব'য়ে ;
ঈশান পাষাণ হ'য়ে ঈশানীরে গেছে ল'য়ে।

আজি ঈশানের বাস
আনন্দেতে স্বপ্রকাশ ;
আনন্দের খনি মাঝে শুধু ছায়া পড়িয়াছে ;
হৃদয়ের আকুলতা উছলিছে পতি কাছে :

"আমি আশুতোষ-বামে
আজি এ আনন্দধামে,

আমার জননী কেন আনন্দ নাহিক জানে ?
কে করিবে শান্ত তারে সে আনন্দ-অবসানে ?

সে যে শূন্যে চেয়ে আছে :
যাব দুঃখিনীর কাছে ;
আমারে বিদায় দাও এ আনন্দপুরী হ'তে ;
কিসের আনন্দ, যদি নিরানন্দ ও জগতে ?

ছেড়ে দাও বিশ্বনাথ,
সেথা মলিনের সাথ,
আমি ম্লান হ'য়ে র'ব, তারে বুকে জড়াইয়া ;
অন্তরে ক্রন্দন যদি, কি হবে আলোক নিয়া ?

আমারে ক'রেছে যারা
দু'টী নয়নের তারা,
আমার জীবন কিগো তাহাদের কাঁদাবারে ?
ভগ্ন হৃদয়ের সনে, ছেড়ে দেও, কাঁদিবারে।

ওই সে বিজন গেহে,
জননীর ব্যর্থ স্নেহে,
উঠিছে মৈনাকহীন হৃদয়ের হাহাকার ;
কে করিবে স্তব্ধ ওই চিরক্ষুব্ধ পারাবার ?"

শুনি' আশুতোষ কয় :
"তুমি শান্তি বিশ্বময়,

তোমার(ই) পরশে আমি চিরতৃপ্তি-শান্তিময়,
তোমার(ই) প্রসাদে হয় সকল অশান্তি ক্ষয়।

তুমি হৃদয়ের মাঝে
আছ আনন্দের সাজে,
শান্তিরূপা সুরধুনী বিরাজিছ শিব'পরে,
তোমার(ই) শীতল ধারা তাপিতে শীতল করে।

ঝর মুক্ত করুণায়
প্লাবি' ব্যোম বসুধায়,
অশান্তকে শান্ত কর, তৃপ্ত কর তৃপ্তিহীনে,
মহাধনে ধনী কর মহাবিত্ত-হীন দীনে।

অমৃতের এ সিঞ্চন
প্রবাহবে আকিঞ্চন,
সে বাঞ্ছিত পরিবার এখনি বসিবে ঘিরে,
চিরশূন্য পূর্ণ করি' মৈনাক আসিবে ফিরে।"

শিবহৃদি উথলিল,
জটাজাল আলোড়িল,
সন্তাপ-হারিণীরূপে বরষিল হিমধারা,
চন্দ্রিকা-প্রদীপ্ত নীরে তারকা প্রপাত-পারা।

হাসিছে দশমী নিশি
হরগৌরী রহে মিশি',

প্রতি জলবিম্বে তার,—পূর্ণ প্রীতি-পারাবার ;
বিশ্বপ্রেমে বিগলিত বিশ্ব-ক্ষেম-মূলাধার ;

সে মিলের অন্ত নাই,
সে প্রেমের সীমা নাই,
সে স্রোতের বাধা নাই, অচল ভাসায়ে' চলে ;
একটি মৃণাল'পরে ফুটায় অনন্ত দলে।

ধর বিশ্ব! এই সুধা,
মিটাও সকল ক্ষুধা,
আশ্রয় আনন্দ তিনি, অভয় কল্যাণ তিনি,
শান্তি তিনি, তৃপ্তি তিনি, সকল কল্যাণ জিনি।

শান্ত কর সব রোল,
আজি বিশ্বে দাও কোল ;
আনন্দ-দিবার শেষে ভক্তির সায়াহ্ন-ছায়া—
শান্তিবারি-নির্ঝরিণী বিজয়ার মহামায়া।

অম্বরে তারকা-মেলা,
সাগরে তরঙ্গ-খেলা,
অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা সব এক মহামন্ত্র-বলে ;
স্পন্দিছে একই প্রাণ এক মহাবক্ষঃস্থলে।

খোল হৃদয়ের দ্বার,
ডাক বিশ্ব-পরিবার,

এ মহা-মণ্ডপে সবে বস একে একাকার ;
মহা পুরোহিত শিরে ঢালুক শান্তির ধার।

দূর কর রাগ দ্বেষ,
ভেদ-দ্বন্দ্ব কর শেষ,
এক জননীর এ যে অবিভক্ত পরিবার ,
এক রস-গন্ধ-স্নিগ্ধ অনন্তের পুষ্পহার।

আকাশে আশার ভাস :
যাক শঙ্কা, যাক ত্রাস ;
পবন আনুক ব'য়ে চিরন্তন অনাময়,
অরোগ-অশোক-শুদ্ধ-প্রবুদ্ধ-জীবনময়।

হর, দেবি ! সর্ব্ব শাপ,
আধি, ব্যাধি, পাপতাপ,
হর এই জীবনের জটিল জঞ্জাল যত ;
সরল অমল তৃপ্ত ক'রে রাখ অবিরত।

সিঞ্চ সুধা ঘরে ঘরে
প্রাসাদ কুটীর'পরে,
রুগ্ন-শয্যা স্নিগ্ধ ক'রে, ভগ্ন হৃদি যুক্ত ক'রে,
সর্ব্ব দৈন্য পূর্ণ ক'রে, সর্ব্ব ক্লৈব্য মুক্ত ক'রে।

এস শান্তি ! হৃদিমর্ম্মে,
এস শান্তি ! সর্ব্বকর্ম্মে,

সফল নিষ্ফল ব্রতে রাখ চিত্ত সমতায়,
অপ্রমত্ত প্রসাদের চিরস্থায়ী স্থিরতায়।

আজিকার অনুভূতি,
অতীতের স্মৃতি স্তুতি,
ভবিষ্য আশার দ্যুতি—কর সব শান্তিময়;
এস কাল জয় করি' ত্রিকালের সমন্বয়।

আনন্দের ন্যাস।

ঘুমায়েছিলাম তাই জানি নাই নাথ,
তুমি এসে ব'সে আছ করি' সুপ্রভাত ;
সকল মালিন্য আজি ঘুচায়ে দিয়েছ,
সব শূন্য পুণ্য আবির্ভাবেতে ভ'রেছ ;
বিরল-আলোক মোর কুটীর উজল,
পরশমণির তেজে করে ঝলমল ;
অঙ্গনে আছিল মোর শুষ্ক যে পাদপ,
সুপত্র কুসুমে তার ভ'রেছে বিটপ ;
শুনি নাই যেথা কভু বিহঙ্গের রব,
সেথা পিক ডালে ডালে, কলকণ্ঠ সব ;
আমি নিঃস্ব দীনহীন, এ কি দীননাথ !
বিশ্বভরা ধন দিলে হ'য়ে মুক্তহাত !
বিশ্বভরা এ রতন কোথায় রাখিব ?—
বিশ্বেশ্বর দাও পদ, থুয়ে শান্ত হ'ব।

অর্চ্চনা ।*

এ জীবন হ'ক চির অর্চ্চনা তোমার,
প্রতি কর্ম্ম হ'ক তব পূজা-উপচার ;
এ প্রতি নিশ্বাসে তব হোমাগ্নি জ্বলুক,
সকল সম্ভোগ সেথা আহুতি পড়ুক ;
পলকে পলকে এই নয়নে আমার
প্রকাশ হউক দীপ তব বন্দনার ;
গন্ধময়ী ধরণীর গন্ধে গন্ধে, তব
আরতির ধূপগন্ধ হ'ক অনুভব ;
জগতের কণ্ঠরব, অনন্ত বিচিত্র,
হ'ক তব মন্দিরের পবিত্র বাদিত্র ;
একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় আমার
হ'ক চিরনিবেদিত নৈবেদ্য তোমার ;
প্রসাদের পূতচিহ্নে লাঞ্ছিত এ প্রাণ
তব বাঞ্ছারূপ যূপে যা'ক বলিদান ।

---

* 'অর্চ্চনা' পত্রিকার জন্য লিখিত ।

বঙ্গভাষা।

বঙ্গভাষা—সে যে জননী মোদের ;
অধম আমরা, তাই ভুলে থাকি ;
তাই অপরের কথা মেগে নিয়ে,
অপরের মাকে মা বলিয়া ডাকি।

সে যে আমাদের প্রাণবায়ু সম,
এই রসনার প্রথম বিকাশ,
সে যে আমাদের শিরার শোণিত,
এই শ্রবণের প্রথম বিলাস।

সে যে, 'চলি চলি পায় পায়' বলি',
এ শিশু চরণে চলা শিখায়েছে ;
সে যে, 'ঘুম আয় ঘুম আয়' বলি',
শৈশবে সবারে ঘুম পাড়ায়েছে।

তার 'আয় চাঁদ' ললাটে মোদের
দেবের প্রসাদ প্রথম ছোঁয়াল ;
তার 'ষাট্ ষাট্' নিকটে আসিয়া
জীবনে প্রথম আতঙ্ক কাটা'ল।

তার 'কে রে' এসে কতই আদর
ক'রেছে সবার চিবুক ধরিয়া ;
'সোনা' 'হীরা' 'মণি' 'মাণিক' দিয়া সে
স্নেহের ভাণ্ডার রেখেছে ভরিয়া।

সে যে 'আহা !' ব'লে ব্যথিত হৃদয়ে
বুলাইয়া দেয় স্নেহময় কর ;
সে যে 'এস' ব'লে বিদায়ের কালে
ছেড়ে দিয়ে, রাখে প্রাণের ভিতর।

'আঃ !' বলিয়া সে যে মলয়ের মত
তৃপ্তি বরষিয়া সর্ব্বাঙ্গ জুড়ায় ;
'মা' বলিয়া সে যে সব বেদনায়
সব-সহ-করা ধৈর্য্য দিয়ে যায়।

'হরি' নাম রূপে মন্দাকিনী-ধারা
এ পতিত প্রাণে সে যে আনিয়াছে ;
এত ভীতি-হরা শান্ত-করা কথা
বিপদে সন্তাপে আর কোথা আছে ?

কত সে কৃতঘ্ন, যে ভুলিয়া যায়
এই আশীর্ব্বাদ প্রসাদ সকলি !
কত সে কঠোর, যে ভুলিয়া যায়
প্রাণবিহগের প্রথম কাকলি !

আয় মা হরষে, স্নেহের পরশে
মা-ভোলা ছেলেরা ফিরিতেছে সব ;
তোর এ মন্দিরে এসেছে দিবারে
অঞ্জলি ভরিয়া হৃদয়-বিভব।

আননে তাদের ভাতি তপনের,
আলোকে জগৎ ভরিয়া দিয়াছে ;
সে আলোক ল'য়ে তোর দেবালয়ে
আরতি করিতে তারা ফিরিয়াছে।

আয় বঙ্গভাষা জননি আমার !
মহার্ঘ ভূষণে বিভূষিতা হ'য়ে ;
এ হীন সেবকে কৃতার্থ কর্ মা,
তার জীবনের চির সেবা ল'য়ে।

তোরি, মা ! কথায় 'মা মা মা মা' করি',
একদিন হেথা উঠেছি জাগিয়া ;
তোরি, মা ! কথায় 'মা মা মা মা' করি',
শেষ দিনে যেন পড়ি ঘুমাইয়া।

উদ্বোধন।

(সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, কলিকাতা, ১৩২০)

পঞ্চনদ-তীরে, কুটীরে কুটীরে,
যেদিন প্রথম উঠিল অনিলে
জগতের আশা, সেই দেবভাষা,
তরঙ্গ তুলিয়া চিন্ময় সলিলে—

তখনো তপন সুষুপ্তি মগন,
তখনো কাননে ছায়া-আবরণ,
তখনো গগন— অপূর্ব্ব কানন—
অপূর্ব্ব অনন্ত-প্রসূন-ভূষণ,
তখনো প্রভাত- আলোকের হাত,
একে একে করি তারকা চয়ন,
নিয়ে মহাসাজী— মৌন বনরাজি
করেনি প্রসূনে প্রাণ-বিমোহন,
তখনো বিহঙ্গ, বিটপ-উৎসঙ্গ
ছাড়িয়া, তোলেনি কাকলী তরঙ্গ,
তখনো তটিনী হয়নি হ্লাদিনী,
বীচিভঙ্গে হেরি মরীচির রঙ্গ;
সেই স্নিগ্ধ ক্ষণে, স্নিগ্ধ সমীরণে,
তটিনীর তীরে আসিল স্নাতক,

স্নিগ্ধ পূত নীরে পশি' ধীরে ধীরে,
আকণ্ঠ মজ্জিল সে মূক স্তাবক ;
শুদ্ধ স্নাত দেহ, স্তব্ধ নৈশ গেহ,
ধ্যানবুদ্ধ হৃদি ফুটিয়া উঠিল ;
সে পূত কমল অমল ধবল,
প্রীতি দীপ্তি তাব মূরতি ধবিল
অমলা ধবলা শত শশিকলা
যেন শত দিকে হইল উজলা,
চিন্ময়ী স্ফূরতি, আনন্দ-আরতি,
ব্রহ্মাণ্ড সৌন্দর্য্য-স্ফুরিত চপলা।
বাতাসে আকাশে সে জ্যোতি বিকাশে,
মানস-সরসে যেন বিশ্ব ভাসে,
সপ্ত অমবার আনে সমাচার,
সপ্ত পাতালের তমোরাশি নাশে।

সে জ্যোতি মানসী, অনিন্দ্যা রূপসী
হেরিয়া, আনন্দে ধ্যানিবর ছায় ;
চিন্ময় বিলাসে অনন্ত আকাশে
তন্ময় অন্তরে অনিমেষে চায়।
সম্মুখে আকাশে রশ্মির আভাসে
ধূসরে পাটল বরণ বুলায়,
জলদের জালে, মহীরুহ-ভালে
ত্রিলোক-পাবক পুলক বিলায় :

পুলকিত ধ্যানী, কণ্ঠে উঠে বাণী
ভূলোক-দ্যুলোক-আলোক-গাথায় ;
ত্রিলোক-গরিমা, অনাদি-মহিমা
ফুটিয়া উঠিল আদিম ভাষায়।
কণ্ঠে কণ্ঠে উঠে, বায়ু-পন্থে ছুটে
সে ভূর্ভুবঃস্বঃ ওঙ্কার ঝঙ্কার,
বিশ্ব-সবিতার, ভর্গ দেবতার
ধ্যান উপাসনা করিয়া প্রচার।—

পঞ্চনদ-তীরে, কুটীরে কুটীরে,
যেদিন প্রথম উঠিল অনিলে
জগতের আশা, এই দেবভাষা,
তুলিয়া তরঙ্গ চিন্ময় সলিলে ;
সেদিন যেমন, বিমল কিরণ
হৃদয়ে হৃদয়ে করি' বিকিরণ,
এসেছিলে তুমি, ধন্য করি' ভূমি,
এস আজি হেথা ভরি' প্রাণমন।

ওই, গঙ্গোদক, তুলিয়া পুলক,
বসন্ত অনিলে করিতেছে খেলা ;
তার পুণ্য তীরে, প্রীতির সমীরে
বসায়েছি মোরা হৃদয়ের মেলা ;
ওই ভাগীরথী কত স্মৃতিমতী,
গৌরব কাহিনী প্রবাহ যাহার,

কত বেদমন্ত্র, কত মহাতন্ত্র
নিনাদিত হয় কলনাদে তার ;
যাহারি কূলের তাল তমালের
নিরজন মাঝে বসি নিশিদিন,
কত দিব্য জ্ঞানী মহামন্ত্রধ্যানী
সে কলকল্লোলে থাকিত বিলীন ;
যার জলোপরি ব্যালোল বল্লরী
হেরিয়া, বাল্মীকি বিগলিত-প্রাণ,
যার দ্রব অঙ্গে তরল তরঙ্গে
লভিল শঙ্কর অদ্বৈত-নির্ব্বাণ ;
যার বদরিকা বিজ্ঞান-দীপিকা,
যার বারাণসী জ্ঞানবাপী ধরে,
যার নবদ্বীপ তোমার প্রদীপ
দীপ্ত রাখে শত সাগ্নিকের ঘরে ;
যাহার উৎসঙ্গ ধরিল গৌরাঙ্গ,
জননীর(ই) মত জীবে দয়া তার ;
সে পূত চরিতে পুনঃ কাব্যগীতে
ভরিয়া উঠিল মন্দির তোমার ;
তার (ই) পূর্ব্বাভাসে অজয়ের পাশে
ললিত-লবঙ্গ-লতিকা দুলিল,
জগৎ-পূজিত কোকিল-কূজিত
তোমার নিকুঞ্জ-কুটীরে উঠিল ;
বিদ্যাপতি-গানে ছুটিল পরাণে
নব অনুরাগ-নির্ঝর-লহরী ;

চণ্ডীদাস-ভাবে আকুল নিঃশ্বাসে
ভাবের জলধি উঠিল গুমরি'।

স্মৃতি-ওতপ্রোত ও জাহ্নবী স্রোত
সম্মুখে খেলিছে কি উদার খেলা ;
তার পুণ্যতীরে, প্রীতির সমীরে
বসিয়াছে আজি কি উদার মেলা !
এস গো জননি স্মৃতি-শিরোমণি
অতীতের স্বর আবার শুনায়ে' ;
তুমি আছ, তাই বিশ্বে পাই ঠাঁই,
গরিমা মহিমা রেখেছ জাগায়ে' ;
অপাঙ্গে তোমার বেদাঙ্গ-সঞ্চার,
ভ্রূভঙ্গে অঙ্কিত ষড় দরশন,
হৃদয়-স্পন্দন করিছে সৃজন
সহস্র ভারত, শত রামায়ণ ;
ও শ্বেতবরণ গুণাতীত ধন,
বীণা খানি বোঝে হৃদয়-বেদন,
তাই কাব্যকলা, মেঘেতে চপলা,
দুর্দ্দিন-কর্দ্দমে কনক কিরণ ;
ওই শ্বেতবাস বেদান্ত-বিকাশ,
চিদাভাসময় মধ্যাহ্ন আকাশ ;
নখ-অগ্রভাগে, অধরের রাগে
অরুণ-ছটায় পুরাণ-প্রকাশ।

এস বেদমাতা ! ডেকেছে বিধাতা
তোমারে তোমার প্রিয়তম দেশে,
আন পুনরায় অতুল উষায়
সে দিনের সেই অতুল দিনেশে ;
যে রবির কর সে ব্যাস শঙ্কর,
আলোকিত যাহে ভূধর-কন্দর,
পেয়ে যার কর, কত শশধর
উজলিছে কত নিশীথ-অম্বর।

রবির মণ্ডলে রবি নাহি জ্বলে,
অমরা হইতে লুকাল অমৃত,
বাল্মীকির বীণা অন্তবাহুলীনা,
নিকুঞ্জে ফুরাল বিহঙ্গ-ঝাঙ্কৃত ;
শরতের অন্তে, সুদীর্ঘ হেমন্তে
কুঞ্জে কুঞ্জে পত্র পুষ্প শুকাইল ;
অকৃতি সন্তান, হারায়ে সন্ধান,
অঞ্জলি তোমার চরণে না দিল।

আজি নয়নের জল ক'রেছে নির্ম্মল
মূঢ় সন্তানের গূঢ় হৃদিতল,
কত আকিঞ্চনে, ব্যাকুল সিঞ্চনে,
পাষাণে ফুটেছে প্রসূনের দল ;
আজি এসেছে বসন্ত, কুসুম ফুটন্ত,
নব কিসলয়ে হাসে বনরাজি,

ও চরণ তরে, হের থরে থরে
সাজায়ে এনেছে শত ফুলসাজি ;
নবীন মঞ্জরী আছে প্রাণ ভরি',
মনোমাঝে আজি নব পরিমল,
শত শতদল ধৌত নিরমল :
রাখ তার 'পরে চরণ-কমল।
ও পদ-প্রসাদে রাজার প্রাসাদে
জ্ঞান-তাপসের অপূর্ব্ব আশ্রম ;
কক্ষে কক্ষে তার ধ্বনিল আবার
সে পুরাকালের আগম নিগম ;
রামমোহনের দীপ্ত পদাঙ্কের
অনুক্রমে এল আর(ও) দুইজন
প্রদীপ্ত মনস্বী, সাহিত্য-তপস্বী,
ঈশ্বর, অক্ষয়—যুগল রতন ;
তোমার কাননে হরষিত মনে
ভ্রমিল সেবক তার পর কত ;
চরণে তোমার মাল্য অর্চ্চনার
গাঁথিয়া, রাখিল সবে মনোমত ;
কাব্য-প্রভাকর- স্বরূপ ঈশ্বর,
চিরমধুময় শ্রীমধুসূদন,
হাস্যরস-সিন্ধু সেই দীনবন্ধু,
বঙ্কিম, সাহিত্য-মধ্যাহ্ন-তপন ;
বচন সরস, হৃদয়ে সাহস,
এল হেমচন্দ্র স্বদেশ-বৎসল ;

জটিলতা-হীন, সুমিষ্ট নবীন,
সাহিত্যপাদপে পল্লব সরল ;
অমার আঁধারে হৃদয় মাঝারে
হেরিত যে আলো চিরপূর্ণিমার,
সে রজনীকান্ত ছিল চিরশান্ত
তব সেবা করি' জীবনের সার ;
গীতিগন্ধময় আনন্দ-মলয়—
আসিল দ্বিজেন্দ্র অনুরাগ-ভরা ;
অন্তিম শয়নে তোমারি চরণে
রাখিয়া মস্তক ছেড়ে গেল ধরা ;
ধর্ম্মসুধাধারে প্লাবি' রঙ্গাগারে
জীবনের কর্ম্ম গিরিশ সেধেছে ;
সে মঞ্চে তোমার নব পুষ্পভার
রাখিতে, ক্ষীরোদ, অমৃত র'য়েছে ;
র'য়েছে রবীন্দ্র, পূজিত কবীন্দ্র,
জগৎ মোহিতে চিদানন্দ-গীতে :
তোমার ইঙ্গিতে হের মা চকিতে
জগদ্যোতী জ্যোতি আবার প্রাচীতে ;
তোমার সমীপে নব রত্নদীপে
নব আরাত্রিক মৈত্রেয় করিছে ;
যে দ্বারে তোমার ফুটে বিশ্বাধার
সেই দ্বারে সবে রামেন্দ্র ডাকিছে ;
যে দ্বারে তোমার দৃশ্য চমৎকার—
অনন্তের তনু অণুতে ভাসিছে,

সেথা নিশিদিন সে ভাবে বিলীন
দ্বিজেন্দ্র প্রবীণ জীবন যাপিছে।

স্মৃতির রতন, আজিকার ধন,
ভবিষ্য-পথের সকল সম্বল,
জীবন-সঞ্চারী অমৃতের ঝারি,
নয়নের বারি, হৃদয়ের বল!
চাহিনা আমরা অলকা অমরা,
সসাগরা ধরা দূরে প'ড়ে থা'ক্;
ও বীণা-ঝঙ্কারে, অনন্ত ওঙ্কারে
মনোময় ব্যোম পূর্ণ হ'য়ে যা'ক্:
সাগরের তল, শিখর ধবল,
বরষার ধারা, করকাসম্পাত,
গ্রহকেতু-বর্ত্ম, মারুত-আবর্ত্ত,
ষড়ঋতু-চক্র, নিত্য দিবারাত,
কুঞ্জ নিরজন, ভ্রমর-গুঞ্জন,
কল-কল্লোলিনী, পিককুল-ভাষ,
অনন্ত আকাশ জ্যোতিষ্ক-নিবাস,
মানব-সমাজ কর স্বপ্রকাশ;
ফুল্লফুলহাস, বিজলী-বিকাশ,
জলেশ-নির্ঘোষ, জলদ-নিনাদ,
অনন্ত জীবাণু, শতকোটি ভানু,
শুনাও অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সংবাদ;

দেখাও, নিখিল জীবন-অনিল
পত্রে তৃণে জীবে সমান সঞ্চার ;
সম সুখদুঃখে তরঙ্গিত বুকে,
হাস্যক্রন্দনের বিচিত্র আধার ;
পাষাণের অঙ্গে, তরল তরঙ্গে,
সম বীচিক্ষেপে কাঁপে পারাবার ;
জীবন মরণ— প্রতীক গমন—
মহা যবনিকা করে পারাপার।

শ্বেতাব্জবাসিনি ! তমিস্রনাশিনি !
সহস্র হৃদয় ভর প্রতিভায়,
চতুরস্রধর তোমার অম্বর
উজলি উঠুক প্রাচীন প্রভায় ;
আবার বিজ্ঞান দি'ক্ ব্রহ্মজ্ঞান,
এক অদ্বিতীয় নিদান-সন্ধান ;
আবার দর্শন স্বরূপ দর্পণ
ধরিয়া, আত্মায় দি'ক্ আত্মজ্ঞান ;
কহ ইতিহাসে জলদের ভাষে
জগতের যত তথ্য পুরাতন ;
খোল হৈমদ্বার, সাহিত্য-ভাণ্ডার
জগতে করুক সুধা বিতরণ।

মাতৃদর্শন ।*

কমলাকান্তের কান্তার উজলি'
তরল কান্ত আভাতে,
অমল ধবল ফুটেছে কমল
উজল শান্ত প্রভাতে ;
শ্বেত শতদলে, শ্বেত পদতলে,
হিমে হিমকর হাসিরে ;
ধবল মূরতি, ধবলে যেমতি
শারদ নীরদরাশিরে ;
শুভ্র অঙ্গ 'পরি শুভ্র দীপ্ত বাস
অভ্র দীপ্ত করি ভাসে রে,
তুঙ্গ হিমশৃঙ্গে চন্দ্রিকা-তরঙ্গে
দীপ্তাকাশ যেন হাসেরে।

কমলাকান্তের অজির উজলি'
দাঁড়ায়ে আজি কি প্রতিমা ;
আঁখি হতে তার আলোক সঞ্চার,
দেখাতে ত্রিলোক-মহিমা ;

* বর্দ্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত।

সে যে ভারতের ভাতি মানসের,
প্রাচীর চিন্ময়ী মূরতি ;
বেদ বেদাঙ্গের, ভাব-তরঙ্গের
চিরলীলাময়ী স্ফূরতি ;
বঙ্গভাষারূপে আশাময় ধূপে
বাসিত বাতাসে এসেছে ;
সাধকের দীপে দীপিত মণ্ডপে
বাসনার সাজে সেজেছে।

সে যে সাথে ক'রে এনেছে সবারে
স্মৃতির বিস্তৃত বীথিতে ;
দ্বিজেন্দ্র হইতে সে চণ্ডীদাসের
চিত্র আঁকা ও অতীতে ;
কত সাধকের মহার্ঘ অর্ঘ্যের
রাশি, রাশীকৃত চরণে,
দেখ গুপ্ত-মধু-দীনবন্ধু হেম-
অর্পিত ফুল চন্দনে,
ঈশ্বর-অক্ষয়-দত্ত বিশ্বচয়,
বঙ্কিম-নবীন-অঞ্জলি,
রবীন্দ্রের করে অবিরাম ঝরে
নবীন কুসুম-আবলি।

এসেছে জননী পুরাণ এ পুরে,
পুরাতন স্মৃতি লইয়া ;

বৌদ্ধবিহারের জ্ঞান-প্রবাহের
তরঙ্গ অন্তরে তুলিয়া ;
আরো দূরতর সে পঞ্চনদের
তীরেতে যখন কুটীরে
জ্ঞান-সাগ্নিকের জ্ঞানাগ্নি জ্বলিত
সতত ধ্যানের সমীরে—
এসেছে জননী এ পুরাণ পুরে
সে পুরাকাহিনী বহিয়া ;
এসেছে জননী পুরাতন পুরে
নূতন জীবন লইয়া।

কমলাকান্তের কুটীর অবধি
অধিপ-প্রাসাদ জুড়িয়া,
স্নেহ-সচঞ্চল মায়ের অঞ্চল
অনিলে যেতেছে উড়িয়া ;
কীর্ত্তিচন্দ্রের কীর্ত্তিমণ্ডিত
বংশ আছে যে উজ্জ্বলি,
সে বিজয়চাঁদ মায়ের প্রসাদ
দিতেছে ভরিয়া অঞ্জলি ;
আজি সে প্রসাদ পুরাইয়া সাধ
এস তুলে লই সকলে ;
ঝেড়ে দেবে ধূলা মরমের মলা
জননী অমল অঞ্চলে।

মাতৃমন্দিরে।*

এত দিন পরে ডেকেছ জননী—
'আয় বাছা আয়' ব'লে
শতদিক হ'তে শতেক সন্তান
আসিয়াছে পদতলে।
তোমার স্নেহের পীযূষে পালিত
এ প্রিয় আবাসে সবে ;
এই প্রিয়তম অঙ্গন ভরিয়া
খেলা করিয়াছে কবে !
এই অঙ্গনের পবিত্র বাতাসে
খেলিয়া, ফিরিয়া এলে,
তুমি কতদিন কত মধুময়
সুখাদ্য দিয়াছ ঢেলে :
পাত্রে পাত্রে ভরি 'সাহিত্য'-অমৃত
খেয়েছি সকলে মিলে ;
পিপাসা মিটায়ে 'বিজ্ঞানে'র বারি
তুমি কত এনে দিলে ;

---

* Presidency College Founders' Dayতে পুরাতন ও নূতন ছাত্র-সম্মিলনে পঠিত।

'দর্শনে'র করে তৃপ্ত ক'রে কত
গায়ে হাত বুলায়েছ ;
'ইতিহাস'ময় কণ্ঠে নব নব
কত কথা শুনায়েছ ;
তুমি যে পাথেয় দিয়াছিলে সাথে,
তাইতে কাটিছে পথ ;
যাত্রাকালে দেওয়া আশীষ তোমার
পূরাইছে মনোরথ।
আহ্বানে তোমার কত পথ হ'তে
এসেছে পথিক কত ;
কেহ বা রথের প্রথিত সারথি,
কেহ বা ধূলায় নত।

আমরা অধম, দেখিব উল্লাসে
স্ফীত করি' নতবুক,
নিজ গরিমায় যাহারা ক'রেছে
উজল তোমার মুখ :
প্রশান্ত ধীমান্ 'গুরুদাস' তব
আনন্দ দিতেছে ওই ;
'রাসবিহারী'র বিশাল মেধায়
তুমি যে ভারত-জয়ী ;
ওই 'আশুতোষ' অংশুমালী সম
দীপ্ত নিজ প্রতিভায় ;

প্রসন্ন তুমি যে 'দেবপ্রসাদে'র
সুধাংশুর সুষমায় ;
'আশু', 'ব্যোমকেশ', 'সত্যেন্দ্র', 'সারদা'
ব্যবহার-শিখরেতে ;
'প্রফুল্ল', 'হীরেন্দ্র', 'রামেন্দ্র' হাসিছে
নিজ নিজ আলোকেতে ;
রবি শশী তারা আর (ও) কত আছে
আকাশ-অলোক-করা,
তারাও তোমার, হে মাতঃ সবার !
তোমারি আলোকে ভরা ।

আধেক নয়নে হরষ উছলে
উজল মিলন হেরি',
আধেক নয়নে বিষাদের ছায়া
আসিতেছে যেন ঘেরি' !
তোমার অঙ্গনে প্রথম প্রভাতে
প্রভাত-তপন প্রায়
খেলেছিল যেই অমূল্য রতন,
কোথায় আজি সে হায় ?
সে 'বঙ্কিম' নাই ; প্রথম প্রসূন
তোমার কাননে সেই,
পূর্ণ পরিস্ফুট, পূর্ণ পরিমলে
ভরিল আলয় এই ;

নাহি 'হেমচন্দ্র', গিয়াছে 'রমেশ'
'আনন্দমোহন'-ভাতি ;
তাই ক্ষণে ক্ষণে এ দিব্য আলোকে
আবরিতে চাহে রাতি।

গেছে তারা বটে, রেখে গেছে হেথা
আলোকের রেখা স্থির ;
তাই দেখি', আজি মোছ মা তোমার
নয়নকোণের নীর।
এস এস ভাই ! এ অঙ্গনে পুনঃ
স্মৃতিতে খেলিব আজি ;
স্মৃতিতে প্রসূন করিয়া চয়ন,
ভরিয়া লইব সাজি ;
নবীন হরষে খেলিতেছে হেথা
নূতন আলোকে যারা,
এই পুরাতন সন্তানগণের
স্নেহের সন্ততি তারা ;
তুমি কালে কালে জননী সবার,
নবসুত-পরিবৃতা,
এ নিত্য নূতন সন্ততিরতনে
থাক চির-অলঙ্কৃতা।

নব পুরাতনে আজি কোলে করে
বাসন্তী প্রকৃতিরাণী ;

নব পুরাতনে আজি এ ভবনে
দেও মা চরণখানি।
নব পুরাতনে মিলেছে পূজিতে ;
আজি সে অঞ্জলি নাও ;
নব পুরাতনে আজি কোলে ক'রে,
সকলে আশীষ দাও।

শ্রীপঞ্চমী, ১৩২১।

বঙ্কিম-মণ্ডল বা বঙ্গদর্শন।

সুস্বপ্ন-আবেশে অনন্ত আকাশে
দেখিলাম, ভানু, অনুচর ল'য়ে,
আলোক-লীলায় চ'লেছে কোথায়,
বিবিধ ছটায় উজলি' আলয়ে ;
রবির প্রভাসে গ্রহদল ভাসে,
আলোক লইয়া আলোক বিলায় ;
সৌরকেন্দ্র ঘিরে' কত দূরে ফিরে,
কত নব পথ আলোকিয়া ধায় ;
সেথা দিবানিশি হাসে পূর্ণ শশী,
সেথা দিবাকর নাহি অস্ত যায় ;
চির সমুজ্জ্বল সেই গ্রহদল
চির সমুদিত সেই সবিতায়।

দেখিতে দেখিতে যেন আচম্বিতে
দেখি সে রবির ছায়া সেথা নাই !
অরুণের সম অতি অনুপম
যেন তনু কার ভাতিছে সে ঠাঁই ;
শশিকর দিয়া যেন তা' গড়িয়া
রবির করে কে করায়েছে স্নান,

প্রখরতা নিয়া ছানিয়া ছানিয়া
কে যেন লাবণ্য ক'রেছে নির্ম্মাণ;
অঙ্গের সৌষ্ঠবে বর্ণের গৌরবে
যেন সে সরম দিবে দেবতায়;
ললাটের তলে নয়ন-কমলে
আপনি প্রতিভা ফুটিবারে চায়।

দেখে' চিনিলাম সে যে অভিরাম
এ বঙ্গের মহাপুরুষ-প্রবর,
যাঁর কণ্ঠ হ'তে অমৃতের স্রোতে
বহিল নবীন ভাষার নির্ঝর;
যাঁর কণ্ঠানিলে সাহিত্য-সলিলে
একটী 'বুদ্বুদ' একদিন উঠি',
অনন্ত তরঙ্গে আলোড়ি' এ বঙ্গে
সঞ্জীবন স্রোতে যাইতেছে ছুটি'।

সৌরক্ষেত্রে চাই: সৌরসখা নাই;
প্রতি গ্রহে দেখি নবীন মূরতি;
নবীন সৃজন, নবীন ভুবন,
নবীন ভাবের নবীন স্ফূর্তি;
সৌর সভাস্থলে নব নভস্তলে
অভিনব সভা দেখি সমাবেশ;

সে পুরুষবরে বসিয়াছে ঘিরে'
প্রতিভার করে উজলিয়া দেশ :
হেমচন্দ্র কবি— দেশপ্রেম ছবি—
গিরিস্রোত প্রায় ভাষায় প্রবল ;
পাশেতে নবীন, বহে অনুদিন
কাব্যক্ষেত্রে যেন প্রবাহ তরল ;
কাছে জ্ঞানজ্যেষ্ঠ সেই রাজকৃষ্ণ—
অক্ষুব্ধ বিস্তার বিদ্যাবারিধির ;
সঙ্গে চন্দ্রনাথ, ভাবের প্রপাত
শাস্ত্র-উৎস হ'তে ঝরে ঝির ঝির ;
চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র
উদ্দাম তরঙ্গ-ভঙ্গ একদিকে ;
সুধী রামদাস দিতেছে আভাস
পুরাবৃত্ত-পটে, অন্তে, অনিমিকে ;
সে ইন্দ্রনাথের রহস্য-ভাণ্ডের
রস চারিদিকে উছলিয়া যায় ;
স্থির রসময় 'গ্রাবু'র অক্ষয়
রসের সায়রে ডুবাইতে চায়।

বুঝিলাম, আজি সেই গ্রহরাজি
উঠেছে আবার স্মৃতির আকাশে,
সৌর বিশ্ব প্রায় আলোক ছটায়
একদিন যারা ফুটিল এ বাসে ;

বঙ্গভাষা রূপ গগনের ভূপ
আলোকিল যেই বিচিত্র মণ্ডল,
এযে সে ভাস্বর কোবিদ-নিকর—
বঙ্গদর্শনের সৌর সভাস্থল।

বিদ্যাসাগর। *

তিনি যে অমৃতময়, বলিও না মৃত তাঁরে ;
কালজয়ী বিজয়ীরে কাল কি হরিতে পারে ?
দিন পক্ষ মাস বর্ষ ধ্বংস-লীলাবেশে ধায়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাম গন্ধ কালগর্ভে ল'য়ে যায় ;
প্রবল প্রবাহ তা'র মহতে প্রণাম করে,
জানে সেথা চিদানন্দে কালাতীত কাল হরে ;
যে অনন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দ-ত্রিধারাময়
পবিত্র সলিলস্রোতে ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত হয়,
সেই তীর্থবারি ওই হৃদয় ভরিয়া আছে ;
পরশি' পবিত্র হও, বস দেবতার কাছে ;
অলকনন্দার প্রায় পরম-আনন্দদায়ী
ওই হৃদয়ের স্রোত আর্ত্তকুল-অনুযায়ী ;
ওই শুন আর্ত্তদের আনন্দ-উৎসব-ধ্বনি—
কঠোর সংসারে তা'রা পেয়েছে পরশমণি।

---

* বাৎসরিক উপলক্ষে লিখিত।

দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি।

(মৃতাহ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, শুক্ল দ্বাদশী, ১৩২০।)

মহাসিন্ধু-পার হ'তে সে যেন রে ভেসে আসে
এ মধুর চন্দ্রালোকে মধুময় ফুলবাসে ;
সমীর বহিয়া যায়,
পিক কলকণ্ঠে গায় :
এই গীতিগন্ধময় যামিনীর আবরণে
সে যেন আবার আসে তার গীতিগন্ধ সনে।

আজি এ মধুর ভুলে সেই কথা ভুলে যাই ;
ভুলিয়া যাই যে তার মূরতি মরতে নাই ;
শুধু হেরি বারবার
জীবন্ত মাধুরী তার ;
গায়িতে গায়িতে যেন সে এখনি ঘুমায়েছে ;
যে হাসি হাসিতেছিল তাই যেন হাসিতেছে।

স্মৃতি যেন ভুলে গেছে শেষ অঙ্ক জীবনের,
ফুটিয়া উঠেছে সেই ফোটা ফুল প্রমোদের ;
সেই গালভরা হাসি,
বুকভরা সুখরাশি

উজলি' আলয় যেন মলয়ে বহিয়া যায় ;
আজি এ দুঃখের দিনে সেই সুখ ফিরে চায়।

দাও দাও হৃদি খুলে' : আসুক বহিয়া তার
প্রাণের সে কথাগুলি, হৃদি ভরি' আরবার ;
এই স্নিগ্ধ মন্দানিলে,
উছলিত এ সলিলে
সে যে ঢেলে দিয়েছিল তার সব ভালবাসা ;
শেষ দিনে সে পূরাল সকল দিনের আশা।

স্বপ্নের নন্দন-শোভা, স্মৃতির উষার হাসি—
তার দেশ তারে দিল ক্ষুধাহরা সুধারাশি ;
জীবনের ভালবাসা,
মরণের পর আশা—
তার ভাষা তারে দিল অমৃতের বরদান ;
এ দু'য়ের সেবাতে সে ভুলিত যে অর্থ মান।

এ দেশের মাটী তার মনসাধ পূরায়েছে ;
সে কেন দেশের সাধ না পূরায়ে' চ'লে গেছে ?
গাঁথিতে গাথিতে মালা,
নিয়ে গেছে ফুলডালা ;
দু'চারিটি ফেলে গেছে মধুর সুবাসে ভরা ;
তাই বুকে ক'রে আছে তার জনমের ধরা।

কহ স্মৃতি! ভুলাইতে পারিলি ব্যথার হিয়া?
সে যে বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে বহিছে নয়ন দিয়া;
অন্তিম শয়নতলে
প্রফুল্ল প্রসূনদলে
সজ্জিত মলিনজ্যোতি সে মুখকমল খানি
যখনি পড়িবে মনে, কাঁদিবে অন্তরপ্রাণী।

সঙ্কল্প। *

অনন্ত জগৎ গড়িছে ভাঙ্গিছে,
অনন্ত তরঙ্গ উঠিছে নামিছে,
অনন্ত প্রবাহ কোথায় ছুটিছে
এক(ই) সে সঙ্কল্প-সমীরভরে ;

ছিল না যখন ও নীল অম্বর,
কারণে প্রচ্ছন্ন ছিল চরাচর,
ফোটেনি জ্যোতিষ্ক-কমল-নিকর
অনন্ত অমল ও সরোবরে,

শ্যাম অঙ্গে ধরা ধরেনি ভূধর,
নিথর অনন্তে অরূপ সাগর,
অস্ফুট ইন্দ্রিয়ে সব অগোচর,
তন্মাত্রে তন্ময় সে তৎসতে ;

অনাদি সুষুপ্তিতে প্রথম স্বপন,
অনাদি হৃদয়ে প্রথম স্পন্দন,—
অ-বাসনা সিন্ধু করিয়া মন্থন
বাসনা জাগিল আপনা হ'তে।

---

* 'সঙ্কল্প' পত্রিকার জন্য লিখিত।

তখনি তাহার মহান্ আদেশে
ভাসিল অম্বর ও সুনীল বেশে,
বহিল জলধি তার অধোদেশে
ধরি ধরণীর মোহিনী কায়া ;

সেই বাসনায় জাগিল তপন,
খুলিল প্রাচীর কনক-তোরণ,
স্ফুরিয়া উঠিল বিহগ-কূজন,
সৃজন-কৌতুকে পূরিল মায়া ;

সেই বাসনায় ওই নভস্তলে
জ্যোতির্ম্ময় পান্থ পথ ধ'রে চলে,
চির অনলস, পলে অনুপলে
ত্রিলোকের কাজে নিরত আছে ;

সেই বাসনায় চন্দ্রে সুধা ক্ষরে,
মেঘমন্দ্রে বারি শান্তিদান করে,
অনিলে পুলকে ত্রিলোক শিহরে,
আলো খেলা করে ছায়ার কাছে ;

সেই বাসনায় জননীর মায়া,
নিখিলের প্রেম তার(ই) প্রতিচ্ছায়া,
স্নেহময় ভ্রাতা পিতা পুত্র জায়া
সেই বাসনায় র'য়েছে ঘিরে ;

সে বাসনা হ'ক সঙ্কল্প সবার,
জীবন-বীণায় বাজুক ত্রিতার,
আসুক অঙ্গনে মঙ্গল-সম্ভার
ভাসি বিশ্বভরা সৌহার্দ্দ-নীরে

কত প্রবৃত্তির কত মুক্ত পথ,
কত দিকে ডাকে কত মনোরথ,
সঙ্কল্প রাখুক তোমাকে সতত
সে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছিত পথে ;

সেথা বিবেকের ধ্রুবতারা আছে,
পথ হারাবে না, থেকো তার কাছে,
প্রসাদ-অনিল আসে পাছে পাছে
প্রকট করিতে সে মনোরথে।

দেব-অনুকম্পা, সঙ্কল্প মহান্ ;
এ যে ভক্ত প্রাণে নিজে ভগবান্ ;
করে সুদর্শন সদা ঘূর্ণমান
বাধা বিঘ্ন সব বিনাশ করে ;

ধ্রুবতারা সম চির সুনিশ্চিত,
দধীচি-অস্থির শক্তি-সমন্বিত,
পাঞ্চজন্য-স্বনে গাণ্ডীব শিঞ্জিত,
সাধু-ত্রাণ-পর, দুষ্কৃত হরে।

শারদীয়া মাতৃভূমি।

অখিল-আনন্দকারী সাজেতে সাজ মা আজি ;
শরৎ শর্ব্বরী এল লইয়া রতন রাজি :

চন্দ্রমা-তিলক পর,
তারকা কুন্তলে ধর,
অলকে শারদ অভ্র স্তবকে স্তবকে রাখ ;
ওই স্বচ্ছ স্বপ্রকাশ
পরিয়া সুনীল বাস,
অমল কোমল শ্যাম সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্রিকা মাখ ;
মরকতে মুক্তা ঢালা—
শশিকর-সমুজ্জ্বলা,
আসলিল-শ্যামতটা তটিনীর হার পর ;
বনফুলে ফুলবালা,
অঙ্গে দোলা বনমালা,
শেফালী অঞ্চলে ঢালি অনিলে চঞ্চল কর ;
বাজা মা আজ বনে বনে
কোকিল-দোয়েল-স্বনে
অতুল বাঁশরী তোর পুলকিয়া চরাচর ;

স্বর্ণ ধান্যে ভরা মাঠ,
পণ্যে ভরা ঘাট বাট,
অন্নপূর্ণা অন্ন ল'য়ে সর্ব্ব গৃহ পূর্ণ কর।
সাজ মা, এল শরৎ,
আজি পুত্র-মনোমত :
চরণে থুইব তব সর্ব্ব অর্থ কাম্য যত ;
তোর বনফুলে আজি
ভরিয়া এনেছি সাজি :
তোর রত্ন তোরে দিব—পূরা মা এ মনোরথ।

কৃষ্ণনগর।

গঙ্গা জলাঙ্গীর পবিত্র সঙ্গম
ওই যে উপান্তে লক্ষিত হয় ;
পবিত্র সঙ্গমে পরম পবিত্র
ওই নবদ্বীপ অঙ্কিত রয় ;
জ্ঞানের মণ্ডপ ওই দিব্যধাম,
পবনে পবনে ওঙ্কার-ধ্বনি ;
যে ভাষা-ঝঙ্কারে বিশ্ব চমকিত,
সেই অমৃতের অক্ষয় খনি।
কুটীরে কুটীরে শ্রুতি স্মৃতি ন্যায়
চিত্তের প্রসাদে বিরাজ করে ;
সেথা চীরধারী ধরিছে হৃদয়ে,
যে আনন্দ নাহি প্রাসাদ ধরে।

সেথা একদিন, সে আনন্দ ভুলি,
ভুলি কুটীরের প্রশান্ত ছবি,
একটী হৃদয়, সীমা উত্তরিয়া,
হ'ল অসীমের তন্ময় কবি :
পবিত্র-সলিলা ওই সরিদ্‌বরা
অনন্ত অম্বর হৃদয়ে ধরি',

ছুটেছে যেমন অনন্তের পানে,
অনন্ত কল্লোলে নর্ত্তন করি' ;
তেমনি আবেগে, নিমাই(এ)র প্রাণ,
ও চিরপবিত্র প্রবাহ-তীরে,
সেই চিরন্তন পদ লক্ষ্য করি,
গিয়াছিল মিশি অনন্ত-নীরে।

এই পুণ্যকথা সর্ব্বাগ্রে জাগ্রত
হে কৃষ্ণনগর তোমার নামে ;
এই পুণ্যছায়া আবরিয়া আছে
তোমার বরেণ্য রাজেন্দ্র-ধামে ;
সব আবরিয়া আমার হৃদয়ে
জাগে সদা সেই শৈশবদোলা ;
জলাঙ্গীর তীরে সেই বটচ্ছায়া
মায়ার মণ্ডপে রয়েছে তোলা।
ও নামে আবার লুকায়ে তেমনি,
ছুটে যাই সেই বটের তলে, (১)
বসি সে আবার আতপ-নিবারী
ঘন পত্রমাঝে বিটপ-দলে।

---

(১) লেখক ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র। কৃষ্ণনগরে জলাঙ্গী (খড়িয়া) নদীর নিকট বটতলায় ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের বাসগৃহ ছিল। সেই গৃহের সন্নিকটে এই বটবৃক্ষ বিরাজিত।—('সাধক'-সম্পাদক)

ভুলে যাই যেন এই কার্য্য-ক্ষেত্র,
এই সংসারের অশ্রান্ত রণ,
ফিরে পাই যেন তোমার সৈকতে
শৈশবের সেই অমূল্য ধন :
জলাঙ্গীর নীরে সেই সন্তরণ,
সেই তীর'পরে শিশুর খেলা,
বালুকার ঘর সেই ভাঙ্গাগড়া,
সেই ছুটাছুটি সারাটি বেলা ;
জলাঙ্গীর নীরে সুস্নাত করিয়ে,
ধূলির চন্দন মাথায়ে দিতে,
স্নিগ্ধ সমীরণ- কর বুলাইয়ে
সেই শ্যাম-অঙ্ক পাতিয়া নিতে ;
যে স্নেহ আদর, স্বচ্ছন্দ আরাম,
জীবন-প্রারম্ভে দিয়াছ তুমি ;
সে মধুর স্মৃতি, কত মধুময়
করিয়া রেখেছে সে প্রিয়ভূমি।

সে বট-বিটপী, আম্রের কানন,
শ্যামল প্রাঙ্গণ কানন পাশে ;
প্রাঙ্গণের পর শুভ্র নিকেতন
রমণীয় শোভা প্রকাশি' ভাসে ;
প্রসন্ন মন্দির প্রসন্ন দেবের,
সকলি প্রসন্ন পরশে তাঁর ;

সম-অনুভূতি- সমীরণ যেন
ফুটায়ে রেখেছে মালতীহার :
দীনবন্ধু-পাশে আনন্দে আসীন—
অমৃতের খনি হৃদয় যাঁর—
সে কালীচরণ, (২) দরিদ্র-শরণ,
উদার তরল করুণা-ধার ;
তাঁর কাছে সেই সদা মিষ্টভাষী—
সদা মিষ্ট হাসি আনন ছায়—
কার্ত্তিকেয়-চন্দ্র, (৩) কার্ত্তিকেয় রূপে,
চন্দ্রিকা-ভাসিত মলয় বায় ;
সেই পূর্ণচন্দ্র, (৪) সুধাপূর্ণ প্রাণে
ভালবাসা যেন ভাসিয়া যায়,

---

(২) ৺কালীচরণ লাহিড়ী কৃষ্ণনগরের সুবিজ্ঞ ও পরোপকারী চিকিৎসক ছিলেন। ৺রামতনু লাহিড়ী ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী কাব্যে' উভয়েরই বিবরণ আছে।

(৩) ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর রাজবাটীর দেওয়ান ছিলেন। ইঁহার ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত কৃষ্ণনগরের রাজবংশের বিবরণ। বিখ্যাত কবি ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র অতি সুপুরুষ ছিলেন।

(৪) ৺পূর্ণচন্দ্র রায়, ৺ যদুনাথ রায় রায়বাহাদুর ও কলিকাতার সুপরিচিত ডাক্তার ৺দেবেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির জ্ঞাতি ছিলেন ; ইনি৺ সুপুরুষ ছিলেন।

"যদবধি হাঁদাপেট হেরেছি নয়নে।
পূর্ণচন্দ্র কার্ত্তিকেয় নাহি ধরে মনে ॥"

'নবীন তপস্বিনী'র এই দুই পংক্তি বোধ হয় পাঠকগণের পরিচিত। শেষ পংক্তিতে

স্নেহের ব্রততী তেমতি প্রসারি,
আমারে সে প্রাণে বাঁধিতে চায় ;
আরো সেই খানে শান্ত, নিরমল,
অকম্প সরসী-জীবন প্রায়,
দিব্য-কান্তি-তনু রামতনু (৫)-হিয়া,
সরলতা ছায়া সতত যা'য় ;
আর মনে পড়ে রাজেন্দ্র-প্রাসাদে
প্রসাদের সেই সরস ছবি—
সতীশ-চন্দ্রের (৬) সে নম্র স্বরূপ,
পল্বলে বিম্বিত প্রভাত-রবি ;
সেই দিন, সুখে, স্মরি চিরদিন,
প্রীতির আদর্শ দেখায়েছিল—
আমি দীনধামে দীনের সন্তান,
সুবর্ণ-উৎসঙ্গ আমারে দিল ।

হে কৃষ্ণনগর ! প্রীতির সঙ্গমে
যে মনোজ্ঞ ধাম রচিয়াছিলে,
কোমল মরমে কোমল পরশে
চিরতরে তাহা আঁকিয়া দিলে ।

'পূর্ণচন্দ্র' 'কার্ত্তিকেয়' নাম দুইটার সাধারণ অর্থ ছাড়া পূর্ব্বোক্ত দুইজনকেও গ্রন্থকার লক্ষ্য করিয়াছিলেন ।

(৫) ৺রামতনু লাহিড়ী স্বনামধন্য সাধুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী (এস্, কে, লাহিড়ী)।

(৬) ৺সতীশচন্দ্র কৃষ্ণনগরাধিপ ছিলেন।—('সাধক'-সম্পাদক)।

গোবরডাঙ্গা।*

যমুনাকূলের মত জগতে কোথায় আর
সৌহার্দ্দের চিত্র আছে সুপবিত্র চমৎকার ?
সেই স্মৃতি জাগাইয়া হে গোবরডাঙ্গা তুমি
হ'য়েছিলে কি অপূর্ব্ব সখ্যের বিলাসভূমি !
তোমার যমুনাবাহু বাড়ায়ে, বেড়েছ সুখে
অদূরে সে চৌবেড়িয়া, দীনধাম যার বুকে ;
তেমনি সাদরে তব সারদাপ্রসন্ন ধন
দিয়াছিল সে দীনেরে তার প্রেম আলিঙ্গন।
হৃদিময় যে তড়িতে মিলেছিল দুইজনে,
বেঁধেছিল তাহা বুঝি জীবন মরণ সনে !

---

* দীনবন্ধু তাঁহার 'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো' প্রহসন যে বিখ্যাত ভূস্বামী সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাসস্থান যমুনা নামক নদীতীরস্থ গোবরডাঙ্গা। দীনবন্ধুর জন্মস্থান, গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী যমুনা-তীরস্থ চৌবেড়িয়া। এই জন্য বাল্য হইতেই উভয়ের বন্ধুত্ব হইয়াছিল। এই সখ্য এতই প্রগাঢ় ছিল, যে সারদাপ্রসন্ন যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন মৃত্যুকালে একবার দীনবন্ধুকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। দীনবন্ধু সংবাদ পাইয়া প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বড়ই তৃপ্ত হইয়াছিলেন। বন্ধুর সহিত সাক্ষাতের অল্পকাল পরেই সারদাপ্রসন্নের মৃত্যু হইল। সারদাপ্রসন্নের আত্মীয়েরা বলিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণ যেন দীনবন্ধুর সহিত শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্যই বিলম্ব করিতেছিল।

তাই সে মুমূর্ষু-আঁখি ছিল সখা-পথ চেয়ে,
জীবন ভাসিয়াছিল ক্ষণেক মরণে বেয়ে!
প্রসন্ন-অন্তিম ছিল দীনবন্ধু-প্রতীক্ষায়,
অন্তিমে প্রসন্ন হ'ল নিরখি' সে মুখ হায়!
কাল ছায়া উজলিয়া ফুটিয়া উঠিল হাসি,
মুমূর্ষুর মগ্ন আঁখি হর্ষনীরে গেল ভাসি!
অশান্তির সে স্পন্দন ক্ষান্ত হ'ল সেই বুকে,
সখা-করে কর রাখি' চিরনিদ্রা গেল সুখে!
মরণে সন্তাপহরা এ সখ্য কি দিব্য ধন,
জীবনের অস্তাচলে বিন্যস্ত সুবর্ণ ঘন।

সমর-মঙ্গল।

—ঃ০ঃ—

ওই শুন, পাঞ্চজন্য বাজিছে জগৎ জুড়ে,
সে দৈব উৎসাহ রব পবনে আসিছে উড়ে ;
'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়'—
বিতত বিয়ৎ কয়,
সম্মিত অম্বরময় ভাস্বর জ্যোতিষ্কদ্যুতি
জাগায় জগৎচিত্তে বিজয়ের অনুভূতি।

ওই দেখ প্রতীচীর দুষ্টমতি দুর্যোধন,
দুরাশায় দৃপ্ত ওই নীচ দুরাচারগণ,
ওই অন্যায়ের মূর্ত্তি,
জিঘাংসার ভীম স্ফূর্ত্তি,
দুর্ব্বলের প্রতি ওই প্রবলের অত্যাচার,
বর্ব্বর-অধম ওই সভ্যতার কুলাঙ্গার।

সাম্নে 'বেলজম'রূপে অভিমন্যু নিপীড়িত :
আর্ত্ত পরিত্রাতাদের জয়বার্ত্তা সুনিশ্চিত ;
বরপুত্র বরবীর,
শিক্ষাদীক্ষা অর্জ্জুনের
আছে প্রতি বীরবক্ষে ও আর্ত্তরক্ষকদের ;
অচিরে লইবে তারা পূর্ণ প্রতিশোধ এর।

দুর্ব্বৃত্তির দাবানলে দগ্ধ স্বর্ণপুরী শত,
অনাথ হ'তেছে শিশু, নারী অনাথিনী কত
এ আর্ত্তের হাহাকারে,
মর্ম্মভেদী সমাচারে
ব্যথিত হ'য়েছে সেই ধর্ম্মপক্ষ জনার্দ্দন,
প্রতি বীরবক্ষে আজি পাতিয়াছে যোগাসন।

এ সারথি-প্রচালিত পুণ্যময় মহারথ,
চির দুর্নিবার রণে, অগ্রসরে অবিরত ;
দলিবে দুস্কৃতদলে,
উদ্ধারিবে পুণ্যবলে
স্বদেশনিহিতপ্রাণ পূতচিত্ত সাধুগণে,
নির্ব্বাসিতে ফিরে দিবে প্রাণপ্রিয় সে ভবনে।

সত্যরক্ষা ব্রিটনের এই কর্ম্মযোগমূলে ;
নিরাপদে স্বার্থরক্ষা তাই অকাতরে ভুলে,
দেখ, বরিয়াছে সুখে
পুণ্যময় মহাদুখে ;
অবশ্য পূরিবে এই মহাব্রত ব্রিটনের ;
এই রণ ধর্ম্মক্ষেত্র মহাধর্ম্ম সাধনের।

ভারতহৃদয় আজি হ'য়েছে ব্রিটনময়,
অন্তরের অন্তঃস্থল মাগিছে ব্রিটন-জয় ;
ব্রিটনের ঋদ্ধি যাহা,
ভারতসমৃদ্ধি তাহা ;

ভারত ব্রিটনতরে করিছে জীবনপাত,
বাজাইছে দেবালয়ে শঙ্খঘণ্টা দিবারাত।

ওই দেখ ব্রিটনের অস্তহীন রবিকরে
চিরজয়ী বৈজয়ন্তী অভয়ে বিরাজ করে ;
ওরি তলে নেলসন্,
শতজিষ্ণু বেলিংটন্,
গৌরব বরিয়া নিল কর্ত্তব্যের ডালা করে ;
ব্রিটন কর্ত্তব্য-পথে বিপদে নাহিক ডরে।

সেই বীরকুলবাণী আসিছে পবন ব'য়ে ;
অরি ক্ষান্ত নাহি করি' কে রহিবে শান্ত হ'য়ে ?
ব্রিটনের দেবদারু
নাহি হবে অন্য কারু,
ব্রিটনের বারিধির ব্রিটন (ই) রহিবে প্রভু,
এ যক্ষের বক্ষমণি অন্যে নাহি পাবে কভু।

আকাশে বাতাসে সেথা স্বাধীনতা খেলা করে,
স্বপ্নে শিশু অস্ত্র ধরে সেথা স্বাধীনতা তরে ;
তারি তরে জুল রণে,
ভারত যাইবে সনে,
চল অন্যায়ের অরি ! উদ্ধতে প্রণত কর,
রাখ ব্রিটেনের মান, জগতের গ্লানি হর।

দুরাশার ক্রীতদাস, শুধু পশুবল-সার ;
হৃদয়ের মরুভূমে নাহি লেশ শ্যামতার ;
দীক্ষা শুধু অহঙ্কার,
শিক্ষা শুধু অত্যাচার :
এ স্বার্থপরের বল ক'দিন থাকিবে বল ?
চল পরহিতব্রতী উদার সেনানী চল।

ওই শুন, পাঞ্চজন্য ধ্বনিত জগৎ জুড়ে,
সে ঐশ আশ্বাস-ভাষ বাতাসেতে আসে উড়ে ;
'দুর্নীতির হবে ক্ষয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়'—
অনন্ত অম্বর এই জীবন্ত সঙ্গীতময় ;
জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক হ'তে আসিতেছে এ অভয়।

সমাপ্ত।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

আকিঞ্চন

(কাব্য)

মূল্য এক টাকা মাত্র।

পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত।

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন ঃ—আকিঞ্চনের কবিতাগুলি অতি উচ্চ শ্রেণীর। কবিতাগুলির ভাষা যেমন সরল ও সুমধুর, তাহাদের ভাব তেমনই গভীর ও উচ্চ। **এরূপ কবিতা বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের মূল্যবান্ রত্ন।** আপনার বিনীত প্রকৃতি যাহা কাব্যক্ষেত্রে আপনার "আকিঞ্চন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, সাহিত্যসমাজ তাহাকে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ বলিয়া গণ্য করিবে।

নব্যভারত বলেন ঃ—ছাপা পরিষ্কার, কবিতাগুলি মনোজ্ঞ। লেখকের বাঙ্গালা ভাষা লিখিবার শক্তি অসাধারণ। রুচি মার্জ্জিত, ভাব পবিত্র, লেখা বিশুদ্ধ, আবেগ সংযত। বাঙ্গালার কাব্য-জগতে অনেক

সুন্দর সুন্দর পুস্তক আছে, কিন্তু **সর্ব্ববিষয়ে এরূপ সুন্দর পুস্তক অধিক আছে বলিয়া মনে হয় না।** "নারদের ব্রহ্মদর্শন" কবিতাটী এত সুন্দর হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। যাঁহার লেখনী হইতে এরূপ মনোজ্ঞ লেখা বাহির হইতে পারে, তিনি সামান্য মানুষ নহেন।

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত **অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন**ঃ—"আকিঞ্চনের কবিতাগুলি সমস্তই সুললিত। কবি দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র সুন্দর কবিতা লিখিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন :—We have gone through the pages of this work with intense delight and found to our great pleasure that almost every piece is full of genuine poetic beauties. Felicitous diction, chaste and resonant style, rhythmical melody, sublime sentiments, high imagination and tender pathos pervade every piece of this delicious poetical work. The author soars high and gives to his readers the thoughts and suggestions which tend to elevate his readers to a region which is serene, sublime and eternally beautiful.

সুকবি শ্রীযুক্ত **প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় বলেন**ঃ—এ ভক্তের আকিঞ্চন। একটা তন্ময় চিত্তের আকুতি, মিনতি আর্ত্তি বুঝি কবিতা হইয়া ফুটিয়াছে। সে উচ্ছ্বাস অনাবিল, শান্ত ও সমাহিত। যেন একটী ছন্দোবদ্ধ ধ্যান কুলুকুলুরবে বিশ্ব-জননীর চরণ-বন্দনা করিতেছে। সে প্রবাহে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ নাই—

আছে কলস্বরা বীচিমালা—গদগদ লহরীলীলা, স্বচ্ছশীতল অমৃত-নিসেক। "শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে গমন" ও "ভগীরথের গঙ্গানয়ন" একই কালে কবিতা ও দর্শন। তার্কিকের শুষ্ক দর্শন নয়, ভক্তের ভূয়োদর্শন।

অর্চ্চনা বলেনঃ—বঙ্কিমবাবুর কবিতার ভাষা মনোরম, চিত্রের বর্ণবিন্যাসে প্রকৃত শিল্পকরের তুলিকার পরিচয় পাওয়া যায়। এক একস্থলে পড়িতে পড়িতে পাঠক অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। **"শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে গমন" নামক কাব্যটী বর্ণনা-গৌরবে অতুলনীয়।** শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের কথোপ-কথনে বাসুদেবের ব্রজলীলা বড় মধুর চিত্রে ফুটিয়াছে। যে কবি এত সংক্ষেপে এত বড় কর্ম্মবীর শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, সে কবি হিন্দু সমাজে বরেণ্য।

বঙ্গবাসী বলেনঃ—সকল কবিতা প্রসাদগুণবিশিষ্ট। অনেক কবিতা পড়িতে পড়িতে ভাবে হৃদয় উছলিয়া উঠে। এক একটী কবিতার শব্দ-ঝঙ্কারের রেশ কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া হৃদয় পুলকিত করিয়া তুলে। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত কবিদিগের কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের মতন যদি মধুর ছন্দে, মধুর ভাষায় ও ভাবে, অথচ প্রসাদ-গুণে রচিত হয়, তাহা হইলে বুঝিব, বঙ্গসাহিত্যের কাব্যাঙ্গ প্রকৃতই শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে।

"নায়কে" শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেনঃ—"আকিঞ্চন" নাম দিয়া একখানি অতি সুন্দর গাছপাকা ফজলী আমের মতন মিষ্ট মধুর কবিতাপুস্তক বাহির হইয়াছে। মিত্রজ দাদা উচ্চাঙ্গের কবি, ভাষা সুন্দর—ভাব অতি মধুর। তাঁহার রচিত "শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে গমন" কাব্যখণ্ডখানি সকলেই সাদরে

লেহন করুন, সুখ পাইবেন। যেন শিরাজী সোহন পাপড়ী—পর্দ্দায় পর্দ্দায় মিষ্টতা—শব্দে শব্দে মাধুরী।

সময় বলেন :—'শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে গমন,' 'নারদের ব্রহ্মদর্শন' প্রভৃতি কবিতার ভাব-সম্পদ্ ও ছন্দ-মাধুর্য্য স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মনে হয়, এগুলি বুঝি নবীনচন্দ্রের রচনা। বঙ্কিমবাবুর হাত বেশ পাকা।"

ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত **অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন** :—"কবিতাগুলির সদ্ভাবপূর্ণ আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। যাহা আজকাল বাঙ্গালা কবিতায় বিরল হইয়া পড়িতেছে, তাহা আপনার কবিতায় স্বভাব-সুলভ বলিয়া 'আকিঞ্চন' আমার এত ভাল লাগিয়াছে।"

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত **অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন** :—"আজ কাল অনেকের কবিতাই হেঁয়ালী গোচের। বঙ্কিমবাবুর কবিতা সে শ্রেণীর নয়। তাঁহার কবিতায় এমন একটা গভীর ঝঙ্কার আছে যে, মর্ম্মস্থানে গিয়া সাড়া দেয়; এমন একটা মাধুর্য্য আছে যে, আপন বলে আপনা ভুলাইয়া বাহিরের দিক্ হইতে ভিতরের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। এ জিনিষটা বড় একটা যাহার তাহার কবিতায় দেখা যায় না।"

প্রবাহিনী বলেন :—"আকিঞ্চনকে আমরা সাত্ত্বিক কাব্য বলিতে পারি। **রসের এমন্ সুন্দর অবতারণা আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যে অতি অল্পই দেখা যায়।"**

অর্ঘ্য বলেন :—"আকিঞ্চনের অধিকাংশ কবিতাই ভাবের

মাধুর্য্যে, ছন্দের উৎকর্ষে, শব্দ-শোভায় সকলেরই চিত্তহরণ করিবে। এমন উচ্চ ভাবমূলক কবিতাগ্রন্থের এ দেশে যদি আদর না হয়, তাহা হইলে বুঝিব বাঙ্গালা দেশে কবিতা-রসাস্বাদী লোকের একান্ত অভাব হইয়াছে।"

সুপ্রসিদ্ধা মহিলা কবি **শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'আকিঞ্চন' পাঠে** লিখিয়াছেন :—

"কে বহাল ঘরে, এত দিন পরে
এ পবিত্র নন্দন-কুসুম-বাস ;
কার **আকিঞ্চন** ক্ষিপ্রচরণ
আনিল বহিয়া অমরাভাস।
স্বদেশী সঙ্গীত ভুলে গিয়ে অই
বিদেশে বিস্মৃত বাস ক'রে রই
(এ যেন) মনে পড়ে পড়ে, মুখে না নিঃসরে—
ধরি ধরি ধরা যায় না ;
লিখি বটে গান, পড়ি বটে বই
আঁকি যারে হায় সে নহে ত ওই !
(যেন) ফোটে ফোটে ফোটে, ওঠে না'ক ফুটে
ঝাপ্‌সা রুচির আয়না !
এ হেন সময়ে কে গাহে কোথায়,
চির পরিচিত বিস্মৃত ভাষায়,
আনন্দ জোয়ার যেন বেগে ধায়
দিক্-চক্রবালে পরশি' ;—

ফুটে উঠে স্বর ৬ পঞ্চমে নিখাদে,
(যেন) দেবর্ষির বীণা বাঁধা দিব্য ছাঁদে,
কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে কাঁদে,
অমৃতের ধারা বরষি' !"

* * * * * * * * *